ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা গাঢ় অন্ধকার রাত্রির অংশ সদৃশ ফিৎনাসমূহে পতিত হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সৎকর্মসমূহের দিকে ধাবিত হও। যখন কোন ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠবে মুমিন অবস্থায় ও সন্ধ্যা করবে কাফের অবস্থায়। অথবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় ও সকালে উঠবে কাফের অবস্থায়। সে দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তার দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে’ *(মুসলিম হা/১১৮)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২৬

ক্ষমতার দম্ভে অবরুদ্ধ মানবতা : মুসলিম বিশ্বের করণীয়...

www.at-tahreek.com

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة

المجلد : ٢٩ العدد : ٥ شعبان ورمضان١٤٤٧هـ/ فبراير ٢٠٢٦م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ (বুখারী হা/৪৫০)।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলার কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

মাদরাসা তারবিয়াতুল উম্মাহ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

তাহফীযুল কুরআন | ইসলামী শিক্ষা/কিতাব বিভাগ | মাদানী নিসাব

ভর্তি চলছে

• বালক • বালিকা ▪ আবাসিক ▪ অনাবাসিক ▪ ডে-কেয়ার

আবাসনে এসি - নন এসির ব্যবস্থা রয়েছে

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক | শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

যাত্রাবাড়ী শাখা, ঢাকা:
৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা, গেইট-৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪। ০১৬১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

কামারজুরী শাখা, গাজীপুর:
৮৭৪, কামারজুরী, সাইনবোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,
গাজীপুর। ০১৭১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN : 3105-4137

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

শা'বান-রামাযান	১৪৪৭ হি.
মাঘ-ফাল্গুন	১৪৩২ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০২৬ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ *(বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - লক্ষ্যহীন গতানুগতিক নির্বাচন ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - রামাযান মাসের ফাযায়েল ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল ০৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - ইসলামে একাধিক বিবাহ : বিধান, তাৎপর্য ও শর্তাবলী ০৬
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
  - যেমন ছিল সালাফদের রামাযান ১০
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - জুম'আর দিনের মর্যাদা : করণীয় ও বর্জনীয় ১৮
    -মুহাম্মাদ রাফাত আনাম
- **শিক্ষাঙ্গন :** শিক্ষা সহজীকরণ *-সারওয়ার মিছবাহ* ২২
- **স্বাস্থ্যকথা :** রামাযানে ছায়েমদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরামর্শ ২৪
  -ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - ক্ষমতার দম্ভে অবরুদ্ধ মানবতা : মুসলিম বিশ্বের করণীয় ২৫
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **দিশারী :** জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ : একটি বিশ্লেষণ *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২৭
- **দো'আ ও যিকর :**
  - নিঃস্বের আর্তনাদ ও এলাহী সাহায্য : মূসা (আঃ)-এর ঐতিহাসিক দো'আ *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৩২
- **সন্তান পরিচর্যা :** শিশুদের ছিয়াম : কেন, কখন ও কিভাবে অভ্যস্থ করবেন? *-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান* ৩৩
- **নবীনদের পাতা :** ছিয়ামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য *-আরাফাত যামান* ৩৫
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - উত্তম ফায়ছালা *-শিহাব চৌধুরী বিন দুলাল* ৩৭
- **আত্মচিন্তা :** অধীনস্থদের প্রতি ইহসান *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৯
- **কবিতা :** ৪২
  - অহি-র দাওয়াতে এসো
  - তুহফায়ে রামাযান
  - হকের দাওয়াত
  - আল্লাহ ভরসা
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ফেব্রুয়ারী ২০২৬

সম্পাদকীয়

২৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

লক্ষ্যহীন গতানুগতিক নির্বাচন

জুলাই'২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এদেশের ঈমানদার জনগণ আশা করেছিল যে, দেশে ইসলামী খেলাফত কায়েমের সুযোগ তৈরী হবে। কিন্তু দীর্ঘ ১৯ মাস পরে দেখা যাচ্ছে পুনরায় সেই দলীয় রাজনীতির হিংস্র থাবা জাতির উপর চেপে বসছে। একদল ফ্যাসিস্ট যাওয়ার পর আরেকদল ফ্যাসিস্ট সামনে আসছে। ক্ষমতায় আসার আগেই চারদিকে শুরু হয়েছে চুরি-ডাকাতি, চাঁদাবাজি, হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও, দখল-পাল্টা দখল। কথিত ইসলামী দলগুলোও সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফেরা সবচেয়ে বড় আবেগ সৃষ্টিকারী নেতা সিলেটের শাহ জালাল ও শাহ পরাণের মাযার যিয়ারত করে 'নবী করীম (ছাঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতায় দেশ চালাবো' বলে ইলেকশন ক্যাম্পেইন শুরু করলেন। অথচ কে না জানে যে, কবরস্থ ব্যক্তি কিছুই শুনতে পায়না, দেখতেও পায়না, বুঝতেও পারেনা। অথচ তিনি জন্মসূত্রে আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান।

গণতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবী তোলার পরিবর্তে ইসলামী দলগুলো 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও ক্ষমতার হিস্যা' লাভের জন্য মুখিয়ে আছে। জোট গড়া, জোট ভাঙ্গা, আসন ভাগাভাগি ইত্যাদি চিরাচরিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। মানব রচিত গণতন্ত্রের বিপরীতে আল্লাহ প্রেরিত ইসলামকে তারা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। বাতিলের সাথে এই আপোষকামিতা কি দেশে আদৌ কোন পরিবর্তন আনতে পারবে? নাকি এটি স্রেফ চেয়ারের পরিবর্তন?

ইসলাম কখনোই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেনা। কিন্তু তাই বলে বাস্তবতার নামে আদর্শকে বিসর্জন দিতে বলেনা। সালাফে ছালেহীন অত্যাচারিত হয়েছেন, কারা নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেও সত্য উচ্চারণে পিছপা হননি। আজ যদি আমরা শুধু 'এখন সময় নয়' 'পরিস্থিতি অনুকূলে নয়' ইত্যাদি বলে পিছুটান দেই, তাহ'লে জাতির বর্তমান তরুণ প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের কাছ থেকে কী শিক্ষা নেবে? আপোষহীন তাওহীদী অবস্থান, না কি শিরকের সাথে আপোষ? নিঃসন্দেহে নিরংকুশ তাওহীদী চেতনা ব্যতীত পরকালীন মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়! আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম *(মায়েদাহ ৭২)*।

কে না জানে যে, 'গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। পক্ষান্তরে ইসলামে 'আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। 'গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'। পক্ষান্তরে 'ইসলামে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত'। 'গণতন্ত্রে আইনের প্রণেতা হলেন এমপি-মন্ত্রীগণ'। কিন্তু 'ইসলামে বৈধ-অবৈধ এবং হালাল-হারামের মানদণ্ড হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ'। যার অভ্রান্ত বিধান পরিবর্তনের অধিকার জাতীয় সংসদ বা কোন মানুষের নেই। জানা আবশ্যক যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য হ'ল, নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ আন্দোলনের অন্যতম মূলনীতি হ'ল- কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে পরিগ্রহণ। যার অর্থ- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

অন্যদিকে যারা বলেন 'গণতন্ত্র' শিরক কিন্তু ভোট দেওয়া জায়েয, কেননা তা আমানত মাত্র; তাদের জন্য সূরা নিসা ৮৫ আয়াতটিই যথেষ্ট। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুফারিশ করে, তার জন্য তাতে একটি অংশ থাকে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুফারিশ করে তার জন্য তাতে একটি অংশ থাকে। বস্তুত আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান'। এক্ষণে ভোট দেওয়া কি সুফারিশ নয়? ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি তার মেয়াদে যত পাপ করবে, তার একটি অংশ ভোট দাতার আমলনামায় যুক্ত হবে।

তাছাড়া এই সিস্টেমে নেতৃত্ব পরামর্শের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না, বরং নেতৃত্ব চেয়ে নিতে হয়। যা ইসলামে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে আল্লাহভীরু যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ পরামর্শের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান মতে দেশ পরিচালিত হয়। নিকট অতীতে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমাদ মাত্র ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে দীর্ঘ প্রায় দু'বছর (২০০৭-২০০৯) নিরপেক্ষভাবে দেশ পরিচালনা করলেন। বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনুস সীমিত সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেশ পরিচালনা করছেন। অনুরূপ নিরপেক্ষ শাসনের পরিবর্তে আমরা কেন গণতন্ত্র নামক দলতন্ত্রের শাসন বেছে নেব? নিঃসন্দেহে কোন দলীয় শাসন কখনোই নিরপেক্ষ প্রশাসন পরিচালনা করতে পারে না।

আব্বাসীয় খলীফা হারূণুর রশীদ-এর দরবারে জনৈক ইহূদী একদিন দরবারের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর খলীফা বের হ'লে সে তাঁর সামনে গিয়ে বলে, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন! একথা শুনে খলীফা তার বাহন থেকে নামলেন ও সিজদায় পড়ে গেলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে তিনি সভাসদগণকে তার প্রয়োজন মিটানোর নির্দেশ দেন ও সাথে সাথে তা পূরণ করা হয়। ফিরে আসার পর তাঁকে বলা হ'ল, একজন ইহূদীর জন্য আপনি বাহন থেকে নামলেন? জবাবে তিনি বললেন, না। বরং আমার মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী স্মরণ হ'ল। যেখানে তিনি বলেছেন, 'যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে পাপে স্ফীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিশ্চয়ই সেটা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা!' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২০৬ আয়াত)*।

গণতান্ত্রিক বিজয়ে মানুষ অহংকারে স্ফীত হয়। বিরোধীকে নির্যাতন করে ও নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা করে। অর্থ ও অস্ত্র বলে বলিয়ান সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা আজ ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন এবং বর্তমানে ভেনেজুয়েলা, গ্রীণল্যাণ্ড ও ইরান দখলের কী অপচেষ্টাই না চালিয়ে যাচ্ছে! অথচ মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পাহারাদার জাতিসংঘ নির্বিকার। কেননা গণতন্ত্র তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষার নামে চূড়ান্ত বিচারে মানুষকে মানুষেরই গোলাম বানায়। যার সম্পূর্ণ বিপরীত হল ইসলাম, যা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র গোলামীতে ফিরিয়ে নেয়। আর এটাই হল প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার রক্ষার মূল হাতিয়ার, স্বাধীনতার মূল রক্ষাকবচ। ইসলামী খেলাফত সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

অতএব আসুন, আমরা ইসলামপন্থীরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কাউকে 'মন্দের ভাল' বলে সমর্থনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমকে শক্তিশালী করা থেকে বিরত থাকি। 'অধিকতর ক্ষতি থেকে বাঁচা'র নামে আত্মপ্রবঞ্চনা ও আপোষের নীতি পরিহার করি। সেই সাথে এদেশে বুকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত সুসংহত করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন! *(স.স.)*।

রামাযান মাসের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

*-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম বান্দাদেরকে জান্নাতে নেওয়ার যেসকল ব্যবস্থা রেখেছেন রামাযান তার অন্যতম। ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে এ মাসের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া অর্জনের মূল প্রশিক্ষণ এ মাসেই হয়ে থাকে। রামাযান ছিয়ামের মাধ্যমে ছায়েমকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পূত-পবিত্র ও খাঁটি মানুষরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এ মাসে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসেই রয়েছে 'লায়লাতুল ক্বদর' যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে রামাযানের ফযীলত ও অতি প্রয়োজনীয় কিছু বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

রামাযান মাসের পরিচয় :

আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই বারো মাসে বছর নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(তওবা ৯/৩৬)*।[১] এই বারোটি মাসের নবম মাস হ'ল 'রামাযান'। 'রামাযান' (رمضان) শব্দটির অর্থ- দগ্ধ হওয়া, উত্তপ্ত হওয়া ইত্যাদি।[২] অতএব অধিক জ্বলে পুড়ে খাক হওয়াকে রামাযান বলা হয়। একটানা একমাস ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈব প্রবৃত্তিকে ক্ষুৎ-পিপাসার আগুন জ্বালিয়ে দুর্বল করে ফেলা হয় বলে এ মাসটিকে 'রামাযান' মাস বলা হয়েছে।[৩]

রামাযান মাসের ফযীলত

(১) কুরআন নাযিলের মাস রামাযান : মানব জাতির হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে এ রামাযান মাসে। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

শুধু কুরআন নয় বরং সকল আসমানী কিতাবই রামাযান মাসে নাযিল হয়েছে। ওয়াছেলাহ বিন আসক্বা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফাসমূহ রামাযানের ১ম রাত্রিতে, তওরাত ৬ষ্ঠ রাত্রিতে, ইনজীল ১৩তম রাত্রিতে, যবূর ১৮তম রাত্রিতে নাযিল হয়েছে এবং কুরআন ২৪তম রাত্রিতে নাযিল হয়'।[৪] অতএব কুরআন নাযিলের মাসে কুরআনের পঠন, পাঠন ও অনুসরণের মাধ্যমে রামাযান মাসকে মূল্যায়ন করা সকলের কর্তব্য।

(২) ছিয়াম পালনের মাস : ইসলামের পাঁচটি রুকনের[৫] অন্যতম হ'ল ছিয়াম। সুস্থ, বালেগ ও জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর জন্য রামাযানের এক মাস ছিয়াম পালন করা ফরয। এই ফরয অস্বীকার করলে কাফের এবং অবহেলা ও অলসতা বশে ছিয়াম পরিত্যাগ করলে ঐ ব্যক্তি কবীরা গোনাহগার হবে। তাই এ মাসের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হ'ল রামাযানের ছিয়াম পালন করা।

(৩) নেকী অর্জনের মাস : রামাযান মাস নেকী অর্জনের বসন্ত কাল। এ মাসে প্রতিটি ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছাওম ব্যতীত। কেননা ছাওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[৬]

(৪) রহমত ও বরকতময় মাস : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، 'তোমাদের জন্য রামাযানের বরকতময় মাস এসেছে। এ মাসে ছিয়াম রাখা আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন'।[৭] বরকতময় এ মাসে ছিয়াম, ক্বিয়াম, সাহারী, ইফতার সহ অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র বরকত অর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। এ মাসে আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশ' গুণ প্রদান করা হয়।[৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়'। আরেক বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়'।[৯]

(৫) ক্বদরের রাত হাযার মাসের চেয়ে উত্তম : রামাযান মাসের শেষ দশকের পাঁচটি বেজোড় রাতের যেকোন এক রাতে ক্বদর তালাশ করতে হয়।[১০] সেই রাতটি হাযার মাসের

*তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. আরবী বারো মাস হ'ল মুহাররম, সফর, রবীউল আউয়াল, রবীউল আখির, জুমাদাল উলা, জুমাদাল আখিরাহ, রজব, শা'বান, রামাযান, শাওয়াল, যুলকা'দাহ, যুলহিজ্জাহ। ছিদ্দীক হাছান খান (মৃত: ১৩০৭ হিঃ), তাফসীর ফাতহুল বায়ান, সূরা তওবা ৩৬নং আয়াতে তাফসীর দ্রঃ।
২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৫২২।
৩. মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৪।
৪. আহমাদ হা/১৬৯৮৪; বায়হাক্বী হা/১৮৬৮৭; ছহীহাহ হা/১৫৭৫।
৫. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬।
৬. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।
৭. নাসাঈ হা/২১০৬; আহমাদ হা/৭১৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৫।
৮. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮।
৯. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯।
১০. বুখারী হা/২০১৪।

চেয়ে উত্তম *(ক্বদর ৯৭/৩)*। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ، 'এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল। আর হতভাগারাই কেবল এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়'।[১১]

(৬) গুনাহ মাফের মাস : রামাযান মাস মুমিনের জন্য গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ। রামাযান মাস আসার সাথে সাথে যেমন ছাগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় তেমন রামাযানের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রার্থনা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১২] তিনি আরো বলেন, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، 'ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক যার নিকট রামাযান মাস এলো অথচ তার গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তা পার হয়ে গেল'।[১৩]

প্রয়োজনীয় মাসায়েল

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. ইফতারের দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[১৪] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ 'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু...' হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' (পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল)।[১৫]

৩. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[১৬] তিনি বলেন, 'তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর'।[১৭] তিনি আরো বলেন, 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[১৮]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[১৯] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[২০]

৫. রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূরণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[২১]

৬. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[২২]

৭. তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা : (ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগারো রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।[২৩]

(খ) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[২৪] এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন।[২৫] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় *(হা/৩৮০)* ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।[২৬] অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি 'মুদরাজ' বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।[২৭] বিশ রাক'আত তারাবীহ -এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[২৮]

(গ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[২৯] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৮. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'*। অর্থ-'হে আল্লাহ! তুমি

১১. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; মিশকাত হা/১৯৬৪; ছহীহুত তারগীব ১৪২৯।*
১২. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
১৩. *তিরমিযী হা/৩৫৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৮০।*
১৪. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
১৬. *আবূদাউদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
১৭. *ত্ববারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯।*
১৮. *মুসলিম হা/১০৯৬।*
১৯. *বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।*
২০. *ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, ২/১২৩-২৪; নায়ল ২/১১৯।*
২১. *আবূদাউদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।*
২২. *মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
২৩. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*
২৪. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২।*
২৫. *বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১।*
২৬. *দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২।*
২৭. *হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, 'রামাযানে ছালাত' অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।*
২৮. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।*
২৯. *মিশকাত হা/১৩০২।*

ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[৩০]

৯. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জন করার একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[৩১] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[৩২] সেক্ষেত্রে অবশ্যই নারীদের জন্য পর্দাসহকারে পৃথক ও নিরাপদ ব্যবস্থা থাকতে হবে। ২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[৩৩] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে।[৩৪]

১০. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[৩৫] ঈদুল ফিতরের ১ বা ২ দিন আগে বায়তুল মাল জমাকারীর নিকট ফিৎরা জমা করা সুন্নাত, যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[৩৬]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[৩৭] (গ) মদীনার হিসাবে এক ছা' এদেশের আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। টাকা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার কোন দলীল নেই।

১১. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[৩৯]

১২. মহিলাদের ঈদের জামা'আত : মহিলাগণ শারঈ পর্দা বজায় রেখে পুরুষদের ঈদের জামা'আতে শরীক হ'তে পারবেন। উম্মে 'আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ঋতুবতী এবং বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহে মুসলমানদের জামা'আতে ও তাদের দো'আতে শরীক হবে। কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে।[৪০]

১৩. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা ওয়াজিব হয়। (খ) ছিয়াম অবস্থায় যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৪/৯২; মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৪১]

১৪. ছিয়ামের অন্যান্য বিধান : (ক) অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ তথা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[৪২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[৪৩] (খ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[৪৪] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[৪৫] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

পরিশেষে বলব, মাহে রামাযান আমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী অতিথি মাত্র। এই মাসটি কেবল না খেয়ে থাকার নাম নয়, বরং এটি আত্মগঠন ও চরিত্র সংশোধনের একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ। রামাযানের প্রকৃত সার্থকতা তখনই অর্জিত হবে, যখন আমরা এই মাসের শিক্ষা সংযম, ধৈর্য, দানশীলতা ও আল্লাহভীতি সারা বছরের জন্য নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারব। তাই অবহেলা ও আলস্যে সময় নষ্ট না করে, এই মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে ইবাদতের মাধ্যমে রাঙিয়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আসুন! আমরা ছিয়াম, ক্বিয়াম ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র দরবারে নিজেদের সমর্পণ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক নিয়মে ছিয়াম পালন এবং এর যাবতীয় ফযীলত অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৩০. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
৩১. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।
৩২. ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।
৩৩. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬।
৩৪. বুখারী হা/২০২৯।
৩৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
৩৬. বুখারী হা/১৫০৮-১২; ঐ দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ৩/৪৩৬-৪১।
৩৭. দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো : ১৪০৭ হি), ৩/৪৩৮ পৃঃ।
৩৮. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
৩৯. আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২০৬-১২।

৪০. বুখারী হা/৯৮০-৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।
৪১. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।
৪২. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।
৪৩. বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।
৪৪. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।
৪৫. বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।

মাসিক আত-তাহরীক | ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | ২৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ইসলামে একাধিক বিবাহ : বিধান, তাৎপর্য ও শর্তাবলী

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। বিবাহ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। যাকে আল্লাহ তা'আলা শান্তি, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইসলামী শরী'আতে সাধারণ বিধান হ'ল একজন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। তবে বিশেষ প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রয়োজন ও সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি রয়েছে। এই বিধানটি প্রায়শই আধুনিক সমাজে ভুল বোঝাবুঝি ও বিতর্কের জন্ম দেয়। তাই এর তাৎপর্য এবং শর্তাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

একাধিক বিবাহের বিধান :

একাধিক বিবাহ শরী'আতের এমন একটি বিধান, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য জায়েয করেছেন। এটি এমন বিষয়, যা সর্বাবস্থায় সকল মানুষের জন্য সম্পাদন করা যরূরী নয়। বরং প্রয়োজনের তাকীদে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا- 'আর যদি তোমরা (পালিতা) ইয়াতীম মেয়েদের (বিয়ে করে তাদের) প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তাহ'লে অন্য মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তাহ'লে মাত্র একটি বিয়ে কর অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী। এটাই অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী' *(নিসা-মাদানী ৪/৩)*।

আয়াতটির মূল উদ্দেশ্য হ'ল ইয়াতীম মেয়েদের সম্পদ ও অধিকার রক্ষা করা। আয়েশা (রাঃ)-এর ভগ্নী উরওয়াহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) তাঁকে উক্ত আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'হে ভাগ্নে! এই আয়াতটি সেই ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয়। সেই অভিভাবক মেয়েটির সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু তাকে অন্যান্য নারীদের মতো প্রচলিত ও ন্যায্য মোহরানা দিতে চায় না (অর্থাৎ কম মোহরে বিবাহ করে তার সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়)। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করে অভিভাবকদের নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন ইনছাফের সাথে পূর্ণ মোহর দিয়ে সেই ইয়াতীমদের বিবাহ করে। যদি ইয়াতীমদের হক নষ্ট করার ভয় করে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার।[১]

এছাড়া আয়াতটিতে একজন পুরুষের জন্য একত্রে সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে আয়াতে 'বিবাহ করো' (فَانْكِحُوا) শব্দটি দ্বারা আদেশটি উৎসাহ বা মুস্তাহাব (ندب) বোঝানোর জন্য আসেনি, বরং এটি বৈধতা বা অনুমতি (إباحة) বোঝানোর জন্য এসেছে। আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটও প্রমাণ করে যে, এর উদ্দেশ্য একাধিক বিবাহে উৎসাহ দেওয়া বা মুস্তাহাব বলা নয়, বরং এটি একটি বৈধ ও উন্মুক্ত পথ একথা জানিয়ে দেওয়া।

আয়াতের শেষাংশে একাধিক বিবাহকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ভরণ-পোষণ, আবাসন, রাত্রি যাপন এবং অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মধ্যে সাধ্যমত সমতা ও ইনছাফ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদি কেউ আশঙ্কা করে যে, সে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তবে তাকে কেবল একজনকেই বিবাহ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا 'এটাই অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী' (অর্থাৎ এক স্ত্রীতে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে)। যা দ্বারা এক স্ত্রী রাখাকে অধিকতর নিরাপদ ও উত্তম পথ হিসাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ 'উত্তম হ'ল একজনের বেশী বিবাহ না করা'।[২]

উছায়মীন (রহঃ) বলেন, اِلْاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاحِدَةِ أَسْلَمُ 'একজন স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকাই অধিক নিরাপদ'।[৩]

উপরোক্ত আলোচনায় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, একাধিক বিবাহ ইসলামে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। কোন ব্যক্তি ন্যায়-ইনছাফের ভিত্তিতে একাধিক বিবাহ করতে পারে। এতে কোন বাধা নেই।[৪]

একাধিক বিবাহ অনুমোদনের তাৎপর্য :

ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমোদনের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; এটি ভোগ-বিলাসের কোন মাধ্যম নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয় বিধান। এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হ'লে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা এবং ইসলামের মূল লক্ষ্য উভয়কেই বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, ইসলাম এই প্রথার উদ্ভাবক নয়। বরং ইসলাম আরব জাহানসহ বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত সীমাহীন, শর্তহীন এবং

---

১. বুখারী হা/২৪৯৪; মুসলিম হা/৩০১৮।
২. আশ-শারহুল কাবীর ৭/৩৩৯।
৩. উছয়ামীন, আশ-শারহুল মুমতি' ১২/১৩।
৪. ড. ওয়াহবাহ যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৯/১৬১।

www.at-tahreek.com

প্রায়শই যুলুমপূর্ণ বহুবিবাহকে একটি সুনির্দিষ্ট আইনী ও নৈতিক কাঠামোর মধ্যে এনে সংস্কার করেছে, যার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিহিত রয়েছে। যেমন-

১. সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান :

ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমোদনের প্রধান এবং সরাসরি প্রেক্ষাপট ছিল বিধবা ও ইয়াতীমদের সুরক্ষা। সূরা নিসার যে আয়াতে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা নাযিল হয়েছিল ওহোদ যুদ্ধের পটভূমিতে। সেই যুদ্ধে অসংখ্য মুসলিম পুরুষ শহীদ হন। ফলে মদীনার বহু নারী বিধবা এবং শিশুরা ইয়াতীম হয়ে পড়ে। আর সেই সময়ে একজন নারীর জন্য স্বামী বা পিতা তথা পুরুষ অভিভাবক ছাড়া অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকা এবং সামাজিক সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় ইসলাম সচ্ছল ও সক্ষম পুরুষদেরকে এই বিধবা ও ইয়াতীমদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। এই নারীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা ছিল তাদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য যেমন অর্থনৈতিক সাহায্য তেমনি সামাজিক মর্যাদা, আইনি অধিকার এবং পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায়।

২. জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা :

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে (বিশেষত যুদ্ধ, মহামারী বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কাজের কারণে) সমাজে প্রায়শই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যদি সমাজে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী হয় এবং প্রত্যেক পুরুষ কেবল একজনকেই বিবাহ করে, তবে বহু নারী অবিবাহিত থেকে যাবে। একাধিক বিবাহ এই ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত সমাধান দেয়, যাতে প্রত্যেক নারী একটি পরিবার ও সামাজিক পরিচয় পেতে পারে।

৩. ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ :

কখনো কখনো ব্যক্তিগত বিশেষ পরিস্থিতি, যেমন স্বামীর জৈবিক চাহিদার আধিক্যের বিপরীতে স্ত্রীর অক্ষমতা, স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, যা তাকে দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে তোলে। এসব ক্ষেত্রে স্বামী যেন স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন, ইসলাম সেই পথ খোলা রেখেছে। এর মাধ্যমে স্বামী একদিকে যেমন নিজের নৈতিকতা রক্ষা করতে পারেন, অন্যদিকে অসুস্থ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সম্মানজনক জীবন পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারেন।

সন্তানরা অনেক সময় বাধা হয়ে দাড়ায় এবং পিতাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়। যা তার প্রতি চরম অসম্মান ও অবাধ্যতার শামিল। বরং সন্তানরা যদি সহমর্মিতার সাথে পিতার সাথে আলোচনা করে এবং পিতার মানবিক প্রয়োজনের বিষয়টি অনুধাবন করে, তবে পরিবারে অশান্তি দূর হয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিবেশ বজায় থাকে।

৪. বংশ রক্ষা ও পারিবারিক সমস্যার সমাধান :

কিছু বিশেষ পারিবারিক পরিস্থিতিতেও এই অনুমতি যরূরী হয়ে ওঠে। যেমন স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হন এবং স্বামী সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে ইসলাম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর পথে না গিয়ে, দ্বিতীয় বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লাভের সুযোগ দিয়েছে। এটি প্রথম স্ত্রীর জন্যও অধিক সম্মানজনক। স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী বা দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

একাধিক বিবাহের শর্তাবলী :

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আতে কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই শর্তগুলো পূরণে সক্ষম, তার জন্য একাধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। যেমন :

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :

এটিই একাধিক বিবাহের প্রধান শর্ত। আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বাণী, 'যদি তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর, তাহ'লে মাত্র একটি বিয়ে কর' (নিসা ৪/৩)। এই ইনছাফ বা ন্যায়বিচারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন-

(ক) ভরণ-পোষণে সমতা : খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং আনুষঙ্গিক জীবনযাত্রার ব্যয়ের ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখা।

(খ) আবাসনে সমতা : সম্ভবপর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পৃথক, নিরাপদ এবং সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। একই বাড়িতে রেখে সমতা বিধান করা যায়, তবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব জায়েয নয়।

(গ) রাত্রি যাপনে সমতা : সকল স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপনের জন্য সমান সময় বরাদ্দ রাখা। অসুস্থতা বা বিশেষ শারঈ কারণ ছাড়া একজনের পালা বাদ দিয়ে অন্যজনের কাছে বেশী সময় কাটানো যুলুমের শামিল। যারা এই সমতা রক্ষা করতে পারে না তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ– 'যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাদের মধ্যে একজনের দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন তার দেহের একাঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হবে'।[৫] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَشِقُّهُ سَاقِطٌ 'এক অংশ পতিত বা অবশ অবস্থায় উপস্থিত হবে'।[৬] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ، 'হে আল্লাহ! এটি আমার সাধ্যমত বণ্টন। আর যে ব্যাপারে তোমার আয়ত্তে ও আমার সাধ্যাতীত, সে বিষয়ে তুমি আমাকে অপরাধী করো না'।[৭]

স্ত্রীদের সাথে সমতা ও সম্প্রীতি রক্ষাকে রাসূল (ছাঃ) এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে প্রবল শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও বারবার স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতে থাকেন, أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ 'আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? তাঁর একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে স্ত্রীরা তাঁকে আয়েশার

৫. *আবূদাঊদ হা/২১৩৩, সনদ ছহীহ।*
৬. *তিরমিযী হা/১১৪১; মিশকাত হা/৩২৩৬, সনদ ছহীহ।*
৭. *দারেমী হা/২২০৭; হাকেম হা/২৭৬১, সনদ ছহীহ।*

ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলেন, حَيْثُ شَاءَ 'যেখানে তিনি চান'।[৮] তখন ফযল বিন আব্বাস ও আলী (রাঃ)-এর কাঁধে ভর করে অতি কষ্টে তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করেন ও জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই কাটান।[৯]

২. আর্থিক সক্ষমতা তথা ভরণপোষণের সামর্থ্য :

ইসলামে স্ত্রী গ্রহণ করার অর্থ হ'ল তার ও তার সন্তানের পূর্ণ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে যাওয়া। যখন একজন পুরুষ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন, তখন তার উপর নতুন এই পরিবারের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই নতুন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি প্রথম স্ত্রী বা তার সন্তানদের অধিকারে ত্রুটি হয়, তবে তা 'যুলুম' বলে গণ্য হবে।[১০]

৩. শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা :

স্বামীকে অবশ্যই শারীরিকভাবে এমন সক্ষম হ'তে হবে যেন তিনি সকল স্ত্রীর বৈধ জৈবিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন। যদি তিনি এই অধিকার পূরণে অক্ষম হন, তবে এতে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়, যা ইসলামে সিদ্ধ নয়।

উপরের শর্তাবলী পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দিলেও তা নানা শর্তাবলীর অধীনে এবং যৌক্তিক কারণেই দেয়া হয়েছে।

স্বামীর একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন স্বামী যখন একাধিক বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন বা করে ফেলেন, তখন স্বভাবতই প্রথম স্ত্রীর জন্য তা এক কঠিন মানসিক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। তারপরও এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য অনুধাবন করা আবশ্যক যে, একাধিক বিবাহের অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। এটি কোন মানব সৃষ্ট আইন বা সামাজিক প্রথা নয়। তাই একজন মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ্‌র বিধানকে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া কর্তব্য।

এমতাবস্থায় স্বামীর অবাধ্যতা কিংবা তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، 'স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে ডাকে সাড়া না দেয়। ফলে স্বামী তার ওপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ নারীর ওপর লা'নত করতে থাকেন'।[১১]

আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত নয় :

স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের কারণে অনেক স্ত্রী ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ডিভোর্সের দিকে অগ্রসর হন, যা নিতান্তই অনুচিত। কেননা আবেগের বশে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রায়শই ভুল হয়। এরূপ সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে আরও অধিক বিপদে ফেলে দিতে পারে। বিশেষত স্ত্রী যদি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হন বা তার পিতার সহযোগিতা পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকে, তবে তালাকের পরের জীবন আরও ভয়াবহ হ'তে পারে। স্বামীর আশ্রয় অপেক্ষা একাকী জীবন আরও বেশী অসহনীয় ও অনিরাপদ। সর্বোপরি দেশের সমাজিক প্রেক্ষাপটে একজন 'তালাকপ্রাপ্তা' নারীকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয় না। তাকে একাকী নানামুখী অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হ'তে হয়।

স্মর্তব্য যে, ইসলামে পুরুষদেরকে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা তাদেরকে আল্লাহ নারীদের অভিভাবক করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক' *(নিসা-মাদানী ৪/৩৪)*। সুতরাং যৌক্তিক বা শারঈ কারণে স্বামী একাধিক বিবাহ করলে স্ত্রীর কর্তব্য হবে এমন পরিস্থিতিতে স্বামীকে বাধা না দেওয়া। এর মধ্যে এমন কল্যাণ থাকতে পারে, যা তারা জানেন না। হ'তে পারে এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে এমন সন্তান আসবে, যা পিতা-মাতার মর্যাদাকে আরও উচ্চকিত করবে।

স্ত্রী তালাক চাইতে পারবেন কি?

স্বামী যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে শরী'আত নির্দেশিত বিষয়গুলোতে পূর্ণ ইনছাফ বজায় রাখেন, কিন্তু প্রথমা স্ত্রী শুধু এই কারণেই অসন্তুষ্ট যে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। অর্থাৎ তিনি সতীনের উপস্থিতি মেনে নিতে পারছেন না। কেবল একারণে তালাক চাওয়া জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 'কোন নারী যথার্থ (শারঈ) কারণ ছাড়াই যদি তার স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণও হারাম।[১২] যদি স্বামী প্রথম স্ত্রীর হক যথাযথভাবে আদায় না করেন এবং অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী যুলুম থেকে মুক্তি পেতে তালাক চাইতে পারেন। তবে তালাক হ'ল সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর আগে স্ত্রীর উচিত : (১) স্বামীকে বারংবার নছীহত করা, আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করা, তার অধিকার সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া। (২) বিষয়টি মীমাংসার জন্য উভয় পরিবার থেকে সালিশের সাহায্য নেওয়া। যদি কোনভাবেই স্বামী যুলুম থেকে বিরত না হন এবং স্ত্রী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তেই থাকেন, তবে তিনি তালাকের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি :

দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া যরূরী নয়। শরী'আতে এরূপ কোন শর্তারোপ করা হয়নি। তবে আইনগত বৈধতার বাইরেও প্রতিটি আমলের একটি নৈতিক ও মানবিক দিক রয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে এই দিকটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুখময় একটি দাম্পত্য জীবনে

---

৮. *বুখারী হা/৪৪৫০; মিশকাত হা/৩২৩১।*
৯. *মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/৪৫৭৯।*
১০. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ইসলাম কিউএ, ফতওয়া নং- ২৬০৬৯*
১১. *বুখারী হা/৩০৬৫; মুসলিম হা/১৪৩৬।*
১২. *আবুদাঊদ হা/২২২৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২৭৯।*

প্রথম স্ত্রীকে না জানিয়ে বা তার মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় বিবাহ করা সামাজিক নৈতিকতা ও উত্তম আচরণ পরিপন্থী। কারণ বিবাহ কেবল একটি আইনগত চুক্তি নয়, এটি একটি গভীর বিশ্বাস, ভালোবাসা ও অংশীদারিত্বের সম্পর্ক। যাকে কুরআনে 'মীছাক্বান গালীযা' বা 'দৃঢ় অঙ্গীকার' বলা হয়েছে। স্ত্রী তার স্বামীর জীবনের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী। এমন একটি বড় সিদ্ধান্ত যা তার জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে, তা তার অগোচরে করাটা সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা বলে বিবেচিত হবে।

একজন নারী স্বভাবগতভাবেই তার স্বামীর ভালোবাসায় একচ্ছত্র থাকতে চান। এটাই তার প্রকৃতি। দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ তার জন্য একটি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত হিসাবে আসতে পারে। বিশেষত যদি তা আকস্মিক, গোপনে বা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই হয়। এটি তার মধ্যে হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা এবং বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি করতে পারে, যা একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়া গোপন বিবাহ প্রায়শই পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ডেকে আনে। যখন প্রথম স্ত্রী বা সন্তানেরা হঠাৎ করে বিষয়টি জানতে পারে, তখন যে অবিশ্বাস ও ক্ষোভের জন্ম হয়, তা পুরো পরিবারকে ভেঙে দিতে পারে।

সুতরাং শারঈ আবশ্যকতা না থাকলেও সামাজিকতার দাবী হ'ল, স্বামী এই ধরনের বড় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার প্রথম স্ত্রীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করবেন, তার সাথে আলোচনা করবেন এবং তার অনুভূতিকে সম্মান জানাবেন। একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য আইনের পাশাপাশি মানবিকতা ও নৈতিকতার চর্চা যরূরী।

বাড়াবাড়ি নয়; প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি :

বর্তমানে একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে দুই ধরনের চরমপন্থী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। একদিকে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যদিকে নারীর অসহিষ্ণুতা। সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নারী ও পুরুষ উভয়কেই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে শরী'আত নির্দেশিত ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যরূরী।

পুরুষের বাড়াবাড়ি ও অন্যায় : অনেক পুরুষ একাধিক বিবাহের অনুমতিকে অপব্যবহার করেন। যেমন (ক) স্ত্রীর কোন দোষ-ত্রুটি ছাড়াই কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় বা শখের বশে বিয়ে করা এবং পরে উভয় স্ত্রীর হক আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। (খ) দ্বিতীয় বিয়ের পর প্রথম স্ত্রী ও সন্তানদের খোঁজ-খবর না নেওয়া বা তাদের প্রতি যুলুম করা। (গ) শারঈ শর্ত পূরণ না করেই আবেগের বশে বিয়ে করে পরবর্তীতে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করা। (ঘ) গোপনে বিয়ে করে দিনের পর দিন স্ত্রীর কাছে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। যা কখনোই আল্লাহভীরু মানুষের পরিচয় নয়। বরং বিবাহে অন্যতম শর্ত হ'ল ঘোষণা দেওয়া।

নারীর বাড়াবাড়ি ও অসহিষ্ণুতা : অন্যদিকে অনেক নারী এবং তাদের পরিবার আল্লাহ্র দেওয়া এই বিধানকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন না। ফলে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। যেমন (ক) স্বামী শারঈ প্রয়োজনে বা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করলে তাকে সামাজিকভাবে হেয় করা। (খ) যথাযোগ্য শারঈ কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক দাবী করা। (গ) দ্বিতীয় স্ত্রীকে সতীন হিসাবে শত্রু মনে করা এবং তার সংসার ভাঙার চেষ্টা করা। (ঘ) পাশ্চাত্যের প্রভাবে বা আধুনিকতার নামে আল্লাহ প্রদত্ত এই বৈধ বিধানকে ঘৃণা করা, যা ঈমানের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সর্বোপরি স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে একাধিক বিবাহের বিধানটি বিশেষ সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত নির্দিষ্ট শর্তাধীনে অনুমোদিত। এর মূল উদ্দেশ্য ভোগবিলাস নয়, বরং সামাজিক ভারসাম্য, বিধবা ও ইয়াতীমদের সুরক্ষা এবং কখনো কখনো পারিবারিক অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ করা। এর মূল ভিত্তি হ'ল ন্যায়বিচার। যে ব্যক্তি সেই ন্যায়বিচারের ন্যূনতম শর্ত পূরণে অক্ষম, তার জন্য আল্লাহ এক বিবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে প্রতিটি অনুমতির সাথেই একটি গুরুদায়িত্ব অর্পিত থাকে এবং চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহ্র কাছে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে কর্মীদের প্রতি
আমীরে জামা'আতের বিশেষ নছীহত

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ! মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের বারতা নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও! এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

১. ছিয়ামের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহভীতি অর্জন করা *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। তাই সকল প্রকার পাপাচার, মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন।

২. এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করুন। অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝার চেষ্টা করুন। কুরআনকে কেবল পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিজের জীবনে এবং সমাজে এর বিধান বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হৌন!

৩. এ মাসে অধিক সময় দাওয়াতী কাজে ব্যয় করুন। সর্বস্তরের মানুষের নিকটে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ দাওয়াত পৌঁছে দিন।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানে প্রবাহিত বায়ুর চেয়েও বেশি দানশীল হতেন। তাই সাধ্যমত দান-ছাদাক্বা করুন এবং আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন। যাকাত ও ফিৎরা আদায় ও বিতরণে শরী'আত নির্দেশিত খাত ও পদ্ধতি অনুসরণ করুন!

৫. আসুন! এই রামাযানকে আমরা জীবনের শেষ রামাযান হিসাবে গ্রহণ করি এবং এ মাসকে সুন্দরভাবে পালন করি। আল্লাহ আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকল দ্বীনী খেদমতের সর্বোত্তম জাযা দান করুন।- আমীন!

মাসিক আত-তাহরীক | ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | ২৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

যেমন ছিল সালাফদের রামাযান

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা : আকাশের কোণে রামাযানের বাঁকা চাঁদ দেখার সাথে সাথে মুমিন হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়। তনু-মনে পবিত্রতার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা অনেকেই সেই অনুভূতি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের কাছে রামাযান এখন অনেকটা ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টানো এক অভ্যস্ততায় পরিণত হয়েছে। সাহারী ও ইফতারের বাহারী আয়োজন, মধ্যরাত পর্যন্ত শপিং মলের চাকচিক্য আর স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকা যেন আমাদের বর্তমানের রামাযান। অথচ আমাদের পূর্বসূরী বা সালাফদের কাছে এই মাসটি ছিল হৃদয়ের মরূদ্যান, যেখানে তারা সারা বছরের আত্মিক কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে নিতেন। সালাফদের সেই সোনালী দিনগুলোর দিকে তাকালে আমাদের মনে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসার প্রেরণা জাগে। তারা কিভাবে এর প্রতিটি মুহূর্তকে মণি-মুক্তার মতো আগলে রাখতেন এবং তাদের সেই ইবাদতে মশগূল রাতগুলো আমাদের আজকের এই নামমাত্র ছিয়ামের সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ সেসব নিয়েই এই আলোচনা।

১. রামাযানের আগমনে ব্যাকুলতা ও পূর্বপ্রস্তুতি :

আমাদের সমাজে রামাযানের প্রস্তুতি শুরু হয় বাজারের ফর্দ দিয়ে। তেল, চিনি, চাল আর ছোলার মওজুদ কতটুকু হ'ল তাই নিয়ে। কিন্তু সালাফদের প্রস্তুতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মু'আল্লা ইবনুল ফায্ল (রহঃ) বলেন, كَانُوا يَدْعُونَ اللهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَدْعُونَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ، 'তারা ছয় মাস ধরে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন যেন তাদের কাছে রামাযান (আরেক বার) আগমন করে। অতঃপর (রামাযানের পরে) ছয় মাস ধরে দো'আ করতেন যেন (রামাযানে সম্পাদিত আমলগুলো) আল্লাহ কবুল করেন'।[১] অর্থাৎ সালাফদের পুরো বছরটাই ঘুরপাক খেত রামাযানকে কেন্দ্র করে।

যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা, জান্নাতের দরজা এবং রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।[২] আর এজন্য ওমর (রাঃ) এ মাসকে স্বাগতম জানিয়ে বলতেন, 'আমাদের পবিত্রকারী মাসকে স্বাগতম। রামাযানের পুরোটাই কল্যাণকর। দিনের বেলায় ছিয়াম রাখা এবং রাতের বেলায় ক্বিয়াম করা। আর এই মাসে দান-ছাদাক্বা করা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার সমতুল্য'।[৩]

তবে রামাযানের এই সুসংবাদ সবার জন্য প্রযোজ্য হয় না। ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রামাযান মাস শুরু হ'লে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা- এগুলো কেবল সেইসব মুসলিমদের জন্য যারা রামাযানের ছিয়াম পালন করে; সেইসব কাফেরদের জন্য নয়, যারা এই মাসের কোন পবিত্রতা বা মর্যাদা রক্ষা করে না'।[৪] অর্থাৎ শয়তান বন্দী থাকলেও আমাদের ভেতরের অবাধ্য 'নফস' যদি মুক্ত থাকে, তবে জান্নাতের খোলা দরজা আমাদের জন্য কোন উপকারে আসবে না।

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী ড. ছালেহ আল-ফাওযান (হাফি.) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল এবং আল্লাহ তাকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করলেন, আল্লাহ তাকে এমন এক মহান নে'মত দান করলেন যার সমতুল্য আর কিছুই নেই। আল্লাহ্র কসম! কোটিপতি, অট্টালিকার মালিক কিংবা ভূ-সম্পত্তির মালিকরা কখনোই এর সমকক্ষ হ'তে পারবে না'।[৫] একজন ব্যবসায়ী যেমন সারা বছর অপেক্ষা করেন একটি বড় 'সেল'-এর জন্য, যেখানে তিনি কয়েক দিনে কোটি টাকা লাভ করবেন; রামাযান হ'ল মুমিনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু আমরা কোটিপতি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রামাযানের মহামূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করছি। এমাসকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসে পরিণত করেছি।

রামাযানের প্রস্তুতিতে মহিলা সালাফদের অবস্থাও ছিল উল্লেখযোগ্য। আজকের মা-বোনদের বড় অংশ রামাযানের দিনের অর্ধেক সময় কাটান রান্নাঘরে রকমারি ইফতারি তৈরীতে। অথচ মহিলা সালাফগণ ছিলেন এর উল্টো। তাঁরা রামাযানের আগেই ঘরদোর গুছিয়ে নিতেন যেন রান্নাবান্নার ধোঁয়ায় তাঁদের ইবাদতের সুঘ্রাণ হারিয়ে না যায়। তাঁরা নিজেদের সন্তানদের এমনভাবে তৈরী করতেন যে, ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত সাহারী খাওয়ার আনন্দ খুঁজে পেত।

২. কুরআন চর্চা এবং তেলাওয়াতে গভীর মগ্নতা :

রামাযান হ'ল কুরআনের মাস। সালাফদের কাছে রামাযান ছিল কুরআনের সাথে এক সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার মাস। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبّوا على المصاحف فقرؤها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان، 'যখন শা'বান মাস আগমন করত, তখন মুসলিমরা মুছহাফের প্রতি নিবিষ্ট হ'তেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আর তারা (শা'বান মাসেই) তাদের সম্পদের যাকাত দিয়ে দিতেন, যেন গরীব-মিসকীনরা রামাযানের ছিয়াম সাধনায় সাবলম্বী হ'তে পারে'।[৬] আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যাকাত দিই রামাযানের শেষে, লুঙ্গি-শাড়ী বিতরণের উৎসব করে। অথচ সালাফগণ যাকাত দিতেন রামাযানের আগে, যেন অভাবী মানুষগুলো খাবারের চিন্তা ছেড়ে এই মাসে কুরআন

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।*

১. ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৪৮; আব্দুল আযীয সালমান, মাওয়ারিদুয যামআন, ১/৩৩৮।

২. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬।

৩. আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩২১।

৪. ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৫/১৩১।

৫. ড. ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃ. ৭।

৬. লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৩৫।

তেলাওয়াত ও ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত থাকতে পারে। কতটা গভীর ছিল তাঁদের সামাজিক মমতা!

মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে সালাফগণ কুরআনের প্রতি নিমগ্ন থাকতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসের প্রতি রাতেই জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন'।[৭] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করে রামাযান মাসে মানুষের জন্য আমি অধিক পরিমাণে দান-ছাদাক্বা করা পসন্দ করি। কেননা এই মাসে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অনেকে ছিয়াম ও ছালাতে মশগূল থাকার কারণে উপার্জনের কাজে সময় দিতে পারেন না'।[৮]

একজন মুসাফির যেমন দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দেওয়ার আগে পানির মশক ভরে নেয়, সালাফগণ তেমনি রামাযান মাসে কুরআনের নূর দিয়ে নিজেদের কলবের মশক ভরে নিতেন। তাঁদের খতমের সংখ্যা শুনলে মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) রামাযানের বাইরে সাধারণত প্রতি জুম'আতে একবার কুরআন খতম করতেন। আর রামাযান মাসে তিনি প্রতি তিন দিনে কুরআন খতম করতেন'।[৯] ক্বাতাদা (রাঃ) রামাযানের শেষ দশকে প্রতিদিন একবার করে কুরআন খতম করতেন।[১০] সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) রামাযান মাসে প্রতি দুই রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।[১১] এমনকি উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক পুরো রামাযানে ১৭ বার কুরআন খতম করতেন।[১২] সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) রামাযান মাসে অন্যান্য সকল নফল ইবাদত পরিহার করে শুধু কুরআন নিয়ে পড়ে থাকতেন। আয়েশা (রাঃ) রামাযান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিন শুরু করতেন। তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মুছহাফ দেখে তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর ঘুমিয়ে যেতেন'।[১৩]

রামাযান এলে বড় বড় ইমামগণ তাঁদের হাদীছের দারস ও ইলমী মজলিস পর্যন্ত স্থগিত করে দিতেন। ইবনুল হাকাম (রহ.) বলেন, كان مالك إذا دخل رمضان يفرّ من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف، 'যখন রামাযান মাস আসত, তখন ইমাম মালেক (রহ.) হাদীছ অধ্যয়ন এবং ইলমী মজলিসগুলো থেকে দূরে সরে যেতেন এবং মুছহাফ দেখে কুরআন তেলাওয়াতের দিকে পুরোপুরি নিবিষ্ট হয়ে যেতেন'।[১৪] ইমাম মালেকের মতো প্রখ্যাত আলেম যদি এই মাসে ইলমী আলোচনা ছেড়ে শুধু কুরআন পড়েন, তবে আমরা কেন আজ রামাযানেও ফেইসবুকে বিতর্ক আর ইউটিউবে অনর্থক ভিডিও দেখে সময় কাটাই? আসুন! আসন্ন রামাযানে ধুলোমলিন মুছহাফটি হাতে নিই। একটি একটি আয়াত পড়ি আর স্বীয় সৃষ্টিকর্তার মহান সকাশে মশগূল হই। অহি-র নূরে হৃদয় বাগানকে আলোকিত করি। ঐশী দ্যোতনায় নিজেকে জান্নাতের মুসাফির হিসাবে প্রস্তুত করি।

স্মর্তব্য যে, হাদীছে তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে[১৫] সেটা মূলত নিয়মিত অভ্যাসের পরিণত করার ক্ষেত্রে। যেমন এব্যাপারে ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন, 'তিন দিনে কুরআন খতমের নিষেধাজ্ঞাটি মূলত নিয়মিত অভ্যাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তবে ফযীলতপূর্ণ সময় (যেমন রামাযান মাস ও লায়লাতুল ক্বদরের রাত) এবং ফযীলতপূর্ণ স্থানে (যেমন মক্কায় আগন্তুকদের জন্য) সময় ও স্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় অধিক তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। এটিই ইমাম আহমাদ ও ইসহাকসহ অন্যান্য ইমামদের সিদ্ধান্ত এবং সালাফদের অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারাও এটি সমর্থিত'।[১৬]

৩. নেক আমলে কঠোর সাধনা :

রামাযান একটি প্রতিযোগিতার মাস। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে নিরন্তর ছুটে চলার মাস। খারাপ অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করে নিজেকে নেক আমলে অভ্যস্ত করার মাস। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হ'ল- আমরা রামাযানে কিছুটা ইবাদতমুখী হ'তে পারলেও রামাযানের পরে সেই নেক আমলের ধারা অব্যাহত রাখতে পারি না। একবার বিশর আল-হাফী (রহঃ)-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বলল, 'কওমের কিছু লোক রামাযানে খুবই ইবাদত করে এবং নেক আমলে অনেক পরিশ্রম করে, কিন্তু রামাযান চলে গেলে তারা সেই ইবাদত ও আমল পরিত্যাগ করে'। তখন তিনি জবাবে বললেন, بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، 'সেই সম্প্রদায় কতই না নিকৃষ্ট, যারা শুধু রামাযান মাসেই আল্লাহকে চেনে'।[১৭]

সালাফগণ বৃদ্ধ বয়সেও শরীরের দুর্বলতাকে তোয়াক্কা করতেন না। আহনাফ ইবনু ক্বায়েস (রহ.) বৃদ্ধ বয়সেও ছিয়াম রাখতেন। তখন তাকে বলা হ'ল, إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ الصِّيَامَ يُضْعِفُكَ، 'আপনি তো একজন অতিবৃদ্ধ মানুষ, আর ছিয়াম আপনাকে দুর্বল করে দিচ্ছে'। উত্তরে তিনি বললেন, إِنِّي أَعُدُّهُ لِشَرٍّ طَوِيلٍ، 'নিশ্চয়ই আমি এটি (ছিয়ামের কষ্ট) এক দীর্ঘ অনিষ্টের (পরকালীন কঠিন সময়ের) জন্য জমা রাখছি'।[১৮] তিনি বৃদ্ধ হওয়ার পরেও আল্লাহ্‌র অনুগত্যের ব্যাপারে হাল

৭. *বুখারী হা/০৬; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/ ২০৯৮।*
৮. *মুযানী, মুখতাছারুল মুযানী ৮/১৫৬; ইবনুল আছীর, আশ-শাফী ফী শারহি মুসনাদিশ শাফেঈ, ৩/২৫১।*
৯. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৮৭০৬; আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/১৬৬।*
১০. *হিলয়াতুল আওলিয়া, ২/৩৩৯।*
১১. *ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৬/২৭০।*
১২. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৩৪৭।*
১৩. *লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ৩৯৯-৪০০।*
১৪. *মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়াকূব, আসরারুল মুহিব্বীন ফী রামাযান, পৃ. ১১৭।*
১৫. *আবূদাঊদ হা/১৩৯৪; তিরমিযী হা/২৯৪৯; সনদ ছহীহ।*
১৬. *লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ৩০৬।*
১৭. *আব্দুল আযীয সালমান, মিফতাহুল আফকার ২/৩৮৩।*
১৮. *ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৭/৬৭।*

ছাড়েননি; অথচ আমরা যুবক হওয়ার পরেও কত ঠুনকো অজুহাতে ইবাদতে গাফেলতি করি।

একজন সৈনিক যেমন যুদ্ধের ময়দানে তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে, সালাফগণ তেমনি রামাযানে শয়তান আর নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। হাসান বাছরী (রহ.) একদা একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা (অহেতুক) হাসাহাসি করছিল। তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ রামাযান মাসকে তাঁর সৃষ্টির জন্য একটি প্রতিযোগিতার ময়দান বানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে তারা তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে একদল লোক নেক আমলে অগ্রগামী হ'ল এবং তারা সফল হ'ল আর অন্য একদল লোক পিছিয়ে পড়ল এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হল। সুতরাং সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস, যে এমন দিনে (দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদে) হাসাহাসি ও খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে, যে দিনে নেককাররা সফল হচ্ছে আর বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে'।[১৯]

রামাযান মাসে আমরা ইবাদত-বন্দেগী করতে পারলে আত্মতুষ্টিতে ভুগি। অথচ আমল করার পরে সালাফদের অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। আব্দুল আযীয ইবনে আবূ রাওয়াদ (রহঃ) তাবে'ঈদের ব্যাপারে বলেন, أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا، 'আমি তাদেরকে দেখেছি যে, তারা সৎ আমলে অনেক পরিশ্রম করতেন। যখন আমল করে ফেলতেন, তখন উৎকণ্ঠায় পড়ে যেতেন এই ভয়ে যে, তাদের এই আমল কবুল করা হবে কি-না'।[২০] কাসেম বিন আলী তাঁর পিতা ইবনে আসাকির (রহ.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি জামা'আতে ছালাত আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। প্রতি জুম'আতে তিনি একবার কুরআন খতম করতেন, তবে রামাযান মাসে প্রতিদিন একবার খতম করতেন এবং (দামেশক জামে মসজিদের) পূর্ব কোণে ই'তিকাফ করতেন'।[২১]

৪. মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো ও ছায়েমকে ইফতার করানো :

সালাফদের কাছে রামাযান ছিল নিজের পেট খালি রেখে নেক আমলের ফুল ফোটানোর এক বরকতময় মাস। আবু হুরায়রা (রাঃ) খুবই কম খেতেন। তিনি বলতেন, আমার ১৫টি খেজুর থাকত। যার মধ্যে ৫টি দিয়ে ইফতার ও ৫টি দিয়ে সাহারী করতাম। বাকী ৫টি পরের দিনের ইফতারের জন্য রেখে দিতাম'।[২২] একটু ভাবুন তো! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় এই ছাহাবী মাত্র ৫টি খেজুর দিয়ে সাহারী করে সারাদিন কাটিয়ে দিতেন। আর আমরা সাহারীতে রাজকীয় খানা খেয়েও দিনের বেলা ক্লান্তির অজুহাতে ইবাদতে ফাঁকি দিই। আমাদের সাহারী ও ইফতারের আয়োজন আজ আমাদের অলস করে দিচ্ছে, অথচ সালাফদের অল্পাহার তাঁদেরকে ইবাদতে আরও তেজস্বী করে তুলত।

সালাফদের মাঝে একা খাওয়ার কোন সংস্কৃতি ছিল না। তাঁরা মনে করতেন, অন্যকে খাওয়াতে পারাই হ'ল ইবাদতের প্রাণ। প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু 'আদীর একদল লোক ছিল। যারা কখনোই একা ইফতার করতেন না। সাথে কাউকে পেলে খেতেন। নইলে খানা মসজিদে নিয়ে যেতেন ও মুছল্লীদের সাথে নিয়ে খেতেন'।[২৩] রামাযান আসলে ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) তাঁর শিষ্যদের বলতেন, فإنّما هو تلاوةُ القرآنِ وإطعامُ الطعام، 'এ মাস তো কেবল কুরআন তেলাওয়াত এবং খাদ্য দান করার মাস'। আর তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল'।[২৪] একজন মমতাময়ী মা যেমন নিজে না খেয়ে তাঁর সন্তানদের মুখে আহার তুলে দিতে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পান, সালাফগণও ক্ষুধার্তের মুখে লোকমা তুলে দিয়ে আত্মিক প্রশান্তি পেতেন। অথচ বর্তমান যুগে আমরা ইফতার পার্টি করি সামাজিক মর্যাদা যাহির করতে। যেখানে দাওয়াত পায় কেবল সামর্থ্যবানরা।

সালাফদের যুগে মুসলিম জাহানের বাদশাহগণও রামাযানে বিলাসিতা ছুঁয়ে দেখতেন না। আবু আব্বাস হাশেম ইবনে কাসেম (রহঃ) বর্ণনা করেন, 'রামাযানের এক বিকেলে আমি খলীফা আল-মুহ্তাদী বিল্লাহ (২১৮-২৫৬হি./৮৩৩-৮৭০খ্রি.) -এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের ছালাত আদায় করলেন এবং খাবার আনতে বললেন। তখন একটি বড় পাত্র আনা হ'ল যাতে কিছু রুটি এবং ছোট ছোট বাটিতে লবণ, জয়তুনের তেল ও সিরকা ছিল। তিনি আমাকে খেতে বললেন। আমি এমনভাবে খাচ্ছিলাম যেন মূল খাবারের (গোশত বা ভালো কোন তরকারী) অপেক্ষা করছি। তখন তিনি বললেন, 'আপনি কি ছিয়াম ছিলেন না?' আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, তবে পেট ভরে খেয়ে নিন, কারণ যা দেখছেন তাছাড়া এখানে আর কোন খাবার নেই (এটাই রাতের খাবার)'।[২৫]

৫. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ- 'খানা-পিনা থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম নয়; বরং ছিয়াম হ'ল বাজে কথা ও কাজ এবং ভোগ-সম্ভোগ ও বেহায়াপনা হ'তে বিরত থাকা। অতঃপর যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় বা তোমার প্রতি

১৯. *গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/২৩৬; ইবনুল জাওযী, বুস্তানুল ওয়া'ঈযীন, পৃ. ২৩৩।*
২০. *আসরারুল মুহিব্বিন ফী রামাযান, পৃ.৩৪০।*
২১. *ইবনু কাছীর, তাবাকাতুশ শাফেঈয়্যিন, পৃ. ৬৯৪; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৪/৮৪।*
২২. *হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৮৪।*
২৩. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়াল ইসলাম, ক্রমিক ১২৫৯৮।*
২৪. *ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, ৪/৯৮।*
২৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৫৩৬।*

মূর্খতাসূলভ আচরণ করে, তাহ'লে তুমি বল, আমি ছায়েম, আমি ছায়েম'।[২৬] অন্যত্র তিনি বলেছেন, رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ– 'বহু ছায়েম রয়েছে যার মধ্যে ছিয়ামের কিছুই নেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যতীত এবং বহু রাত্রি জাগরণকারী আছে, যাদের মধ্যে কিছুই নেই রাত্রি জাগরণ ব্যতীত'।[২৭] ছাহাবায়ে কেরাম এই হাদীছগুলোর প্রতি কঠোরভাবে আমল করতেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَآثِمِ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، 'যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন যেন তোমার কান, চোখ ও যবান সকল প্রকার মিথ্যা ও গোনাহ হ'তে ছিয়াম রাখে বা মুক্ত থাকে। এসময় খাদেমের দেওয়া কষ্ট এড়িয়ে যাও। ছিয়ামের দিন তুমি ভাবগম্ভীর থাক। আর ছিয়াম থাকা ও না থাকার দিনকে তুমি সমান গণ্য করো না'।[২৮]

ছিয়াম যতই দামী হোক, পাপাচারের বাতাস লাগলে তার ছওয়াবের সুঘ্রাণ কমে যায়। এই কারণেই আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ছিয়ামরত অবস্থায় মসজিদে বেশী অবস্থান করতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে বলতেন, نُطَهِّرُ صِيَامَنَا، 'আমরা আমাদের ছিয়ামকে পবিত্র রাখার জন্য এমন করে থাকি'।[২৯] মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ، 'যে ব্যক্তি তার ছিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, সে যেন গীবত ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকে'।[৩০]

মনে রাখা উচিত যে, ছিয়াম কেবল পেটের ট্রেনিং নয়, এটি নফসের ট্রেনিং। আবূ ইমরান আল-জাওনী (মৃ. ১২৩হি.) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنَوِّرَ قَلْبُهُ، فَلْيُقِلَّ طُعْمَهُ، 'যে ব্যক্তি তার অন্তরকে আলোকিত করতে পসন্দ করে, সে যেন তার আহার কমিয়ে দেয়'।[৩১] আমরা ইফতারে অতিভোজন করে আমাদের কলব বা হৃদয়কে পাথরের মতো শক্ত করে ফেলছি, যার ফলে ইবাদতে কোন স্বাদ পাচ্ছি না। সুতরাং আমাদের হাতে থাকা এই যন্ত্রটি যেন তোমার জান্নাতের পথে বাধা না হয়। আমাদের গল্পের আসরগুলো যেন গীবত, মিথ্যা ও অশালীনতার আসরে পরিণত না হয়। সালাফদের মতো আমরাও যেন 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছিয়াম' পালন করতে পারি। আমীন!

৬. সুদীর্ঘ ও আবেগঘন ক্বিয়ামুল লায়ল :

আমরা যেখানে তারাবীহতে সবচেয়ে দ্রুতগতির ইমাম খুঁজি, সেখানে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ সারা রাত কুরআনের মাঝে ডুবে গিয়ে তৃপ্তির অশ্রু ফেলতেন। তাদের কাছে রামাযান ছিল দুনিয়ার সব কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্র সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরীর এক ঐকান্তিক মাধ্যম। তাদের অভ্যাস ছিল যে, তারা তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতেন এবং ছালাত শেষ না করে বাড়ী ফিরতেন না।[৩২] কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ– 'ছালাত শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে ক্বিয়ামকারী ব্যক্তি সারা রাত্রি ক্বিয়ামের নেকী পায়'।[৩৩] আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ)-এর যুগে উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ্দারী (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়াতেন।[৩৪] কিন্তু সেই ১১ রাক'আত কেমন ছিল? কনিষ্ঠ ছাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইমাম ছাহেব শতাধিক আয়াত সম্বলিত বড় বড় সূরা পড়তেন। দীর্ঘ ক্বিয়ামের কারণে মানুষ লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত এবং ফজরের ঠিক আগ মুহূর্তে তারা বাড়ি ফিরত।[৩৫] বিখ্যাত তাবেঈ মাসরূক (রহ.) রামাযান মাসের ক্বিয়াম বা তারাবীহতে এক রাকআতেই পূর্ণ সূরা আনকাবুত তেলাওয়াত করতেন।[৩৬] সাঈদ বিন ওবায়েদ (রহ.) বলেন, আমি সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.)-কে দেখেছি যে, তিনি রামাযান মাসে লোকদের ইমামতি করতেন। তিনি ছালাতে এই আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করতেন, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، 'যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শৃংখল সমূহ পরানো হবে এবং তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে উত্তপ্ত জাহান্নামে। অতঃপর সেখানে তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে' *(মুমিন ৪০/৭১-৭২)*।[৩৭]

ইমাম বুখারী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, 'রামাযান মাসের প্রথম রাত এলে তাঁর সাথীরা তাঁর কাছে সমবেত হ'তেন। তিনি তাদের নিয়ে ছালাত আদায় করতেন এবং প্রতি রাক'আতে ২০ আয়াত করে তেলাওয়াত করতেন। এভাবে তিনি পুরো কুরআন খতম করতেন। এছাড়া তিনি সাহারীর সময় কুরআনের অর্ধেক থেকে এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করতেন এবং প্রতি তিন রাতের সাহারীর সময় একবার খতম সম্পন্ন করতেন। আবার দিনের বেলা প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন এবং ইফতারের সময় খতম শেষে

২৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৬; হাকেম হা/১৫৭০, সনদ ছহীহ।
২৭. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৭; আহমাদ হা/৮৮৪৩; হাকেম হা/১৫৭১।
২৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৩৬৪৬; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৮৮৮০; ২/২৭১।
২৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১২০; ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/৭৬।
৩০. হান্নাদ ইবনে সির্রী, কিতাবুয যুহ্দ, ২/৫৭২।
৩১. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-জুউ', পৃ. ৯৭।
৩২. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৭৯; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার, ২/৬৭।
৩৩. তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।
৩৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২; সনদ ছহীহ।
৩৫. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/৬৯৮; ইরওয়াউল গালীল ২/১৯২।
৩৬. আবূ বকর ফিরয়াবী, আছ-ছিয়াম, পৃ. ১৩৪।
৩৭. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক্ব ৩/২০৫।

বলতেন, عِنْدَ كُلِّ خَتْمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ‘প্রতিটি খতমের সময় একটি দো‘আ কবুল হয়’।[38] শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) যখন বিছানায় যেতেন, তখন জাহান্নামের ভয়ে তিনি কড়াইয়ের ওপর রাখা তপ্ত দানার মত ছটফট করতেন। এরপর তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ إِنَّ جَهَنَّمَ لا تَدَعُنِي أَنَامُ فَيَقُومُ إِلَى مُصَلاهُ، ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই জাহান্নাম আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না’ অতঃপর তিনি তাঁর মুছল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন’।[39] আর তাউস (রহ.) তাঁর বিছানা পাততেন। অতঃপর তিনি লাফিয়ে উঠতেন, ওযূ (পবিত্রতা অর্জন) করতেন এবং সকাল পর্যন্ত ক্বিবলামুখী হয়ে ক্বিয়ামুল লায়লে মগ্ন থাকতেন আর বলতেন, طَيَّرَ ذِكْرُ جَهَنَّمَ نَوْمَ الْعَابِدِينَ ‘জাহান্নামের স্মরণ ইবাদতকারীদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে’।[40]

বর্তমানে আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে হাফেয ছাহেবরা দ্রুত তিলাওয়াত করেন, কারণ মুছল্লীরা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য চাপ দেয়। অপরদিকে প্রখ্যাত তাবেঈ আব্দুর রহমান ইবনু হুরমুয (৩৭-১১৭হি.) বলেন, ‘(ছাহাবায়ে কেরামের যুগে) ক্বারীগণ (তারাবীহ্‌র ছালাতে) সূরা বাক্বারাহ ৮ রাক‘আতে শেষ করতেন। আর যদি ক্বারীগণ তা ১২ রাকআতে পড়তেন, তবে লোকেরা মনে করত– তিনি তাদের জন্য হালকা করে দিয়েছেন’।[41] আবূ ওছমান আন-নাহদী (মৃ. ৯৫হি.) বলেন, ওমর (রাঃ) রামযানে তিনজন ক্বারীকে তারাবীহ্‌র ছালাত পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। যিনি দ্রুত পড়তেন তাকে ৩০ আয়াত, যিনি মাঝারি গতিতে পড়তেন তাকে ২৫ আয়াত এবং যিনি ধীর গতিতে পড়তেন তাকে ২০ আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন’।[42] প্রখ্যাত তাবেঈ ইবনে আবী মুলাইকা (১১৭হি.) বলেন, ‘আমি রামাযান মাসে লোকজনকে নিয়ে (তারাবীহ্‌র) ছালাত পড়তাম। আমি এক রাক‘আতে (৪৫ আয়াত বিশিষ্ট) ‘সূরা ফাতির’ বা এই জাতীয় বড় সূরা পড়তাম, কিন্তু কেউ তাতে বিরক্তি প্রকাশ করত না’।[43] আবূ আশহাব (রহঃ) বলেন, ‘আবূ রাজা রামাযানের ক্বিয়াম বা তারবীহতে আমাদের নিয়ে প্রতি দশ দিনে একবার কুরআন খতম করতেন’।[44] আবূ সা‘দ আল-বাক্কাল (রহ.) বলেন, ‘আমি ও আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (রহ.) রামাযান মাসের রাতগুলোতে (তারাবীহতে) সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য বিভিন্ন মসজিদে ঘুরে বেড়াতাম’।[45]

৩৮. খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ২/১২; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, ২/৪৩৬; মিযযী, তাহযীবুল কামাল, ২৪/৪৪৬।
৩৯. আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/২৯৭।
৪০. ইবনু রজব হাম্বলী, আত-তাখওয়ীফ মিনান-নারি ওয়াত তা‘রীফ, ৪/১২২।
৪১. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/২৬১, হা/ ৭৭৩৪; সাইয়িদ সাবেক, ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২০৭।
৪২. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/২৬১, হা/৭৭৩২।
৪৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৬৭৪; ২/১৬২।
৪৪. হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩০৬।
৪৫. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-ইশরাফ ফী মানাযিলিল আশরাফ, পৃ. ১৬৬; ইবনু ‘আদী, আল-কামেল, ৪/৪৩৩।

ইবনে শাওযাব (রহ.) বলেন, প্রখ্যাত তাবেঈ আইয়ুব সাখতিয়ানী (৬৬-১৩১হি.) রামাযান মাসে তাঁর মসজিদের মুসল্লীদের ইমামতি করতেন। তিনি প্রতি রাক‘আতে প্রায় ৩০ আয়াত পরিমাণ তেলাওয়াত করতেন। .... তারাবীহ্‌র জামা‘আতে আসার জন্য তিনি নিজেই লোকদের ‘ছালাত’ ‘ছালাত’ বলে ডাকতেন। তিনি মুছল্লীদের অগ্রাধিকার দিতেন এবং কুরআনে বর্ণিত দো‘আগুলো দিয়ে কুনূতের মুনাজাত করতেন, আর তাঁর পেছনের মুছল্লীরা ‘আমীন’ বলতেন। তাঁর দো‘আর সর্বশেষ অংশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করতেন এবং বলতেন, اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ وَأَوْزِعْنَا بِهَدْيِهِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ‘হে আল্লাহ! আমাদের তাঁর (আল্লাহ্‌র রাসূলের) সুন্নাতের ওপর পরিচালিত করুন, তাঁর হেদায়াতের ওপর আমাদের অবিচল রাখুন এবং আমাদের মুত্তাক্বীদের জন্য অনুসরণীয় ইমাম বানিয়ে দিন’। এরপর তিনি সিজদা করতেন। আর ছালাত শেষে আরও কিছু দো‘আ করতেন।[46]

সালাফদের যুগে মহিলারাও ইবাদত-বন্দেগী ও ক্বিয়ামুল লাইল থেকে পিছিয়ে থাকতেন না। ওমর (রাঃ) নারীদের জন্য আলাদা ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন যেন তাঁরাও জামা‘আতের সাথে এই আধ্যাত্মিক স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন।[47]

৭. অবারিত দানশীলতা ও বদান্যতা :

সালাফদের কাছে রামাযান ছিল আখেরাতের জন্য বিনিয়োগের শ্রেষ্ঠ মৌসুম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আকাশছোঁয়া দানশীলতা সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، ...فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، ‘আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রামাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হ’তেন, যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ...নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন’।[48] মুহাল্লাব (রহ.) বলেন, ‘এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, একটি নেক আমল আরেকটি নেক আমলের দরজা খুলে দেয় এবং অন্য নেক কাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। লক্ষ্য করে দেখুন! ছিয়ামের বরকত, জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সামনে কুরআন তেলাওয়াতের আমল নবী কারীম (ছাঃ)-এর দানশীলতা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল? তখন তিনি এত বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন যে, তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও দ্রুত ও ব্যাপক হয়ে যেত’।[49]

৪৬. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৮/২৫৭; তাহযীবু তাহযীবিল কামাল, ১/৩৪৩।
৪৭. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৩/৪১৯; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৬/৫৩৫।
৪৮. বুখারী হা/০৬; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/ ২০৯৮।
৪৯. ইবনু বাত্তাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৪/২২।

ইবনে ওমর (রাঃ) ছিয়াম রাখতেন এবং মিসকীন ও দরিদ্রদের সাথে নিয়ে ছাড়া ইফতার করতেন না। যদি কখনো তাঁর পরিবার তাঁকে মিসকীনদের কাছে যেতে বাধা দিত, তবে তিনি সেই রাতে আর খাবার খেতেন না। যখন তিনি খাবার খেতে বসতেন আর কোন ভিক্ষুক তাঁর কাছে আসত, তখন তিনি নিজের খাবারের অংশটুকু তুলে নিতেন এবং উঠে গিয়ে তা ভিক্ষুককে দিয়ে আসতেন।[৫০] সালাফদের কাছে সাহায্যপ্রার্থীরা ছিল আখেরাতের পথে ছওয়াবের পরিবাহকের মতো। আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ)-এর কাছে যখন কোন সাহায্যপ্রার্থী বা ভিক্ষুক আসত, তিনি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং বলতেন, مَرْحَبًا بِمَنْ يَحْمِلُ زَادِي إِلَى الْآخِرَةِ 'স্বাগতম সেই ব্যক্তিকে, যে আমার পাথেয় (ছাওয়াব) বহন করে পরকালের দিকে নিয়ে যাচ্ছে'![৫১] অথচ আজ আমাদের দুয়ারে কোন মিসকীন এলে আমরা বিরক্তির স্বরে বলি, মাফ কর কিংবা পরে এস। আমরা মনে করি ভিক্ষুক আমাদের সম্পদ কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ সালাফরা মনে করতেন, ভিক্ষুক এসে তাঁদের সম্পদকে পবিত্র করছে এবং তা নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে। কত বিশাল ব্যবধান আমাদের আর তাঁদের মানসিকতায়!

দানশীলতার এক রাজকীয় উপমা ছিলেন ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.)। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি রামাযান মাসে প্রতিদিন পাঁচশ মানুষকে ইফতার করাতেন এবং ঈদের পর তাঁদের প্রত্যেককে একশ' দিরহাম করে হাদিয়া দিতেন।[৫২]

৮. সময়ের হেফাযত ও প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার :

সালাফদের কাছে রামাযানের প্রতিটি সেকেন্ড ছিল মণি-মুক্তার চেয়েও দামী। তাঁরা খুব কঠিনভাবে সময়ের হেফাযত করতেন যেন বরকতপূর্ণ মুহূর্তগুলো অনর্থক কাজে ব্যয় না হয়; সময়গুলো যেন সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় হয়। তাবেঈ তালীক বিন ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, আবু যার (রাঃ) বলেছেন, إِذَا صُمْتَ فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْتَ فَكَانَ طَلِيقٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ دَخَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِلصَّلَاةِ، 'যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন যথাসম্ভব (পাপ থেকে) নিজেকে রক্ষা করবে'। আর তালীক (রহ.) নিজে যখন ছিয়াম রাখতেন, তখন ঘরে ঢুকে যেতেন এবং ছালাত ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে বের হ'তেন না'।[৫৩]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেন, ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري و لم يزد فيه عملي، 'আমি কোন জিনিসের ওপর এতটা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইনি, যতটা সেই দিনের ওপর হয়েছি যার সূর্য ডুবে গেছে- যেদিন আমার আয়ু কমেছে কিন্তু আমল বাড়েনি'।[৫৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, إِضَاعَةُ الْوَقْتِ أَشدّ من الْمَوْت لِأَن إِضَاعَة الْوَقْت تقطعك عَن الله وَالدَّار الْآخِرَة، وَالْمَوْت يقطعك عَن الدُّنْيَا وَأَهْلهَا، 'সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। কারণ সময় অপচয় করা আপনাকে আল্লাহ এবং পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আর মৃত্যু আপনাকে কেবল দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন করে'।[৫৫]

সালাফগণ কেবল ছিয়াম পালনেই কঠোর যত্নশীল ছিলেন না; বরং তারা ছালাতের ওয়াক্তের ব্যাপারেও ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। অথচ বর্তমান সমাজে অনেককে দেখা যায় যারা ছিয়াম পালনে আগ্রহী হ'লেও ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন। ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'সাধারণ মানুষ যদি জানত যে, ছালাত ক্বাযা করা হচ্ছে রামাযান মাস হাতছাড়া করার মতই মারাত্মক, যা সকল মুসলিমের ঐকমত্যে স্বীকৃত, তবে তারা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাত'।[৫৬] সুতরাং ছিয়ামের পূর্ণ ছাওয়াব হাছিলের জন্য ফরয ছালাতকে তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা অপরিহার্য।

শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দারা! নিশ্চয়ই রামাযান মাস হ'ল নেকী অর্জন এবং মুনাফা লাভের মাস। সুতরাং তোমরা ইবাদত, অধিক পরিমাণে ছালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্র, মানুষকে ক্ষমা করা এবং ইহসানের মাধ্যমে এই মাসের সুযোগগুলো লুফে নাও। আর তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে পারস্পরিক শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করে দাও'।[৫৭]

তিনি আরো বলেন, 'হে আমার ভাইয়েরা! রামাযান মাস পর্যন্ত হায়াত পাওয়া সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র এক বিশাল নে'মত, যে এই মাসটি পেয়েছে এবং এর যথাযথ হক আদায় করেছে। আর এই হক আদায় হবে আপন রবের কাছে ফিরে আসার মাধ্যমে। আর আল্লাহ্র দিকে প্রকৃত ফিরে আসার অর্থ হ'ল- পাপের পথ ছেড়ে ইবাদতে মনোনিবেশ করা, গাফেলতী ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন হওয়া এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব কমিয়ে তওবা, ইস্তিগফার ও নেক আমলের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা'।[৫৮]

রামাযান হ'ল মুমিনের ইবাদতের মাধ্যমে ছওয়াব অর্জনের উপযুক্ত সময়। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة من لم يربح في

৫০. *ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৬৮।*
৫১. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া,১/৩৫৫; আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম, ৬/৩২৮।*
৫২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/২৩৪।*
৫৩. *বায়হাক্বী, ফাযায়েলুল আওক্বাত, পৃ. ১৮৭; শু'আবুল ঈমান ৫/২৪৮।*
৫৪. *আব্দুল আযীয সালমান, মিফতাহুল আফকার, ১/২২১; মাওয়ারিদুয যামআন, ৩/৩০।*
৫৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৪৪।*
৫৬. *ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩০।*
৫৭. *মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আদ-যিয়াউল লামে' মিনাল খুতাবিল জাওয়ামে', ২/১৬৫।*
৫৮. *উছায়মীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃ. ১২*

هذا الشهر ففي أي وقت يربح 'ওহে যার লোকসান দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, (সাবধান!) এখন লাভজনক ব্যবসার দিনগুলো তোমার সামনে উপস্থিত। যে ব্যক্তি এই মাসেই (রামাযানে) মুনাফা অর্জন করতে পারল না, সে আর কোন সময়ে লাভবান হবে?[৫৯] আবূ উসামাহ (রহ.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন নযর আল-হারেছী-এর নিকট প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি কিছুটা গুটিয়ে আছেন। আমি বললাম, আপনি মনে হয় কারও আসা বা সাক্ষাত পসন্দ করেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, আপনি কি একাকিত্ববোধ করেন না? তখন তিনি উত্তর দিলেন, কীভাবে আমি একাকিত্ববোধ করব, যেখানে আল্লাহ স্বয়ং বলেন– 'যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথেই থাকি'![৬০] আসুন! এই রামাযানে আমরা অহেতুক আড্ডা, রাজনৈতিক বিতর্ক আর সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা ত্যাগ করি। প্রতিটি সেকেন্ডকে 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' আর কুরআন তেলাওয়াতে ব্যয় করি।

৯. শেষ দশকের ইবাদত ও ই'তিকাফ :

রামাযানের শেষ দশকে সালাফদের ইবাদতের উন্মাদনা কয়েকগুণ বেড়ে যেত। লায়লাতুল ক্বদরের অন্বেষণে তাঁরা কঠোরভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ– 'রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন'।[৬১] আজ আমরা শেষ দশকে কোমর বাঁধি মার্কেটে যাওয়ার জন্য, নতুন জুতো আর জামার ম্যাচিং মেলানোর জন্য। অথচ আমাদের নবী (ছাঃ) কোমর বাঁধতেন ইবাদতের জন্য। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) রামাযান মাসে প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। আর শেষ দশকে প্রতি দুই দিনে কুরআন খতম করতেন এবং প্রতি রাতে গোসল করতেন।[৬২] ইবাদতকে তাঁরা কতটা রাজকীয় মর্যাদা দিতেন। তামীম আদ্দারী (রাঃ) এক হাযার দিরহাম দিয়ে একসেট পোষাক কিনেছিলেন, যা তিনি কেবল লায়লাতুল ক্বদরের আশায় সেই রাতে পরিধান করতেন'।[৬৩] ছাবিত আল-বুনানী (মৃ.১২৭) এবং হুমাইদ আত-ত্বীল (৬৮-১৪৩হি.) তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন এবং সুগন্ধি মাখতেন। এছাড়া তাঁরা মসজিদকেও সুগন্ধি দিয়ে সুবাসিত করতেন'।[৬৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ– 'শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) যত কষ্ট করতেন, অন্য সময় তত করতেন না'।[৬৫] আর আমরা শেষ দশকে ইবাদতে সবচেয়ে বেশী ঢিলেমী করি। রামাযানের শুরুর দিকে আমরা যতটা উদ্যম নিয়ে ইবাদত শুরু করি, অর্ধেক মাস যেতে না যেতেই সেই উদ্যোমে ভাটা পড়ে। অথচ শেষ দশকেই ইবাদতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

একজন ডুবুরি যেমন সাগরের তলদেশে গিয়ে মুক্তো খোঁজার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দম ধরে রাখে, সালাফগণও তেমনি রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতের সাগরে ডুব দিতেন লায়লাতুল ক্বদরের মহাপ্রাপ্তির জন্য। তারা স্বার্থপরের মতো একা জান্নাতে যেতে চাইতেন না। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) নিজে তো সারারাত ছালাত পড়তেনই, মধ্যরাত হ'লে পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন'।[৬৬] ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলতেন, শেষ দশকে সাধ্য থাকলে ছোট শিশু ও সন্তানদেরও ছালাতের জন্য জাগিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি নিজে যেমন লাইলাতুল ক্বদর লাভের জন্য ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করতেন; তদ্রূপ তার পরিবার-পরিজনকেও ক্বিয়ামুল লায়লের জন্য জাগিয়ে দিতেন।[৬৭] আর আমরা আমাদের সন্তানদের সাহরীতে ভালো খাবারের জন্য জাগাই, কিন্তু জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য খুব কম লোক সন্তানদের তাহাজ্জুদে জাগিয়ে দেই। ইবরাহীম বিন শাম্মাস (রহ.) বলেন, 'আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে চিনি যখন তিনি কিশোর ছিলেন, তখনও তিনি রাত জেগে ইবাদত করতেন'।[৬৮] ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী বলেন, 'ওহে যার জীবন অর্থহীন কাজে নষ্ট হয়ে গেছে! যা হারিয়েছ তা 'লায়লাতুল কদরে' পুষিয়ে নাও, কারণ এই একটি রাতই পুরো জীবনের সমতুল্য গণ্য হয়'।[৬৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে সালাফগণ রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করতেন। ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) ই'তিকাফ ত্যাগ করা মুসলমানদের দেখে অবাক হয়ে বলতেন, عَجَبًا لِلْمُسْلِمِينَ! تَرَكُوا الِاعْتِكَافَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهُ مُنْذُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، 'আশ্চর্য মুসলমানদের জন্য! তারা ই'তিকাফ ছেড়ে দিয়েছে! অথচ নবী কারীম (ছাঃ) মদীনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ই'তিকাফ ছাড়েননি'।[৭০]

রামাযান শেষ হওয়া মানেই এই নয় যে আমরা মুক্তি পেয়ে গেছি। কারণ আল্লামা ছালেহ আল-ফাওযান (হাফি.) বলেছেন, আমল শেষে মুমিনের কাজ হ'ল আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগফার করা এবং বিনয় দেখানো। কারণ কে জানে, আমাদের এই ভাঙাচোরা আমলে কত ভুল রয়ে গেছে![৭১] ছাহাবী ফুযালা বিন ওবায়েদ (রাঃ) বলতেন, لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ

৫৯. *ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৪৮।*
৬০. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৯২; ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/১৩২।*
৬১. *বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।*
৬২. *মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/৫৫।*
৬৩. *ইসমাইল ইস্ফাহানী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/৩৭২।*
৬৪. *ইসমাঈল ইস্ফাহানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৭২।*
৬৫. *মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯, রাবী আয়েশা (রাঃ)।*
৬৬. *কানযুল উম্মাল, ১২/৫৫৯; ইবনে রজব, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৮৬।*
৬৭. *হুসাইন আল-আফফানী, নিদাউর রাইয়ান, ২/১৯৭।*
৬৮. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুস ছাফওয়াহ, ১/৪৮৩।*
৬৯. *লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৯১; নিদাউর রাইয়ান, ১/২৯৯।*
৭০. *ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ৪/২৮৫।*
৭১. *ড. ছালেহ আল-ফাওযান, মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃ. ১১৮।*

أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ 'যদি আমি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে একটি সরিষার দানা পরিমাণ আমল কবুল করেছেন, তবে তা আমার কাছে গোটা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হ'ত'।[৭২]

রামাযান যখন বিদায় নেয়, তখন আমরা এমাস চলে যাওয়ার কারণে আনন্দিত হই। আর সালাফদের অন্তর তখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) রামাযানের শেষের দিকে আক্ষেপ করে বলতেন, হে রামাযান মাস! একটু ধীর হও! বিদায় নিতে তাড়াহুড়া করো না। প্রেমিকদের অশ্রু আজ প্রবাহিত হচ্ছে। বিচ্ছেদের বেদনায় তাদের অন্তর আজ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যদি বিদায়ের এই মুহূর্তটুকু একটু দীর্ঘ হ'ত, তবে হয়ত ব্যাকুল প্রাণের এই হাহাকার কিছুটা শান্ত হ'ত। হয়ত এই অবসরে তওবার একটি নিখাঁদ মুহূর্ত মিলে যেত; পাপাচার ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প দিয়ে ছিয়ামগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সেলাই করে নেওয়া যেত। কে জানে, হয়ত মকবূল বান্দাদের কাফেলা থেকে ছিটকে পড়া কোন পথভোলা পথিক আবার তার গন্তব্য খুঁজে পেত! পাপের শৃঙ্খলে বন্দী কোন অভাগা হয়তো আজই পেয়ে যেত মুক্তির স্বাদ, আর জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।[৭৩]

রামাযানের শেষ রজনী যখন উপস্থিত হ'ত, সালাফদের হৃদয়গুলো এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠত। যেখানে আমরা ঈদের নতুন পোষাক আর চাঁদরাতের আনন্দে বিভোর থাকি, সেখানে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী আলী (রাঃ) লোকদের ডেকে ডুকরে কেঁদে বলতেন, يا ليت شعري من هذا المقبولُ فنهنيه، ومن هذا المحرومُ فنعزِّيه؟ أَيُّها المقبولُ: هنيئًا لك، أَيُّهَا المردودُ: جبر اللهُ مصيبتك، 'হায় আফসোস! আমি তো জানি না, কার আমল কবুল হয়েছে যাকে আমি অভিনন্দন জানাবো, আর কার আমল কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে যাকে আমি সমবেদনা জানাব। হে যার আমল গ্রহণ করা হয়েছে! তোমার জন্য সুসংবাদ। আর হে যার আমল কবুল না হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে! দো'আ করছি আল্লাহ্‌র তোমার মুছীবত দূর করে দিন'।[৭৪] একটু ভাবুন তো! যাঁর জান্নাতের সার্টিফিকেট ছিল, তিনি যদি আমল কবুল না হওয়ার ভয়ে এমন হাহাকার করতে পারেন, তবে আমি আর আপনি কিসের ভরসায় এত নিশ্চিন্তে ঘুমাই? আমাদের ইবাদতে কি সেই ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা ছিল? নাকি আমরা কেবল মানুষের কাছে 'ছায়েম' পরিচিতি পেতেই তৃপ্ত ছিলাম?

আমাদের কাছে ঈদের আনন্দ মানেই হ'ল বাহারি পোষাক আর কেনাকাটা। অথচ ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) আমাদের সেই ভুল ভেঙে দিয়ে বলেন, ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد، ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب، 'যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে, তার জন্য ঈদ নয়; বরং ঈদের আনন্দ সেই ব্যক্তির জন্য, আল্লাহ্‌র প্রতি যার আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ব্যক্তি বাহন ও পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়, ঈদের আনন্দ তার জন্য নয়। ঈদের খুশি তো কেবল সেই ব্যক্তির জন্য, যার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'।[৭৫] অর্থাৎ একজন অপরাধী যখন কারাগার থেকে মুক্তি পায়, তখন নতুন কাপড় তার কাছে মুখ্য নয়, বরং মুক্তির পরওয়ানা বা ক্ষমার নিশ্চয়তা পাওয়াই তার কাছে আসল আনন্দ। আমাদের রামাযান যদি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দিতে না পারে, তবে সেই নতুন পোষাকে কিসের আনন্দ?

উপসংহার :

আসুন! সালাফে ছালেহীনের সেই সোনালী আদর্শের পাদপিঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের নিয়ে একটু ভাবি। সালাফদের রামাযানের সাথে আমাদের রামাযানের তুলনা করি এবং এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন উদ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। রামাযান শেষে নিজের আমলের ডালা পরখ করে দেখি! পরকালের মুক্তির জন্য এবং জান্নাতের মর্যাদা লাভের জন্য কতটুকু সঞ্চয় করলাম। আমরা যেন অন্তত এই রামাযানটা হেলায়-খেলায় কাটিয়ে না দেই। হ'তে পারে এবারের রামাযানই আমাদের জীবনের শেষ রামাযান। অতএব আসুন! জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে এবাবের রামাযানকে যিন্দেগীর শ্রেষ্ঠ রামাযানে পরিণত করার চেষ্টা করি। রামাযানের আগেই পার্থিব ঝামেলা ও ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করি। নেক আমলে রামাযানের প্রতিটা মুহূর্তকে সুসজ্জিত করার চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৭২. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ১৯; ইবনু আবিদ্দুনয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়াত, পৃ. ৪৯।*
৭৩. *লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ২১৭।*
৭৪. *লাত্বাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ২১০; আসরারুল মুহিব্বীন, পৃ. ৩৪১।*
৭৫. *লাত্বাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ২৭৭।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল(এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই
যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

জুম‘আর দিনের মর্যাদা : করণীয় ও বর্জনীয়

*-মুহাম্মাদ রাফাত আনাম**

সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুম‘আর দিন হ’ল সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দিনটিকে ‘সাইয়্যিদুল আইয়াম’ বা দিবসসমূহের সর্দার এবং মুমিনের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিন হিসাবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা এই দিনে স্বীয় বান্দাদের জন্য অফুরন্ত রহমত ও মাগফিরাতের দুয়ার খুলে দেন। তবে জুম‘আর দিনের ফযীলত ও বরকত পূর্ণরূপে লাভ করার জন্য প্রয়োজন সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ। অনেকেই জুম‘আর দিনটিকে কেবল জুম‘আর ছালাত আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন। অথচ এই দিনের রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র আমল ও আদব। যা পালন করলে ছওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়। সেই সাথে এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা এই দিনে বর্জন করা অত্যন্ত যরূরী। অন্যথা নেকীর পরিবর্তে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে জুম‘আর দিনের মর্যাদা, করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হ’ল।

জুম‘আর দিনের মর্যাদা

মহান আল্লাহ তা‘আলা জুম‘আর দিনকে অনেক মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। এই মর্যাদার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে-

১. অন্যান্য দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ ادَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ لَا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، ‘যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হ’ল জুম‘আর দিন। এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেওয়া হয়েছে। আর ক্বিয়ামতও এ দিনেই সংঘটিত হবে’।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ ادَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ" فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْك وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيْتَ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ‘জুম‘আর দিন হ’ল তোমাদের সর্বোত্তম দিন। এ দিনে আদম (আঃ)- কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁর রূহ কবয করা হয়েছে। এ দিনে প্রথম শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এ দিনে দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকার দেয়া হবে। কাজেই এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করবে। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পেশ করা হবে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনার হাড়গুলো পঁচে-গলে যাবে? ...তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূলদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না)।[২]

২. পূর্ববতীদের থেকে শ্রেষ্ঠতম দিন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُود يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِق، ‘আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে জুম‘আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথের সন্ধান দেননি (বিরোধে লিপ্ত হওয়ার কারণে)। তাই ইহুদীদের জন্য শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য রবিবার নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে (পৃথিবীতে) আনলেন এবং আমাদেরকে জুম‘আর দিনের সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব তিনি জুম‘আর দিন, শনিবার ও রবিবার এভাবে (বিন্যাস) করলেন। এভাবে তারা ক্বিয়ামতের দিন আমাদের পশ্চাদবর্তী হবে। আমরা পৃথিবীবাসীর মধ্যে শেষে আগমনকারী উম্মত এবং ক্বিয়ামতের দিন হব সর্বপ্রথম। যাদের সমগ্র সৃষ্টির প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে’।[৩]

৩. সাপ্তাহিক ঈদের দিন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّب وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، ‘জুম‘আর দিন হ’ল সপ্তাহের দিনসমূহের সরদার এবং তা আল্লাহ্র নিকটে অধিক সম্মানিত। এ দিনটি আল্লাহ্র নিকটে কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এ দিনে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য। এ দিন আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, এ দিনই আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান এবং এ দিনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা তখন

*শিক্ষার্থী, ইইই বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

১. মুসলিম হা/৮৫৪; মিশকাত হা/১৩৫৬।

২. আবূ দাউদ হা/১০৪৭; মিশকাত হা/১৩৬১।

৩. মুসলিম হা/৮৫৬।

আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন, যদি না সে হারাম জিনিসের প্রার্থনা করে আর এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুম‘আর দিন শংকিত হয়’।[৪]

জুম‘আর দিনের ফযীলত

জুম‘আর দিনের বহু ফযীলত রয়েছে। হাদীছে এ দিনের বিভিন্ন ফযীলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। নিম্নে সে বিষয় উল্লেখ করা হ’ল।-

১. উট কুরবানীর নেকী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য গমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী দান করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম দান করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকির শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে’।[৫]

২. পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত গুনাহ মাফ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করার পর জুম‘আর ছালাতে আসল, নীরবে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনল, তার পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (অহেতুক) কঙ্কর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল’।[৬]

৩. দো‘আ কবূলের বিশেষ সময় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. ‘জুম‘আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি সে মুহূর্তটিতে কোন মুসলিম দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র কাছে কোন কল্যাণের জন্য দো‘আ করে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন। তিনি এ হাদীছ বর্ণনার সময় আপন হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলে আমরা বললাম (বুঝলাম) যে, মুহূর্তটির সময় খুবই স্বল্প’।[৭] এই সময়কালের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে দু’টি মত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য (১) ইমাম ছাহেবের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত।[৮] (২) আছরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।[৯]

৪. কবরের ফিৎনা থেকে মুক্তি : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، ‘জুম‘আর দিনে অথবা জুম‘আর রাতে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ’লে কবরের ফিৎনা হ’তে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন’।[১০]

জুম‘আর দিনে করণীয়

জুম‘আর দিনের মর্যাদা ও ফযীলত যেমন মহান তেমনি এ দিনের আমলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ জুম‘আর দিনে বিশেষ কিছু আমল করতেন, যা আমাদের জন্য সুন্নাত হিসাবে প্রমাণিত। এই আমলগুলো শুধু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এতে রয়েছে আল্লাহ্র স্মরণে অগ্রসর হওয়ার পথ ও পদ্ধতি।

১. ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ، ‘আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম ছালাত হ’ল জুম‘আর দিনের ফজরের ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করা’।[১১]

২. গোসল করে সুন্দর পোষাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা : সালমান ফারেসী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল হ’তে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু’জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর তার নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবার সময় চুপ থাকে, তাহ’লে তার সে জুম‘আ হ’তে আরেক জুম‘আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়’।[১২]

৩. আগে আগে মসজিদে গমন করা : হাদীছে মসজিদে আসার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আগে ভাগে মসজিদে এসে তাহিইয়াতুল মসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ, যিকির-আযকার, ইস্তেগফারসহ বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করলে অনেক নেকী হাছিল করার সুযোগ হয়।

---

৪. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; আহমাদ হা/১৫১২০; মিশকাত হা/১৩৬৩।
৫. মুসলিম হা/৮৫০; আহমাদ হা/৯৯৩৩।
৬. মুসলিম হা/৮৫৭।
৭. বুখারী হা/৯৩৫।
৮. মুসলিম হা/৮৫৩; মিশকাত হা/১৩৫৭-৫৮।
৯. আবুদাউদ হা/১০৪৬; মিশকাত হা/১৩৬০; ছহীহাহ হা/২৫৮৩।
১০. মিশকাত হা/১৩৬৭; আল-আহকাম হা/৩৫
১১. ছহীহাহ হা/১৫৬৬।
১২. বুখারী হা/৮৮৩।

মাসিক আত-তাহরীক | ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | ২৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

৪. মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য এসে মনোযোগের সাথে খুৎবা শ্রবণ করল এবং চুপ থাকল তার এ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এর সাথে অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি খুৎবা চলা অবস্থায় পাথর বা কোন বস্তু স্পর্শ করবে সে ত্রুটিকারী হিসাবে গণ্য হবে'।[১৩]

৫. অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করা : আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ وليلةَ الجمُعةِ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا، 'তোমরা জুম'আর দিনে ও জুম'আর রাতে আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কারণ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন'।[১৪]

৬. সূরা কাহফ তেলাওয়াত করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ، 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়বে, তার (ঈমানের) নূর এ জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে'।[১৫]

জুম'আর দিনে বর্জনীয়

জুম'আর দিনটি যেমন মর্যাদা ও ফযীলতে পরিপূর্ণ, তেমনি এই দিনে কিছু নিষিদ্ধ কাজও রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু কাজ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যেগুলো শরী'আতে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। জুম'আর দিনের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ হ'ল :

১. আযান হওয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা : জুম'আর আযান হওয়ার পর কেনা-বেচা করা এবং দুনিয়াবী সকল কাজ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، 'হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিনে ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ' *(জুম'আ ৬২/৯)*। এখানে বেচা-কেনা ও ব্যবসা বলতে বুঝানো হয়েছে যাবতীয় ব্যস্ততাকে, তা যেকোন প্রকারেরই হোক না কেন। জুম'আর আযানের পর তা ত্যাগ করতে হবে।

২. জুম'আর খুৎবার পূর্বে বয়ান করা : খুৎবার পূর্বে বয়ান করার কোন দলীল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণসহ পরবর্তী যুগের সালাফদের মাঝে ছিল না। এ পদ্ধতি নতুন আবিষ্কৃত যা শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশেই চালু আছে। মাতৃভাষাতে খুৎবা এবং দুইটা খুৎবা দেওয়াই ইসলামী রীতি। মাতৃভাষায় সমসাময়িক বিষয় সহ শিক্ষামূলক ইসলামী যে কোন বিষয়ে বক্তব্য দেয়াই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী রীতি। অতঃপর দ্বিতীয় খুৎবার ভূমিকা আরবীতে দেয়ার পরেও কিছু বক্তব্য রাখা যায়।

৩. তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত না পড়া পর্যন্ত না বসে'।[১৬]

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সুলায়ক গাত্বফানী (রাঃ) জুম'আর দিনে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। সুলায়ক (রাঃ) বসে পড়লেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا- ثُمَّ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا- 'হে সুলায়ক! তুমি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নাও। তারপর বললেন, 'তোমাদের কেউ জুম'আর দিন মসজিদে আসলে, ইমাম তখন খুৎবারত থাকলে সংক্ষিপ্ত আকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেবে'।[১৭]

৪. খুৎবা চলাকালীন ঘাড় মাড়িয়ে যাওয়া : খুৎবা চলা অবস্থায় মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন জনৈক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে তিনি তাকে বললেন, اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ। 'তুমি বসো, তুমি লোকদের কষ্ট দিচ্ছ'।[১৮]

৫. খুৎবার সময় দু'হাটু উঁচু করে বসা : অনেকে দুই হাঁটু খাড়া করে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে বা কাপড় পেঁচিয়ে বসেন। একে আরবীতে ইহতেবা বলা হয়। খুৎবা চলাকালীন এভাবে বসা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে কাউকে হাঁটু খাড়া করে কাপড় জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন'।[১৯]

৬. খুৎবার সময় অনর্থক কথা বলা ও কাজ করা : খুৎবার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শোনা যরূরী। খুৎবার সময় অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেকেই খুৎবার সময় মোবাইল টিপা, মেসেজ চেক করা বা

---

১৩. মুসলিম হা/৮৫৭।
১৪. আল জামে' হা/১২০৯; বায়হাকী, সুনানে কুবরা ৩/২৪৯।
১৫. মিশকাতুল মাছাবীহ হা/২১৭৫, ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬, ছহীহ আল-জামে হা/৬৪৭০, আদ-দাওয়াতুল কাবীর হা/৫২৬।
১৬. বুখারী হা/৪৪৪, ১১৬৩, মুসলিম হা/১৬৮৭-১৬৮৮।
১৭. মুসলিম হা/১৮৯৭।
১৮. আবু দাউদ হা/১১১৮, আহমাদ ৪/১৮৮।
১৯. আবুদাউদ হা/১১১০; মিশকাত হা/১৩৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৭৬।

সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করা ইত্যাদি অনর্থক কাজ করেন। এ কাজগুলো জুম'আর ছওয়াব বাতিল করে দিতে পারে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ، 'জুম'আর দিন যখন তোমার সাথীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তাহ'লে তুমি অনর্থক কাজ করলে'।[২০] অন্য হাদীছে এসছে, যে ব্যক্তি খুৎবা চলা অবস্থায় পাথর বা কোন বস্তু স্পর্শ করবে সে ত্রুটিকারী হিসাবে গণ্য হবে'।[২১]

৭. খুৎবা চলাকালীন ঘুমানো : খুৎবার সময় ঘুম চলে আসলে ওযূ ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে এবং খুৎবার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، 'যদি মসজিদে কোন ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তবে সে যেন স্বীয় স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে বসে'।[২২]

৮. শুধু জুম'আর দিনে ছিয়াম রাখা : শুধু জুম'আর দিন নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، 'তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম'আর দিনে ছিয়াম পালন না করে। তবে তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন'।[২৩]

৯. জুম'আর দিনে কবর যিয়ারত করা : জুম'আর দিনে বিশেষভাবে কবর যিয়ারতের আয়োজন করা জায়েয নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এমন কিছু নির্দিষ্ট করে করেননি। কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন নির্ধারণ করা যাবে না। যেকোন দিন যেকোন সময় কবর যিয়ারত করতে পারে। জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল।[২৪]

উপসংহার : জুম'আর দিন সপ্তাহের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ দিন। এটি কেবল একটি ছালাত আদায়ের দিন নয় বরং এটি মুমিনের জন্য আত্মার পুনর্জাগরণ, দো'আ ও তওবার সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে দুনিয়াবী সকল ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে তাঁর স্মরণে নিবেদিত হওয়া এবং খুৎবা ও ছালাতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করাই এ দিনের মূল দাবী। তাই প্রচলিত ধারার বাইরে এসে জুম'আর দিনটিকে আমরা সাপ্তাহিক ঈদ হিসাবে উদযাপন করি। সাথে সাথে করণীয় বিষয়গুলি যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করে এবং বর্জনীয় কাজগুলো পরিহার করে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

২০. *বুখারী হা/৯৩৪, মুসলিম হা/৮৫১, আহমাদ হা/৭৬৯০।*
২১. *মুসলিম হা/৮৫৭।*
২২. *আবু দাউদ হা/১১১৯, সনদ ছহীহ।*
২৩. *মুসলিম হা/১১৪৪, আহমাদ হা/১০৮০৮।*
২৪. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯০১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০৫।*

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪
অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop
সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন (নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা সহজীকরণ

-সারওয়ার মিছবাহ

শিক্ষা সহজীকরণ মানেই শিক্ষায় যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে সেগুলো দূরীকরণ। যে বাধাগুলো শিক্ষাকে কঠিন করে তোলে সেগুলো আমরা যতটা দূর করতে সক্ষম হব, ততটাই আমরা শিক্ষাকে সহজ করতে পারব। শিক্ষার্থীদের উপকার করতে পারব। এখানে কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। যেগুলোর কারণে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। সব সমস্যা সমাধান করা আমাদের কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এগুলো বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত। তবে আমরা সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমস্যাগুলো সমাধানে এগিয়ে আসি তবে আমরা ভাল কিছু করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

বয়স নির্ধারণ : আমাদের দেশ উন্নত বিশ্ব থেকে অনেক পিছিয়ে। উন্নত বিশ্বে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিকে যতটুকু শেখে, মাধ্যমিকে যতটুকু শেখে, যে বয়সে লেখাপড়া শেষ করে, আমরাও যদি আমাদের দেশে সেই বয়সকে মডেল হিসাবে নিতে চাই তবে আমাদেরকেও শিক্ষার্থীদের সেই সুযোগ-সুবিধাগুলো দিতে হবে, যেগুলো উন্নত বিশ্বের শিক্ষার্থীরা পায়। আমরা যদি সেই পরিবেশ না দিয়ে শুধু বয়সটাই বেঁধে দেই তবে আমাদের শিক্ষার্থীদের বয়স জন্ম সনদে দু'পাঁচ বছর কমানো ছাড়া কোন পথ থাকবে না। আর হচ্ছেও তাই। ক'জনই বা জন্ম সনদে সঠিক বয়স নিয়ে লেখাপড়া শেষ করছে? অনেকেরই বয়স কিছু কিছু করে কমানো। জন্মসনদে বয়স কমানো কি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ নয়? আমরা কি আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবন মেয়াদী একটি মিথ্যার সাথে জড়িত হ'তে বাধ্য করছি না?

আমাদের কারিকুলামে একজন শিক্ষার্থী হাফেয হয়েছে মানেই তার লেখাপড়া শেষ। হয়তো এখন তাকে বয়স পাঁচ বছর কমাতে হবে, নয়তো তাকে এমন কারিকুলামে যেতে হবে যেখানে বয়সের সীমারেখা নেই। এটা নিঃসন্দেহে শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা। যে প্রতিবন্ধকতা আমাদের পড়ালেখার মান নষ্ট করছে। যে বয়সের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া না করেই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে বাধ্য হচ্ছি। একজন শিক্ষার্থী সারা বছর হিফয বিভাগে পড়ছে, আর ডিসেম্বরে অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিচ্ছে। সে যখন হিফয শেষ করে নবমে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে তখন সে কাগজ-কলমে নবমের যোগ্য হ'লেও প্রকৃতার্থে যোগ্য নয়। এই শিক্ষার্থী যোগ্য হবে কবে?

এই বয়স বাঁধার বিষয়টা আমাদের গলায় এমনভাবে আটকে গেছে, আমরা না পারছি ভেতরে নিতে, আবার না পারছি ফেলে দিতে। আমরা বলতে চাই, বাঁধা যখন হয়েছে বাঁধাই থাক। তবে একটু ঢিল করে বাঁধলে আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়গুলো সহজ হয়। আর একটি ইসলামী কারিকুলাম শিক্ষার্থীদের হিফয, মক্তবকে হিসাবের বাইরে রাখবে, এটাও মানতে বেশ কষ্ট হয়। আমাদের ছেলে-মেয়েরা মক্তবে পড়বে, কুরআন মাজীদ হিফয করবে। অনুন্নত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বেশ বয়স করেই লেখাপড়া শুরু করবে। এই সবকিছু মাথায় রেখেই বয়স নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথা তা অবিচার হবে।

পাঠ্যপুস্তক সহজীকরণ : পাঠ্যপুস্তক কঠিন হওয়ার জন্য আমাদের অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা থেকে ঝরে যায়। শিক্ষা থেকে ঝরে যাওয়া মানেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে দেয়া বা প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাওয়া নয়। এটা বোঝার জন্য আসুন আমরা নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী গণনা শিখি। মনে করুন, তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী বই সংকলনের সময় এতটাই কঠিন হয়েছে যে, ক্লাসে ৩০ জন ছাত্রের মাঝে ১৫ জন কিছুই বুঝতে পারেনি। এক বছর পরে এরা সবাই চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে। এখন এই ক্লাসে কতজন ছাত্র বলুন তো! সর্বোচ্চ ২০ জন। কারণ তৃতীয়তে যে ইংরেজী বোঝেনি চতুর্থতেও সে বুঝবে না। এদের মাঝে অধিকাংশই ঝরে যাবে। খুবই অল্পসংখ্যক ছাত্র পরবর্তীতে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

তাহ'লে একটি বই কঠিন হওয়ার কারণে কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে না গিয়েও ১০ জন ছাত্র ঝরে গেল। অথচ আমরা শুধু যারা নাম কাটিয়ে চলে যায় শুধু তাদেরই ঝরে যাওয়ার তালিকায় হিসাব করি। যারা থেকেও হারিয়ে যায় আমরা তাদের মেধাহীন হিসাবে গণ্য করে রেখে দেই। প্রতিবছর আমাদের যে শিক্ষার্থীগুলো পড়ালেখা শেষ করছে তাদের মধ্য থেকে আমরা মাত্র শতকরা কয়েকজন কাজের লোক পাচ্ছি। কারণ বাকী অধিকাংশই শুধু অস্তিত্বে রয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বিভিন্নজন বিভিন্ন বছরে ঝরে গেছে। আমরা টেরও পাইনি।

পাঠ্যপুস্তক সংকলনে আমরা সর্বদা দুর্বলদের কথা মাথায় রাখব। সবলরা এমনিতেও অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। তাদের দিকে লক্ষ্য করে যদি পাঠ্যপুস্তক সংকলিত হয় তবে তা দুর্বলদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমরা আমাদের দুর্বল শিক্ষার্থীদের চাপে ফেলব না। তারা যেন নিরাশ হয়ে পড়ালেখা থেকে অমনোযোগী হয়ে না পড়ে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত যোগ্যদের আমরা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করব। অতিরিক্ত ক্লাস বা কোর্সের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূর্ণ করব। যেভাবেই হোক শতভাগ শিক্ষার্থীর মাঝে আমরা এই আত্মবিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখব যে, আমি পারি। শিক্ষার্থীরা যদি এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে তবে তারা নিজেদের ঘাটতিগুলো একসময় নিজেরাই পূরণ করতে পারবে। আর আমরা যদি পাঠ্যপুস্তক আরো সমৃদ্ধ করতে গিয়ে সিকিভাগ ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস মেরে ফেলি তবে তারা আর কোনদিনই মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে, আমরা পারি। তারা নিঃশব্দে ঝরে যাবে।

তাই শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকেই সবকিছু শেখানোর চেষ্টা করা ঠিক নয়। সবকিছু শেখার ধাপ রয়েছে। যদি বলি একটি রাস্তা ৫০ ধাপে শেষ হবে। তবে শুরুতেই একচল্লিশ বিয়াল্লিশ নম্বর ধাপ ফেলা যায় না। আবার প্রতিটি ধাপ ৫০ ভাগে ভাগ করে সবগুলোর প্রথম ভাগ একবারে ফেলা যায় না। ধারাবাহিকভাবে ধাপ ফেলে সামনে এগুলে কোন রাস্তাই কঠিন নয়। রাস্তাকে আমরাই কঠিন করেছি। কারণ আমরা ধারাবাহিকতা বুঝি না। আমরা মান বুঝি। আধিক্য বুঝি। ধারণক্ষমতার বাইরে যা কিছু ধারণ করা হয় কেবল ততটুকুই আমাদের আনন্দ দেয়। ততটুকুই আমাদের আলোচনায় আসে। ততটুকুই আমাদের উদ্দেশ্য হয়। এই ধারা থেকে বের হয়ে এসে যখন আমরা পাঠ্যবই সংকলন করব তখন তা আর শিক্ষার্থীদের কাছে ভারী হবে না ইনশাআল্লাহ।

নিম্নবিত্তদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ : আমাদের দেশে অধিকাংশ নিম্ন আয়ের মানুষ বসবাস করে। এমন দেশে যদি আমরা শিক্ষা নিয়ে কাজ করি তবে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি গুরুদায়িত্ব। অথচ সেদিকে

আমরা খুব কমই তাকিয়েছি। মানসম্মত শিক্ষায় আমাদের শিক্ষাবৃত্তি নেই বললেই চলে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি বড় একটা অনুদান পায় তবে সেটা দিয়ে হয়তো জমি কেনে, নয়তো ভবন বানায়। এই অনুদান দিয়ে দশজন নিম্নবিত্ত মেধাবী ছাত্রকে আমরা শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলব, একদিন এই দশজন দশটি প্রতিষ্ঠানের সমান হবে, এমন চিন্তা কেউ করে না। হয়তো তাদের এমন চিন্তা না করার পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে।

এই নিম্নবিত্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। অন্যথা আমরা নিজেদের দায়িত্বের স্থানে প্রশ্নের সম্মুখীন থেকে যাব। আমাদের মনে হয়, যার জন্য খাবার রান্না করা হয়েছে তার টেবিলে খাবার পরিবেশন করা কোন মহান কাজ নয়। যাদের জন্য কেউ খাবার তৈরি করেনি তাদের মুখে খাবার তুলে দেয়াই খিদমত। ধনীরা তাদের সন্তানের জন্য মানসম্মত শিক্ষক পেয়েই যাবে। এখন ধনীদের জন্যই যদি আমাদের পদক্ষেপগুলো সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তবে এটা কখনোই মহান কাজ। একটু শান্ত হয়ে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলেই বোঝা যাবে যে, আমরা কি করেছি এবং কি করা উচিৎ ছিল।

কষ্টের কথা হ'ল, আমরা অনেক শিক্ষানুরাগী দেখেছি, ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানদের নিয়ে যাদের ভাবনা সবচেয়ে বেশী। সবাই চায়, রাজধানীর বুকে প্রতিষ্ঠান হবে। আল্লাহ অনেক সামর্থ্য দেয়ার পরেও কেউ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে মানসম্মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে না। গরীব ছেলে-মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ কেউ করে দেয় না। হ্যাঁ লেখায়, কথায় অনেক কিছুই থাকে। তবে সেই সুবিধা সবার কপালে জোটে না। তাই লেখায় বা কথায় নয়, আমরা চাই, বাস্তবেই কিছু শিক্ষানুরাগী বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের জন্য উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করুক। সেসমস্ত অঞ্চল থেকেও দ্বীনের যোগ্য খাদেম তৈরী হোক। আল্লাহ আমাদের সেই শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন-আমীন!

শিক্ষাখাত আয়ের উৎস নয় : শিক্ষা হ'ল সেবা। আর সেবা কখনো সুখের জন্য করা হয় না। সেবা করতে গেলে কষ্ট হয়। সেবা করতে গেলে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয়। দুঃখজনক যে, শিক্ষা-সেবা যেন এখন রাজনৈতিক সেবার মত হয়ে গেছে। আমরা এখন এমন সেবা করি যে সেবাতে আমাদের গাড়ী-বাড়ী হয়ে যায়। আমরা হয়তো কখনোই এই হিসাব করার সুযোগ পাই না যে, শিক্ষাকে আমরা কতটা সহজ করতে পেরেছি। আমাদের মাধ্যমে কতজন উপকৃত হ'ল। আমরা এটাই হিসাব করি যে, শিক্ষাবর্ষ শেষে আমাদের কত টাকা লাভ হ'ল, কত টাকা ক্ষতি হ'ল। কিভাবে কাজ করলে আমরা শিক্ষাকে আরেকটু সহজ করতে পারব, এই চিন্তা আমাদের নেই। বরং কিভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে আরো টাকা উপার্জন করা যাবে সেই চিন্তায় আমরা বিভোর। পরকালে প্রতিদানের আশা তো এখানে দূর কী বাত!

দেখুন! সবকিছুরই একটা ক্ষতিকর প্রভাব আছে। আজ আমরা যে পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করে যাচ্ছি আমাদের বংশধররা একদিন তার ফল ভোগ করবে। আমরা হয়তো মনে করছি, আমরা শিক্ষিত হয়ে গেছি, আমাদের যাত্রা শেষ। আমরা এখন কর্ণধার। এখন যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে আসবে তাদের ওপরে যত কঠিন করা যায়। মনে রাখতে হবে, এই চিন্তাধারার ফলাফল আমাদের উত্তরসূরীরাই ভোগ করবে। আজ আমাদের হাতে ক্ষমতা আছে বলেই আমরা সিস্টেমকে যাঁতাকলের মত করে তৈরি করছি। এই যাঁতাকলে একদিন আমাদের বংশধররাই পিষ্ট হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এজন্য আমাদের সেবার মানসিকতা রাখতে হবে। একজন শিক্ষানুরাগীর চিন্তাধারাই হবে, যত কম নিয়ে যত বেশী দেয়া যায়। কারণ এটা সেবা, এটা খিদমত। এখানে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আমাদের কত টাকা লাভ থাকল তা কখনো হিসাব করা যাবে না। অমুকে শিক্ষা-সেবায় এসে কোটিপতি হয়ে গেছে, আমার কি হ'ল। এই হিসাব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। কোন বস্তু কেনার নিয়ম করে সেটা আবার প্রতিষ্ঠান থেকে বিক্রি করে শিক্ষার্থীদের সেখান থেকে কেনার জন্য বলা যাবে না। প্রাইভেট বা কোচিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য চাপ দেয়া যাবে না। শিক্ষকগণ যদি যোগ্য হন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে যদি যোগ্যতা অর্জনের ক্ষুধা থাকে তবে তারাই শিক্ষকদের পেছনে ঘুরবে। সিন্ডিকেট তৈরি করার দরকার হবে না। সর্বোপরি শিক্ষক এবং পরিচালকগণ যদি সেবার মানসিকতা রাখেন তবে শিক্ষা আপনাআপনিই সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি অনুরোধ : নিয়ম-কানূন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহজ করুন। কারণ নিয়ম কঠিন করা বা যে কোন নিয়মের বাস্তবায়ন কঠিন করা একধরনের মানসিক নির্যাতন। একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলি। আমি এক প্রতিষ্ঠানে হিফয শুনানী দিয়েছি। সেখানে নিয়ম ছিল, সকলকে ছালাতের সময় সাদা পাগড়ী পরিধান করতে হবে। এই নিয়ম হঠাৎই চালু করার পরে শিক্ষকগণ নিয়ম বাস্তবায়নে বেশ কঠোরতা শুরু করেন। প্রতি ছালাতের পরে ছাত্রদের হেনস্তা করা শুরু করেন। যাদের পাগড়ী নেই তাদের কাউকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। আবার কাউকে ভিন্ন অপমানজনক শাস্তি দেন।

আব্বুকে ফোন করে জানালে তিনি বললেন, যেতে তিন চারদিন দেরী হবে। তখন বিকাশ বা নগদের যুগ ছিল না। টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল না। এদিকে যখন ছালাতের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসত তখন মনে হ'ত কোথাও পালিয়ে যাই। ছালাত শেষে মনে হ'ত মাটি ফেটে গেলে আমি সেখানে ঢুকে যাব। কারণ কান ধরার অভ্যাস আমার ছিল না। তখন শীতকাল। রাতে শুয়ে হঠাৎই মনে হ'ল, আমার লেপের কভার তো সাদা। এটা কেটে যদি মাথায় বাঁধি তাও তো কানে ধরা থেকে বাঁচা যাব। আমি তাই করেছিলাম। পরে দায়িত্বশীল শিক্ষক আমার এই কর্মকাণ্ড জানতে পেরে আমাকে কয়েকদিন ফুরছত দিয়েছিলেন।

সুতরাং অপারগ না হ'লে শিক্ষার্থীদের প্রেশার দেওয়া উচিত নয়। ইচ্ছা করে তাদেরকে ঝামেলায় ফেলবেন না। দরখাস্ত হাতে দিনের পরে দিন, টেবিলের পরে টেবিল ঘোরানো ঠিক নয়। ছাত্রদের বহিষ্কার না করে পরিচর্যায় রাখুন। পরিচর্যায় যদি থাকতে না পারে তবে সে নিজে থেকেই চলে যাবে। নূন থেকে চুন খসলেই জরিমানা করা ঠিক নয়। কারণ এতে শিক্ষার্থীর সাজা অভিভাবককে ভোগ করতে হয়। যে দোষগুলো অভিভাবকের অবহেলায় হয়ে থাকে সেগুলো ভিন্ন বিষয়। তবে আমরা তো কখনো শিক্ষকের অবহেলায় ঘটিত অপরাধেও শিক্ষার্থীদের জরিমানা হ'তে দেখি। এগুলো আমাদেরকে বেশ কষ্ট দেয়। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীরা কখনো যিম্মী নয়। তারা মুক্ত, তারা স্বাধীন। তারা মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশে উড়বে। তারা অলির মত ফুল থেকে ফুলে ঘুরবে। তাদের ডানা কেটে দেয়ার অধিকার আমাদের নেই।

রামাযানে ছায়েমদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরামর্শ

*-ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ**

রামাযানে ছিয়াম পালনে নিহিত রয়েছে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন। ছিয়ামে শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া 'অটোফ্যাজি'র মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্যান্সার প্রতিরোধ, মস্তিষ্ক ও হার্টের কার্যক্ষমতার উন্নতি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, শরীরের চর্বি, পেটের সমস্যা এবং ফ্যাটি লিভারসহ বেশ কিছু রোগে উপকার পাওয়া সম্ভব। রামাযানের পবিত্রতা বজায় রেখে সারাদিন সতেয ও সবল থাকতে এবং নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসাবিষয়ক কিছু পরামর্শ নিম্নে প্রদান করা হ'ল।-

১. পর্যাপ্ত পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যাভ্যাস : সারাদিনে সবল ও কর্মোদ্দীপ্ত থাকতে ইফতার ও সাহারীতে বিশেষভাবে উপকারী খাবার সাধ্যমতো গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে হবে।

(ক) গ্রহণীয় খাবার : ইফতার ও সাহারীতে ৩-৪টি খেজুর, ১-২টি ডিম, ১-২ মুঠো বাদাম (ইফতারীতে চিনাবাদাম, কাজুবাদাম অথবা কাঠবাদাম রাখা উচিত), ৩-৪ চামচ ছোলা, ২-৩টি কলা। ইফতারীতে লেবুর শরবতে চিনির পরিবর্তে মধু বেশী উপকারী। বিভিন্ন রসালো ফল যেমন- কমলা, মাল্টা, বেদানা, শসা অথবা তরমুজ খাওয়া ভালো।

(খ) বর্জনীয় খাবার : তেলে ভাজা বিভিন্ন আইটেম যেমন- পেঁয়াজু, বিভিন্ন চপ, জিলাপি, বুন্দিয়া ও চিপস তেলে ভাজা এবং চিনিসমৃদ্ধ হওয়ায় তা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর। তাই এ খাবার গুলো সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে।

২. পর্যাপ্ত পানি পান : প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য গড়ে কমপক্ষে ৯-১০ গ্লাস পানি পান সারাদিন শরীরকে সুস্থ ও সতেয রাখতে সহায়ক। পর্যাপ্ত পানি পান নিশ্চিত হ'লে পিপাসা, শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি, অবসাদ ও কোষ্ঠকাঠিন্যসহ বিভিন্ন সমস্যার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে। তবে সাহারী ও ইফতারে একেবারে খুব বেশী পানি পান করা যাবে না। বরং ইফতারের কিছু সময় পর থেকে তারাবীর ছালাতের মাঝে মাঝে এবং সাহারীতে খালিপেটে হিসাবমতো পানি পান করতে পারেন।

৩. পেটের সমস্যা ও গ্যাস্ট্রিক কমাতে : (ক) একজন সুস্থ ব্যক্তির ইফতারের প্লেট থেকে ভাজাপোড়া সরানো কঠিন। তাই যতটা সম্ভব স্বাস্থ্যকর উপায়ে ঘরে তৈরি হালকা তেল ও মশলা দিয়ে ১-২টা আইটেম স্বল্প পরিমাণে খাওয়া। (ঘ) যেহেতু তেলের অংশটা বেশী ক্ষতিকর তাই সেটা টিস্যুর মাধ্যমে শুষে নিয়ে আলাদা করা উচিত। (চ) বাইরের অধিকাংশ খাবার কয়েকদিনে ব্যবহৃত একই তেল দিয়ে ভাজা হয়, যা মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই তা বর্জন করা। (জ) তাড়াহুড়া করে একবারে ভরপেটে বেশী খাওয়া অবশ্যই বর্জনীয়।

৪. খাদ্যগ্রহণ বিষয়ে পরামর্শ : সারাদিন পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য ঠিক রাখতে এবং স্বস্তির সাথে ইবাদত করতে সুবিধামতো খাদ্যগ্রহণ যরূরী। ইফতারীতে কম খেয়ে রাতের খাবার ৭-৮-টার মাঝে খেয়ে নিতে পারেন। আর তারাবীহর ছালাতের পরে খেলেও খাওয়ার পরপরই না ঘুমানো কর্তব্য। বরং ঘুমানোর আগে কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করা উচিত। এতে পরিপাকতন্ত্রে ও ঘুমে উপকার হবে এবং সাহারীতে পর্যাপ্ত খেতে সুবিধা হবে।

৫. শরীরকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে : পর্যাপ্ত পুষ্টিকর সুষম খাবার ও পানিপানের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুম যরূরী। সেই সাথে বিষণ্ণতা ও চাপমুক্ত হয়ে মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। কারণ বিষণ্ণতা ও টেনশন শরীরকে দুর্বল এবং অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। এক্ষেত্রে কুরআন তেলাওয়াত করা-শোনা এবং দো'আ, যিকির-আযকার করা খুব উপকারী। আর মাঝে মাঝে লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের অভ্যাস করা প্রয়োজন। এতে শরীরের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

৬. স্বাস্থ্যকর ঘুমের সময়সীমা : ইফতারের পরে সাহরীর আগে রাতে ঘুমানোর জন্য কমপক্ষে ৫-৬ ঘণ্টা সময় রাখা যরূরী। এছাড়াও সাহরীর পরে আরও ২-৩ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। সারাদিনে সময়-সুযোগ হ'লে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে পারেন। তবে অপ্রয়োজনে বেশী সময় শুয়ে থাকা বা ঘুমানোর প্রয়োজন নেই।

৭. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সতর্কতা : রাতে গ্রহণকৃত ওষুধ বা ইনসুলিন সাহারীতে এবং সকালের ওষুধ ইফতারীর সময় নিতে হবে। ডোজ ডায়াবেটিস-এর মাত্রা অনুসারে সঠিকভাবে এডজাস্ট করতে হবে। আর ডায়াবেটিস বেশী উঠানামা করলে সাহরীর ২ ঘণ্টা পরে, দুপুরে এবং ইফতারীর ঘণ্টাখানেক আগে ব্লাডসুগার চেক করতে পারেন। বিশেষ করে হাইপোগ্লাইসেমিয়া ইতিপূর্বে হয়ে থাকলে বা লিভার/কিডনী রোগ থাকলে সকলকে লক্ষণ বিষয়ে আরও সতর্ক হ'তে হবে। যেমন : হাত কাঁপা, বুক ধড়ফড় করা, শরীর ঘামা, কথা জড়িয়ে যাওয়া, অচেতন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যেকোন সময় ব্লাডসুগার ৩.৯-এর চেয়ে কমে গেলে ছিয়াম ভেঙে ফেলতে হবে।

৮. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ : যাদের দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে এবং যাদের নিয়মিত ওষুধের প্রয়োজন, তারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দেওয়া চিকিৎসা ও পরামর্শ যথাযথ ফলো করুন। যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের সমস্যা, বাতব্যথা, লিভার বা কিডনি সমস্যা ও পেটের সমস্যা থাকলে রামাযানে সেগুলো কি মাত্রায় বা কিভাবে গ্রহণ করবেন এবং ছিয়াম রাখতে কি কি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন সে বিষয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে বুঝে নিন। ওষুধের ডোজ এডজাস্ট ও সময় ঠিক করে নিতে হবে।

৯. ওষুধ সেবন ও ব্যথার সমস্যা : বমি বা গ্যাসের ওষুধসহ কিছু মেডিসিন খালিপেটে খেতে হ'লে ইফতারের শুরুতে একটু পানি খেয়ে এগুলো খাওয়া উচিত। রাত জাগলে, পানি কম পান করলে মাথাব্যথা হ'তে পারে। তাই অনর্থক বেশী রাত জাগা যাবে না এবং পর্যাপ্ত পানিপান করতে হবে। সর্বদা চিন্তামুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে। অতিরিক্ত আলো ও শব্দদূষণ থেকে দূরে থাকতে হবে। হঠাৎ করে মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা উঠলে ছিয়াম অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যথানাশক সাপোজিটরি ব্যবহার করা যেতে পারে *(শাইখ ছালেহ ইবনে উছায়মীন, আব-শারহুল মুমতে ৬/৩৮১)*।

১০. যেসব বিষয়ে ছিয়ামের কোন ক্ষতি নেই : চোখ, কান, নাকের ড্রপ (যাতে গলার ভেতর না চলে যায়), ইনসুলিন, সাপোজিটরি, জিহ্বার নীচে নেওয়া ওষুধ/স্প্রে, ইনহেলার, অক্সিজেন নেওয়ায় সমস্যা নেই। তবে নেবুলাইজেশন মেশিনের মাধ্যমে নিলে সমস্যা হবে। আর এন্ডোস্কপি, ইনজেকশন/টিকা নিলে, পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করলে, যরূরী রক্তদান, টেস্টের জন্য রক্ত দেওয়া, লালারস/কফ গিলে ফেললে, অনিচ্ছায় বমি করলেও ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

উপসংহার : অসংযত জীবনাচার ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস পরিহার করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সুশৃঙ্খল জীবনযাপউন করলে রামাযান আমাদের জন্য প্রকৃত অর্থেই রহমত ও প্রশান্তির বার্তা বয়ে আনবে। অতিভোজন ও ভাজাপোড়া খাবার বর্জন করে পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যসচেতনতা আমাদের ইবাদতে আরও বেশী প্রশান্তি আনতে পারে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুস্থতার সাথে রামাযানের ছিয়াম পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

*মেডিকেল অফিসার, (অনা.) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ক্ষমতার দম্ভে অবরুদ্ধ মানবতা : মুসলিম বিশ্বের করণীয়

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

যুদ্ধ, সংঘাত, ক্ষমতাচ্যুতি, বাস্তুচ্যুতি, বুভুক্ষু মানবতার করুণ আর্তনাদ ও চরম অস্থিরতার মধ্যদিয়ে আরো একটি বছর অতিক্রান্ত করল বিশ্ব। পূর্বদিগন্তে উদিত হ'ল ২০২৬-এর রক্তিম সূর্য। বিশ্ববাসী আশায় বুক বেঁধেছিল নতুন বছরে একটি শান্তিময় স্থিতিশীল বিশ্বের। কিন্তু বছরের শুরুতেই সকল প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুলুমবাজ পররাষ্ট্রনীতির কারণে বিশ্ব পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। লাতিন আমেরিকার স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া, ইরানে সহিংসতা উস্কে দেওয়া ও ক্রমাগত হুমকি প্রদান এবং গ্রীনল্যাণ্ড দখলে ট্রাম্পের মুহুর্মুহু হুমকি বিশ্ব পরিস্থিতিকে আরো বিপজ্জনক পর্যায়ে ঠেলে দেয়। ক্ষমতার দম্ভে ইনছাফ, ন্যায়নীতি ও মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত ও অবরুদ্ধ। আলোচ্য নিবন্ধে সাম্প্রতিক এই বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

(১) ৩রা জানুয়ারী শনিবার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে এক ভয়াবহ সামরিক অভিযান চালিয়ে বিশ্বের ২০ শতাংশ তেল রপ্তানীকারক দেশ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে সন্ত্রাসী কায়দায় গ্রেফতার করে আমেরিকায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৫০টি যুদ্ধবিমান দিয় এই হামলা চালানো হয়। এতে ১০০ জনের মত মানুষ মারা যায়। প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তার স্ত্রীকে নিউইয়র্ক সিটির ফেডারেল কারাগারে বন্দি রাখা হয়। অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে মাদক সরবরাহের একেবারে ঠুনকো অভিযোগ এনে আদালতে তোলা হয়।

এ ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসের একটি নযীরবিহীন সন্ত্রাসী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অপহরণ। কোন রাষ্ট্রের অধিকার নেই ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে তুলে এনে নিজ দেশের আদালতে বিচার করার। জাতিসংঘ সনদ বা কোন আন্তর্জাতিক আইন এটা অনুমোদন করে না। এতে একদিকে যেমন বড় ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর ভয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে, অপরদিকে এ ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করে অনেক দাম্ভিক রাষ্ট্রপ্রধান এই পথে হাঁটার অপচেষ্টা চালাবে। তখন মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর আর কিছুই করার থাকবে না। কারণ সে নিজেও একই অপরাধে অপরাধী।

মূলত ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট। সেকারণ মাদুরোকে আটক করে সে দেশের তেল সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় ওয়াশিংটন। ইতিমধ্যে তেল বিক্রিও শুরু করেছে আমেরিকা এবং প্রথম দফায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তেল বিক্রি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তেল বিক্রি অব্যাহত থাকবে মর্মে জানিয়েছেন মার্কিন প্রশাসন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে অভিযোগ কতটা হাস্যকর, আর উদ্দেশ্য কতটা সুদূরপ্রসারী।

(২) এক রক্তক্ষয়ী সহিংসতার মধ্য দিয়ে নতুন বছর শুরু করে ইরান। অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে গত ২৮শে ডিসেম্বর ব্যবসায়ীদের ডাকে প্রথমে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু হ'লেও পরে তা সরকার পতনের সহিংস আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকারের পক্ষ থেকেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মাত্র তিন সপ্তাহের সহিংসতায় হাযার হাযার মানুষ নিহত হয়। 'হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি'র (এইচআর এএনএ) তথ্য মতে এযাবত ৪ হাযার ২৯ জন নিহত, ৫ হাযার ৮শ'র অধিক মানুষ আহত এবং ২৬ হাযারের বেশী মানুষ গ্রেফতার হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এখানেও তার স্বভাবসুলভ হস্তক্ষেপ করে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরান সরকারের বিরুদ্ধে তার কঠোর অবস্থান ঘোষণা করে। ইরানে আগ্রাসন চালানোর হুমকি দেয় এবং বিক্ষুব্ধ জনতাকে সহিংসতায় উস্কে দেয়। পাল্টা ইরানের পক্ষ থেকেও 'শক্ত প্রতিরোধে'র হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়।

ইরান অভিযোগ করে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈল 'সশস্ত্র দাঙ্গাকারীদের' পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এমনকি সহিংসতার জন্য অর্থও দেওয়া হচ্ছে। কাউকে হত্যার জন্য ৫০ কোটি তুমান[১] (তিন হাযার তিনশ' ডলার), গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ২০ কোটি তুমান (এক হাযার তিনশ' ডলার) দেওয়া হচ্ছে। 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন' নামক নতুন একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যুদ্ধজাহাযও উপসাগরীয় অঞ্চলে পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন। গেল বছরে ইস্রাঈল-ইরান যুদ্ধেও অন্ত রালে কলকাঠি নেড়েছিল যুক্তরাষ্ট্রই।

উল্লেখ্য, ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরি সম্পর্ক নতুন নয়। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর ক্ষমতাচ্যুত মুহাম্মাদ রেযা শাহ পাহলভী আমেরিকাতে নির্বাসিত হন। সেই থেকে চলছে ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক অবরোধ। কখনো কঠোর, কখনো মাঝারী পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেশটির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার হেন চেষ্টা নেই যা করা হয়নি। সর্বশেষ গত ১৫ই জানুয়ারী দেশটির বিরুদ্ধে নতুন করে আরো বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

তবে আশার কথা হচ্ছে ইরানের বিরুদ্ধে এবারের আস্ফালনে আরব রাষ্ট্রগুলোকে সাথে পায়নি যুক্তরাষ্ট্র। তুরস্ক সাফ বলে দিয়েছে, ইরানে যেকোন ধরনের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তুরস্ক। এতদিন আরব রাষ্ট্রগুলো ইরানকে অত্রাঞ্চলের জন্য হুমকি মনে করত। আর এ কারণেই আরব রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান

---

১. *'তুমান' (Toman) ইরানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মুদ্রা। ইরানের সরকারী মুদ্রা হ'ল 'রিয়াল'। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মানুষ প্রায় সবাই 'তুমান' ব্যবহার করে হিসাব করে। ১ তুমান=১০ রিয়াল।*

ইরানের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ইস্যুতে আরব রাষ্ট্রগুলোও চায় না যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা করুক। কারণ দীর্ঘ ২৭ মাস যাবত আরব নেতারা অত্রাঞ্চল জুড়ে ইস্রাঈলের তাণ্ডব পর্যবেক্ষণ করেছে। গাযাকে এরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী ৬ কোটি টন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে গাযা, যা অপসারণ করতে সময় লাগবে সাত বছর। হাযার হাযার নারী-শিশু ও বেসামরিক নাগরিককে চরম নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করেছে। এরা 'বৃহত্তর ইস্রাঈল' প্রকল্পের অনুসরণে ইরাকের ফোরাত নদী থেকে মিসরের নীল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল দখলে নিতে চাইছে। সঙ্গত কারণেই আরব নেতাদের হুঁশ ফিরেছে।

(৩) নতুন বছরের শুরুতে বিশ্বরাজনীতিকে যে কয়েকটি বিষয় অস্থীতিশীল করে তুলেছে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গ্রীনল্যাণ্ড দখলের হুমকি অন্যতম। যুক্তরাষ্ট প্রয়োজনে গ্রীনল্যাণ্ড ক্রয় করে নেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট কেন গ্রীনল্যাণ্ডের প্রতি এতটা আগ্রহী? এর কারণ হচ্ছে, গ্রীনল্যাণ্ড ভৌগলিকভাবে উত্তর আমেরিকা (North America) মহাদেশের অংশ। তবে রাজনৈতিকভাবে এটি ডেনমার্কের একটি স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ড (Autonomous territory)। আর ডেনমার্ক ন্যাটোর সদস্যভুক্ত একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র। গ্রীনল্যাণ্ড উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মাঝে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এর ৮০ ভাগই বরফে ঢাকা। আয়তন জার্মানির প্রায় ছয় গুণ। জনসংখ্যা মাত্র ৫৬-৫৭ হাযার। ভৌগলিক ও রাজনৈতিক কারণে এই দ্বীপটির গুরুত্ব অনেক বেশী। এতে রয়েছে বিরল খনিজ সম্পদ। রয়েছে ইউরেনিয়াম, তেল ও গ্যাসের বিপুল সম্ভাবনা। বরফ গলে সমুদ্র পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। গ্রীনল্যাণ্ড উত্তর আমেরিকার একেবারে পাশে এবং ইউরোপের মাঝামাঝি হওয়ায় রাশিয়া বা অন্য কোন শক্তির ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হ'লে সবার আগে শনাক্ত করার আদর্শ জায়গা হ'ল গ্রীনল্যান্ড। এ কারণেই সেখানে আগে থেকেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটি করা হয়েছে। ভৌগলিক এই গুরুত্ব বিবেচনায় পৃথিবীর এই বৃহৎ দ্বীপটি নিজেদের করায়ত্তে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখে গ্রীনল্যাণ্ডের নিরাপত্তা জোরদার করতে ইতিমধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেনসহ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সেখানে সেনা মোতায়েন করেছে। খোদ আমেরিকাতেও গ্রীনল্যাণ্ড দখলের বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থানের বিরুদ্ধে জনমত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সংবাদমাধ্যম সিএনএনের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশটির ৭৫ শতাংশ নাগরিক গ্রীনল্যাণ্ড দখলের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গ্রীনল্যাণ্ড দখলের বিরোধিতাকারী ৮ মিত্র দেশের উপর নতুন করে ১০-২৫ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধির হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সবমিলিয়ে নতুন বছরের শুরুতে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।

(৪) নতুন বছরের আরেকটি শুভংকরের ফাঁকি হচ্ছে ট্রাম্পের 'বোর্ড অব পিস' বা শান্তি পরিষদ। গাযায় যুদ্ধবিরতি তদারকি করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ট্রাম্প প্রস্তাবিত এই শান্তি পরিষদ। গত ২২শে জানুয়ারী এই সনদে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। এই পর্ষদে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য হ'তে প্রতিটি দেশকে ১০০ কোটি ডলার দিতে হবে। ইতিমধ্যে ১৯টি দেশের নেতারা এতে স্বাক্ষর করলেও ইউরোপের বেশ কিছু প্রভাবশালী দেশসহ বহু দেশ ট্রাম্পের এই পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কেননা এই পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন ট্রাম্প নিজেই এবং তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সদস্য নির্বাচন ও বরখাস্তের মালিকও ট্রাম্প। তিনিই ঠিক করবেন বোর্ড কখন বসবে এবং কি নিয়ে আলোচনা হবে। এমনকি এককভাবে সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব জারী করার ক্ষমতাও তার। এই উদ্যোগ জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে নতুন কোন সমান্তরাল বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করবে কি-না তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুই ইনাসিও লুলা দা সিলভা 'নতুন জাতিসংঘ বানাতে চায় ট্রাম্প' বলে মন্তব্য করেছেন। মূলত 'বোর্ড অব পিস' শান্তিমঞ্চ নয়, 'সম্রাট' ট্রাম্পের দরবার।

মুসলিম বিশ্বের করণীয় : ১. ঐক্যবদ্ধ থাকা ও কূটনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা : বর্তমানে মুসলিম দেশগুলো বিভক্ত এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। সর্বাগ্রে প্রয়োজন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া। কেননা যে কোন অনৈক্যই ধ্বংস ডেকে আনে।

২. রাজনৈতিক জোট শক্তিশালী করা : ৫৭টি মুসলিম দেশ সমন্বিত সংগঠন 'ওআইসি' বর্তমানে কার্যত মরা লাশে পরিণত হয়েছে। একইভাবে আরব রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'আরবলীগের'ও একই দশা। এই সংস্থাগুলোকে যেকোন মূল্যে কার্যকর করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক যে কোন ইস্যুতে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক শক্তিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা : মহান আল্লাহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভূগর্ভে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন। তেল, গ্যাস, সোনা, ইউরেনিয়ামসহ বহু মূল্যবান সম্পদ মওজূদ রয়েছে মুসলমানদের কাছে। এই সম্পদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। বাণিজ্যিক চাপ প্রয়োগ ও প্রয়োজনে পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

৪. শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সামরিক সক্ষমতায় আত্মনির্ভরশীল হওয়া : মুসলমানদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরো অগ্রগামী হ'তে হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. মিডিয়া : মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব আন্তর্জাতিক শক্তিশালী মিডিয়া থাকতে হবে। যেন যেকোন ইস্যুতে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করা যায়।

মহান আল্লাহ ক্ষমতাগর্বী নেতাদের বুঝার তাওফীক দান করুন এবং বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নাযিল করুন-আমীন!!

জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ : একটি বিশ্লেষণ

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা : জানাযার ছালাত মূলত মৃত ব্যক্তির পরকালীন কল্যাণের জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে এক বিশেষ দো'আ। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যদিও জানাযার ছালাত পদ্ধতিগতভাবে অন্যান্য ফরয বা নফল ছালাত থেকে কিছুটা ভিন্ন, যাতে আযান, ইক্বামত, রুকূ, সিজদা বা তাশাহহুদ নেই। তথাপি শরী'আতের পরিভাষায় একে 'ছালাত' হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। যেকোন ছালাত কবুল হওয়ার জন্য যেমন সূরা ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য বা রুকন, ঠিক তেমনি জানাযার ছালাতেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা অন্যতম একটি রুকন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত যেমন সাধারণ ছালাত হয় না, তেমনি সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযার ছালাতও শুদ্ধ হবে না। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআন থেকে দলীল :

জানাযার ছালাত কেবল দো'আ নয় বরং এটি অন্যান্য ছালাতের মত ছালাত। আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، 'আর এদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনোই তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(তওবা ৯/৮৪)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জানাযাও ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে 'জানাযার ছালাতের সুন্নাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে' উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার ওপর 'ছালাত' আদায় করবে।'[১]...

তিনি আরও বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের সাথীর ওপর 'ছালাত' (জানাযা) আদায় করো'।[২] তিনি আরো বলেছিলেন, 'তোমরা নাজ্জাশীর ওপর 'ছালাত' আদায় করো'।[৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একে 'ছালাত' হিসাবে অভিহিত করেছেন অথচ এতে কোন রুকূ' বা সিজদা নেই এবং এতে কোন কথা বলা যায় না। এতে রয়েছে কেবল তাকবীর ও তাসলীম (সালাম)।

ইবনে ওমর (রাঃ) পবিত্রতা অর্জন (ওযূ) ছাড়া জানাযার ছালাত পড়তেন না...। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, 'আমি ছাহাবী ও তাবেঈদের দেখেছি, তাঁদের মতে জানাযার ছালাত পড়ানোর জন্য সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক হকদার, যাঁকে মানুষ তাদের ফরয ছালাত পড়ানোর জন্য পসন্দ করেন।[৪] উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযাম সকলে জানাযাকে ছালাত বলেই জানতেন।

ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল :

১. ত্বালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاس رضى الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ 'আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পেছনে একটি জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং (ছালাত শেষে) বললেন, 'যাতে তারা (উপস্থিত লোকেরা) জানতে পারে যে, এটি (সূরা ফাতিহা পাঠ) সুন্নাত'।[৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রা.) একটি জানাযার ছালাত আদায় করলেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। আমি (রাবী) এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই এটি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা'।[৬] নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পেছনে একটি জানাযার ছালাত আদায় করলাম। فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ، 'তিনি সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলেন যাতে আমাদের শোনানো যায়। যখন তিনি (ছালাত থেকে) অবসর হ'লেন, আমি তাঁর হাত ধরলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, (এটি) পাঠ করা সুন্নাত এবং হক বা ওয়াজিব।[৭]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম আল্লামা কাসত্বালানী (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি অর্থাৎ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। এটি শরী'আত প্রণেতার (রাসূল (ছাঃ)-এর) একটি পদ্ধতি। সুতরাং সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী নয়।[৮]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، 'এই হাদীছটি এবং এ অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীছসমূহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ছালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা শরী'আত সম্মত'।[৯]

২. আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ

১. মুসলিম হা/৯৪৫।
২. বুখারী হা/২২৮৯।
৩. বুখারী হা/৩৮৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৭।
৪. ছহীহ বুখারী ৫/২১৭।
৫. বুখারী হা/১৩৩৫।
৬. তিরমিযী হা/১০২৭, সনদ ছহীহ।
৭. নাসাঈ হা/১৯৮৭, সনদ ছহীহ।
৮. মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮০।
৯. নায়লুল আওতার ৪/৭৫।

مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ، ‘জানাযার ছালাতের সুন্নাত হ’ল প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা (উম্মুল কুরআন) নিঃশব্দে পাঠ করা, এরপর আরও তিনটি তাকবীর দেওয়া এবং শেষ তাকবীরের পর সালাম ফেরানো’।[১০]

৩. আবু উমামা ইবনে সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ‘জানাযার ছালাতের সুন্নাত হ’ল ইমাম তাকবীর (তাহরীমা) বলবেন, অতঃপর প্রথম তাকবীরের পর মনে মনে নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করবেন এবং পরবর্তী তাকবীরগুলোতে মৃত ব্যক্তির জন্য একনিষ্ঠভাবে দো‘আ করবেন। এসব (পরবর্তী) তাকবীরে অন্য কিছু (কুরআন) পাঠ করবেন না। অতঃপর মনে মনে নিঃশব্দে সালাম ফেরাবেন।[১১] উল্লেখ্য যে, এগুলো এমন ‘মাওকূফ’ হাদীছ (ছাহাবীর বাণী) যা বিধান বা মর্যাদার দিক থেকে ‘মারফূ’ হিসাবে গণ্য।[১২]

৪. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‘উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত হবে না’।[১৩]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম উছায়মীন (রহঃ) বলেন, أن صلاة الجنازة صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتدخل في عموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا صلى أحد على الجنازة و لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تصح، ولا تبرأ بها الذمة، ولا تقوم بما يجب قيامه جهة أخينا الميت من حق، ‘নিশ্চয়ই জানাযার ছালাত এমন একটি ছালাত, যা তাকবীরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। সুতরাং এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই সাধারণ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত হবে না’। অতএব যদি কেউ জানাযার ছালাত পড়ে কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করে, তবে সেই ছালাত শুদ্ধ (ছহীহ) হবে না। এর দ্বারা (ছালাত পড়ার) দায়িত্ব মুক্ত হবে না এবং আমাদের মৃত ভাইয়ের পক্ষ থেকে যে হক আদায় করা ওয়াজিব ছিল, তাও আদায় হবে না’।[১৪] শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ‘জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা সেভাবেই ছালাত পড় যেভাবে আমাকে ছালাত পড়তে দেখেছ’ এবং তিনি আরো বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করবেনা, তার ছালাত হবে না’।[১৫]

৫. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، ‘নবী করীম (ছাঃ) জানাযার ছালাতে মৃত ব্যক্তির ওপর চারটি তাকবীর দিয়েছেন এবং প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন’।[১৬]

৬. উম্মে শারীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন’।[১৭]

৭. আবূ আল-উরইয়ান আল-হাদ্দা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, صَلَّيْت خَلْفَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْت بِيَدِهِ فَقُلْت كَيْفَ صَنَعْت؟ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ‘আমি হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-এর পেছনে জানাযার ছালাত পড়েছি। ছালাত শেষ হ’লে আমি তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি (ছালাতে) কী করেছেন? তিনি বললেন, আমি জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছি’।[১৮]

এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, সাহল ইবনু হুনাইফসহ বহু ছাহাবী জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।[১৯] এমনকি আবুবকর ও ওমর (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে তাদের জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।[২০]

তাবেঈগণের আমল :

তাবেঈ ও তাবে‘ তাবেঈদের আমল থেকেও জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ শরী‘আতসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[২১]

২. মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আতা থেকে বর্ণিত, মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) এক জানাযার ছালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা ও একটি ছোট সূরা

---

১০. নাসাঈ হা/১৯৮৫, সনদ ছহীহ।
১১. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১০৮০; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩৪, সনদ ছহীহ।
১২. ফাৎহুল বারী ৯/৩০৬।
১৩. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪।
১৪. মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/১৩৩।
১৫. বুখারী হা/৬৩১।
১৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৯৫৮, ৭২০৮; মুসনাদুশ শাফেঈ ১/৩৫৮, সনদ যঈফ হ’লেও মর্ম ছহীহ।
১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৬; আদ-দুলাবী, আল-কুনা ওয়াল আসমা হা/১৪৫৭, সনদের ব্যাপারে সমালোচনা থাকলেও অনেকে হাসান বলেছেন); মুসনাদুশ শাফেঈ ১/৩৫৮, সনদ যঈফ হলেও মর্ম ছহীহ।
১৮. মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বা হা/১১৩৯৩, ১১৪৯৪।
১৯. মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বা হা/১১৩৯৪, ১১৩৯৫, ১১৩৯৯।
২০. মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বা হা/১১৪০৩।
২১. মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ হা/১১৪০৩।

পাঠ করলেন এবং উভয়টির পাঠ তিনি উচ্চৈঃস্বরে করলেন। ছালাত শেষ হ'লে তিনি বললেন, আমি এতটুকুও জানি যে, এ ছালাত (জানাযার ছালাত) নিঃশব্দ থাকা উচিত; বরং আমি শুধু তোমাদের শেখাতে চেয়েছি যে এ জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত রয়েছে।[২২]

৩. মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, জানাযার ছালাতে তিনি প্রথমে তাকবীর বলতেন, তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, এরপর নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতেন, তারপর একটি দো'আ উল্লেখ করেছেন।[২৩] হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, 'ইবনু আব্বাস, ওছমান ইবনে হুনাইফ এবং আবূ উসামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। এটি মক্কা, মদীনা ও বছরার বহু সংখ্যক ছাহাবী এবং তাবেঈনের মতও বটে। তাদের সবার অভিমত ছিল জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের পর একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করা।[২৪]

চার ইমামের অভিমত :

হানাফী মাযহাব : হানাফী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা মাকরূহ। তবে কেউ দো'আর নিয়তে পাঠ করলে তা জায়েয। হানাফী বিদ্বান ইমাম ত্বাহাবী এবং বদরুদ্দীন 'আইনী সূরা ফাতিহা পাঠের দলীলগুলো উপস্থাপন করার পর বলেন, যারা পাঠ করেছেন তারা দো'আ হিসাবে পাঠ করেছেন।[২৫] অথচ তাদের দাবীর পক্ষে কোন ছহীহ দলীল উপস্থাপন করতে পারেননি। মযহাবী সংকীর্ণতা মানুষকে সত্য গ্রহণে কিভাবে বাধা দেয় তা তাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী হকপন্থী হানাফী বিদ্বানগণ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে উত্তম বলেছেন। যেমন ছাহেবে মির'আত বলেন, 'হানাফী মাযহাবের পরবর্তী যুগের আলেম হাসান আশ-শুরুনবুলালী এ মাসআলাটি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা লিখেছেন, এতে তিনি প্রমাণসহ দেখিয়েছেন যে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না পড়ার চেয়ে উত্তম এবং এটি পাঠ করা মাকরূহ হওয়ার কোন দলীল নেই। এই মতকেই সমর্থন করেছেন হানাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুল হাই আল-লাক্ষ্ণৌভী।

মালেকী মাযহাব : মালেকী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে জানাযার ছালাতে সূরা পাঠ করা অপসন্দনীয়। তবে কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারে। তাদের মতের ব্যাপারে বলা হয়েছে- قراءة الفاتحة فيها مكروهة تنزيهاً، 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা মাকরূহে তানযীহী' (অপসন্দনীয়, তবে হারাম নয়)।

শাফেঈ মাযহাব : শাফেঈ মাযহাবের অভিমত হচ্ছে সূরা ফাতিহা অন্যান্য ফরয ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেরও অন্যতম রুকন। তাদের অভিমতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركانها، والأفضل قراءتها بعد التكبيرة الأولى، 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছালাতের একটি রুকন (অপরিহার্য স্তম্ভ)। সর্বোত্তম হ'ল প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করা'।

হাম্বলী মাযহাব : হাম্বলী মাযহাবের মতেও জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। তাদের অভিমত সম্পর্কে বলা হয়েছে, قراءة الفاتحة فيها ركن، ويجب أن تكون بعد التكبيرة الأولى، 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা রুকন এবং তা প্রথম তাকবীরের পরেই হওয়া আবশ্যক'।[২৬]

উপরোক্ত চারটি অভিমতের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল এবং প্রসিদ্ধ সালাফী বিদ্বানগণের অভিমতের আলোকে প্রমাণিত হ'ল যে, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

বিদ্বানগণের অভিমত :

নববী (রহঃ) বলেন, فَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَرْضٌ فِي صَلَاةِ الْجنَازَةِ بلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَهَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى 'সুতরাং আমাদের মতে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা বিনা মতভেদে ফরয। আর উত্তম হ'ল এটি প্রথম তাকবীরের পর পড়া'।[২৭]

ছাহেবে মির'আত বলেন, 'সঠিক ও সত্য মত হ'ল জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। যেমনটি ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক এবং অন্যান্য ইমামগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা তারা এ বিষয়ে একমত (ইজমা') হয়েছেন যে, এটি ছালাত। আর (অন্যান্য ছহীহ হাদীছে) এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাত নেই। সুতরাং জানাযার ছালাতও এই সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। একে (জানাযাকে) সেই নির্দেশের বাইরে রাখতে হ'লে দলীলের প্রয়োজন। এছাড়া এটি এমন ছালাত, যাতে ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াজিব। সুতরাং অন্যান্য ছালাতের মতোই এতে ক্বিরাআত (সূরা ফাতিহা পাঠ) ওয়াজিব হবে'।[২৮]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'জানাযার ছালাতে ফাতিহা রুকন। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার ছালাত নেই। এছাড়া জানাযার ছালাতও ছালাত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি কখনও তাদের জন্য জানাযার ছালাত পড়বে না যারা তাদের মধ্যে মারা গেছে' *(নিসা ৪/৪৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা এটিকে ছালাত বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) জানাযার ছালাতে স্বরবে সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যাতে তোমরা জানো যে, এটি সুন্নাত'।[২৯]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'এই হাদীছটি স্পষ্ট করে দেয় যে, জানাযার ছালাত রুকূ-সিজদাবিশিষ্ট সাধারণ ছালাতে

২২. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩৫২।*
২৩. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩৫২।*
২৪. *আল-ইস্তিযকার ৩/৪০।*
২৫. *বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ৮/১৪১।*
২৬. *মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮২।*
২৭. *আল-মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব ৫/২৩৩।*
২৮. *মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮১।*
২৯. *আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৩১৮।*

মতোই; এতেও সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে ছালাত নামে অভিহিত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ছালাতই হয় না'। সুতরাং জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। এ কারণেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীছে বর্ণিত জানাযায় উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করেছেন এবং বলেছেন, 'যাতে তোমরা জানতে পারো যে এটি সুন্নাহ'।[৩০]

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'সেই প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, হানাফী ফক্বীহগণ এই হাদীছটি গ্রহণ করেননি। অথচ হাদীছটি বিশুদ্ধ এবং এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাদের (হানাফী মাযহাবের) নিজস্ব পদ্ধতি ও মূলনীতি (উছূল) অনুযায়ীও এই হাদীছটি জানাযার ছালাতে সুন্নাত প্রমাণের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল!'[৩১]

জানাযার ছালাতের পদ্ধতি :

জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবে। পাঁচ থেকে নয় তাকবীর পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। তবে চার তাকবীরের হাদীছ সমূহ অধিকতর ছহীহ ও সংখ্যায় অধিক। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে। প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় 'ছানা' পড়বে না। আনাস, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। অতঃপর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি ছোট সূরা পড়বে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে ও দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করবে। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিবে ও জীবিত-মৃত সকলের মাগফিরাতের জন্য হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পড়বে। দো'আ পাঠ শেষে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবে। ডানে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে। জানাযার ছালাত নীরবে পড়া উত্তম। তবে সরবেও পড়া যায়। ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে এবং পরে দরূদ ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়বে। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়বে।

জানাযার ছালাতে সূরা পাঠের বিপক্ষে উপস্থাপিত দলীলসমূহ ও পর্যালোচনা :

অপরদিকে জানাযার ছালাতে সূরা পাঠ না করার পক্ষে কয়েকটি আছার পেশ করা হয়, যেগুলো দিয়ে দলীল গ্রহণ যৌক্তিক নয়। যেমন-

১. নাফে' (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত পাঠ করতেন না।[৩২] এর অর্থ হ'ল তিনি সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন না। যেমন আল্লাহ্র বাণী 'আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ইমামের তেলাওয়াতকালেও সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا-

২. মুসা ইবনে আলী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ছাহাবী ফাযালাহ ইবনে উবায়েদকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃত ব্যক্তির ওপর (জানাযার ছালাতে) কি কোন কিছু পাঠ করা হবে? তিনি উত্তরে বললেন, না'।[৩৩]

প্রথমত : এর অর্থ হ'ল তিনি সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন না। কারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করতেন না। দ্বিতীয়ত: রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও আমলের বিপরীতে কারো বক্তব্য থাকলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ-

৩. আবুল মিনহাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি তো মনে করতাম যে, সূরা ফাতিহা কেবল সেই ছালাতেই পাঠ করা হয় যাতে রুকূ ও সিজদা রয়েছে।[৩৪] এটিও আবুল আলিয়ার নিজস্ব বক্তব্য।

এছাড়াও ছাহাবী আবু হুরায়রা, তাবেঈ শাবেঈ, আত্বা, মুহাম্মাদ থেকে কিছু নিজস্ব বক্তব্য পাওয়া যায় যেগুলো ছহীহ বুখারী ও কুতুবুস সিত্তায় বর্ণিত ইবনু আব্বাস ও আবু উমামাহ এবং অন্যান্য ছাহাবীর আমল ও বক্তব্যের তুলনায় একেবারে দুর্বল। আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, এদের (আগের আলেমদের) কারো কাছ থেকে এমনটি প্রমাণিত নয় যে, তারা বলেছেন, 'জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। বরং হ্যাঁ, আমরা তো বলি, এতে (জানাযায়) কুরআনের কিছুই পড়া হবে না উম্মুল কুরআন ছাড়া। সুতরাং এদের সাথে সেই সমস্ত ছাহাবীদের কথার মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না যারা জানাযার ছালাতে কুরআন তেলাওয়াত করার কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস, মিসওয়ার, যাহহাক ইবনু কায়েস, আবু হুরায়রা, আবুদ্দারদা, ইবনু মাসঊদ এবং আনাস।[৩৫]

যুক্তিনির্ভর দলীল ও তার জওয়াব :

১. বিরোধীরা বলে জানাযার ছালাতে রাসূল (ছাঃ) দো'আ করার কথা বলেছেন।[৩৬] সুতরাং সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা তেলাওয়াত করার সুযোগ নেই।

৩০. *শরহুল বুখারী।*
৩১. *আহকামুল জানায়েয ১/১২০।*
৩২. *মুছান্নাফে ইবনু শায়বাহ হা/১১৪০৪।*
৩৩. *মুছান্নাফে ইবনু শায়বাহ হা/১১৪০৭।*
৩৪. *মুছান্নাফে ইবনু শায়বাহ হা/১১৪০৭।*
৩৫. *আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩৫২।*
৩৬. *আবূদাঊদ হা/৩১৯৯; মিশকাত হা/১৬৭৪।*

পর্যালোচনা : এর জওয়াবে হাফেয ইবনু হাযম (রহঃ) ও ছাহেবে তোহফা বলেন, এই দলীল আদতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাসূলের উক্তি فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল 'তোমরা তার জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করো'। এতে জানাযায় কুরআন তেলাওয়াত না করার কোন ইঙ্গিত নেই। ক্বাযী ইসমাঈল তাঁর 'কিতাবুছ-ছালাতি আ'লা নবী' গ্রন্থে আবূ উমামাহ আল বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'জানাযার ছালাতের সুন্নাহ হ'ল ইমাম সূরা ফাতিহা পড়বেন, তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবেন, তারপর মৃত ব্যক্তির জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করবেন যতক্ষণ না শেষ করেন। আর সূরা ফাতিহা একবারই পড়বেন, এরপর সালাম ফিরাবেন।[৩৭]

২. বিরোধীরা বলে, হয়তো ছাহাবী এবং তাদের পরবর্তীরা সূরা ফাতিহা দো'আ হিসাবে পাঠ করেছেন।

পর্যালোনা : এ যুক্তিটিও বাতিল। বরং এর জওয়াবে ইমাম ইবনু হাযম বলেন, هَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ ثَبَتَ عَنْهُمُ الْأَمْرُ بِقِرَاءَتِهَا، وَأَنَّهَا سُنَّتُهَا، 'এটি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ তাদের থেকে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দেওয়া এবং এটি যে সুন্নাত তা প্রমাণিত'। এরপর তিনি বলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, 'হয়তো তারা এটি (সূরা ফাতিহা) দো'আ হিসাবে পড়েছেন' তার এই কথাটি ডাহা মিথ্যা। আমরা জানি না কিসে তাদেরকে এটি (জানাযায় ফাতিহা পাঠ) উনিষেধ করতে উদ্বুদ্ধ করল, যার ফলে তারা এ ধরনের দুর্বল অযুহাতের মাধ্যমে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন? আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, তারা তো ক্বিয়াসের অনুসারী, অথচ তারা নিজেরাও মনে করেন যে এটি একটি ছালাত। তারা জানাযার জন্য তাকবীর, ক্বিবলামুখী হওয়া, পুরুষদের ইমামতি, পবিত্রতা এবং সালাম ফিরানোকে আবশ্যক করেন, কিন্তু কেবল ক্বিরাআত (সূরা পাঠ) বাদ দিয়ে দেন![৩৮]

৩. বিরোধীরা বলে, জানাযায় রুকূ'-'সিজদা, তাশাহহুদ যেমন রহিত হয়ে গেছে তেমনি ক্বিরাআতও রহিত হয়ে গেছে।

পর্যালোচনা : তাদের এই ক্বিয়াসও বাতিল। কারণ সূরা ফাতিহা পাঠের বিষয়টি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। হাফেয ইবনু হাযমসহ বিদ্বানগণ বলেন, এখন প্রশ্ন হ'ল কোন যুক্তিতে এই ক্বিয়াস (যে জানাযায় ফাতিহা পড়া যাবে না) বাধ্যতামূলক হয়ে গেল, অথচ ক্বিরাআতকে তাকবীর ও সালামের সাথে মিলিয়ে ক্বিয়াস করা হবে না? 'বরং যদি ক্বিয়াসকে সঠিক ধরা হয়ও, তাহ'লে ক্বিরাআতকে তাকবীর ও সালামের উপরে ক্বিয়াস করা আরও বেশী যৌক্তিক হবে। কারণ এগুলো সবই জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত যিকর; শরীরের কাজের (যেমন : রুকূ-সিজদা) উপর ক্বিরাআতকে ক্বিয়াস করার চেয়ে এটি অনেক বেশী উপযুক্ত। এরপর তিনি বলেন, কিন্তু এটাই তো তাদের ক্বিয়াস ও সুন্নাহ সম্পর্কে ধারণার বাস্তবতা! তারা সবসময় বলে, মদীনার আমলের বিরোধিতা করা উচিত নয়, অথচ এখানে আমরা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলাম মদীনার আলেমদের আমল, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, আবূ উমামাহ এবং যুহরী (রহঃ)-এর আমল ও বক্তব্য। তবুও তারা তাদের বিপরীত মত গ্রহণ করল'।[৩৯]

জানাযার ছালাতে ছানা পাঠ :

জানাযার ছালাতে ছানা পাঠের ব্যাপারে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। সেজন্য এই ছালাতকে হালকা করার জন্য ছানা পরিহার করবে। ইমাম নববী বলেন, وَأَمَّا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، واتفق الأصحاب على أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ 'আর (জানাযার ছালাতে) দো'আয়ে ইস্তিফতাহ (ছানা) পাঠ করার বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর অনুসারী আলেমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এটি বর্জন করা মুস্তাহাব।[৪০]

উছায়মীন বলেন, 'আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, এটি (ছানা পাঠ করা) মুস্তাহাব নয়। এর কারণ হিসাবে তারা বর্ণনা করেছেন যে, জানাযার ছালাতে মূল ভিত্তিই হ'ল সংক্ষিপ্ত করা। আর যেহেতু এই ছালাতে কাঠামোটি সংক্ষিপ্ত করার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এতে কোন ছানা পাঠ করার প্রয়োজন নেই'।[৪১]

উপসংহার :

জানাযা ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক। এটা ছাড়া জানাযার ছালাত হবে না। পক্ষান্তরে ছানা পড়ার কোন দলীল নেই। সুতরাং জানাযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য হাদীছ মোতাবেক আমল করা যরূরী।

---

৩৭. *আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩৫২; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৯৪।*
৩৮. *আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩৫৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৯৪।*
৩৯. *আল-মুহাল্লা বিল আছার ৩/৩৫৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৯৫।*
৪০. *আল-মাজমূ' ৫/২৩৪।*
৪১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১১৯।*

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী
ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ
এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার বইসমূহ ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া মধু, কালোজিরা তেল, আতর, সুর্মা, টুপি, জায়নামায ইত্যাদি পাওয়া যায়।
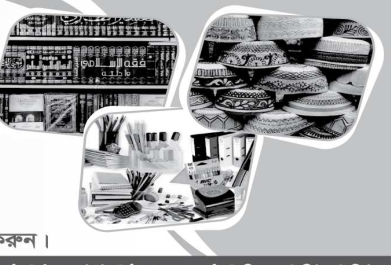
বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।
ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

নিঃস্বের আর্তনাদ ও এলাহী সাহায্য মূসা (আঃ)-এর ঐতিহাসিক দো'আ

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীদের জীবনী থেকে প্রাপ্ত দো'আগুলো কেবল ইতিহাসের অংশ নয় বরং এগুলো মুমিন জীবনের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তের চূড়ান্ত সমাধান। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহ্র নেককার বন্দারা বিপদে আপদে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে নিবেদন পেশ করতেন। এমনই একটি শক্তিশালী ও কবুলযোগ্য দো'আ হ'ল- *'রাব্বি ইন্নি লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাক্বীর'*। যখন বিপদমুক্তির সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়, চারদিকে কেবল হতাশা আর শূন্যতা বিরাজ করে তখন এই দো'আটি আল্লাহ্র রহমতের দরজা খোলার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে হযরত মূসা (আঃ)-এর এই ঐতিহাসিক দো'আটির প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব এবং আমল সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

পরিচিতি : সূরা ক্বাছাছ-এর ২৪নং আয়াতে এই দো'আটি বর্ণিত হয়েছে। যেখানে হযরত মূসা (আঃ) বলেছেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ–

'রব্বি ইন্নী লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাক্বীর'।

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে কল্যাণই নাযিল করো না কেন, আমি তার মুখাপেক্ষী' *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : এই দো'আটির গভীরতা বুঝতে হ'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের সেই কঠিন সময়ে, যখন ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে লালিত-পালিত মূসা (আঃ) এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে মিসর ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। সাথে ছিল না কোন খাবার, বাহন বা সঙ্গী। এমতাবস্থায় তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মাদায়েন শহরে পৌঁছেন। মাদায়েন পৌঁছে তিনি দেখলেন একটি কূয়ার পাশে মানুষ পশুদের পানি পান করাচ্ছে। ভিড়ের পিছনে দু'টি মেয়ে তাদের পশুদের আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লান্ত শরীরেও মূসা (আঃ) তাদের সাহায্য করলেন এবং পশুদের পানি পান করালেন। এরপর তিনি ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তখন তাঁর অবস্থা ছিল এমন যে মাথার ওপর আশ্রয় নেই, পেটে খাবার নেই, পকেটে অর্থ নেই, নিজ দেশে ফেরার কোন উপায় নেই এবং অচেনা শহরে পরিচিত কোন মানুষও নেই। ঠিক এই চরম অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় তিনি গাছের ছায়ায় বসে মহান প্রতিপালকের কাছে আকুল ফরিয়াদ জানিয়ে উক্ত দো'আটি পাঠ করেন।

তাৎপর্য ও শিক্ষা : মূসা (আঃ)-এর এই দো'আটি মহান আল্লাহ্র উপর নিরঙ্কুশ আস্থা, আদব ও বিনয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মূসা (আঃ) বলেননি, হে আল্লাহ! আমাকে খাবার দিন, আবাসন দিন অথবা আমাকে নিরাপত্তা দিন। তিনি নির্দিষ্ট করে কোন কিছুই চাননি। কেননা এসময় তার কি প্রয়োজন সেটা তার প্রভুই সর্বাধিক অবগত। তাই তিনি সিদ্ধান্তের ভার আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং নিজেকে আল্লাহ্র দয়ার ভিখারী হিসাবে পেশ করে বলেছিলেন, আপনি আমার জন্য যে কল্যাণই বরাদ্দ করবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, আল্লাহ্র উপরে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকেন।

দো'আর ফলাফল : এই দো'আটি পড়ার পর আল্লাহ্র সাহায্য কত দ্রুত এসেছিল তা কুরআনের পরের আয়াতগুলোতেই বর্ণিত আছে। এই দো'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে একইসাথে তিনটি বড় নে'মত দান করেছিলেন (১) আশ্রয় ও জীবিকা : শোয়াইব (আঃ) তাকে নিরাপদ আশ্রয় এবং ৮-১০ বছরের জন্য নিশ্চিত চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। (২) জীবনসঙ্গী : সেই দু'টি মেয়ের মধ্যে একজনকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। (৩) নিরাপত্তা : তিনি ফেরাউনের ভয় থেকে মুক্ত হ'লেন। অর্থাৎ তিনি চাইলেন কেবল 'কল্যাণ'। আর আল্লাহ তাকে দিলেন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চাকরি ও স্ত্রী।

দো'আটি যখন পড়বেন : যেকোন কঠিন মুহূর্তে দো'আটি পাঠ করা যেতে পারে। এছাড়াও কারো যদি চাকরীর প্রয়োজন হয় বা আর্থিক সংকটে পতিত হন তাহ'লে এ দো'আটি পাঠ করতে পারেন। বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষ নেককার স্ত্রী বা স্বামী লাভের আশায় এই দো'আটি নিয়মিত পাঠ করতে পারেন। সর্বোপরি যখন মনে হবে পৃথিবীতে আপনার কেউ নেই, আপনজনরা পর হয়ে গেছে, আপনার একটা অবলম্বন প্রয়োজন তখন হৃদয়ের আকুতি নিয়ে এই দো'আটি পাঠ করলে অন্তরে প্রশান্তি পাবেন, হৃদয়ে আশার আলো খুঁজে পাবেন, গায়েবী মদদ নেমে আসবেই ইনশাআল্লাহ।

আমল করার নিয়ম : এই দো'আর জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বা সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি। তবে দো'আ কবুলের বিশেষ সময়গুলোতে এটি পাঠ করা উত্তম। যেমন ছালাতের সিজদায়, শেষ তাশাহুদে, সালাম ফিরানোর পর, তাহাজ্জুদ ছালাত বা ছালাতুল হাজতে। সর্বোপরি যেকোন সময় এটি পড়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলব দো'আটি আমাদেরকে শেখায় যে, নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব আল্লাহ্র কাছে প্রকাশ করার নামই ইবাদত। আমরা যখন নিজেদের ভিখারী মনে করে রাজাধিরাজ আল্লাহ্র দরবারে হাত পাতব, তখন তিনি আমাদের খালি হাতে ফেরাবেন না ইনশাআল্লাহ। তাই জীবনের কঠিন সময়গুলোতে হতাশ না হয়ে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে এই দো'আটি পড়ুন। তিনি আপনার জন্য এমন কল্যাণ নাযিল করবেন যা আপনি কল্পনাও করেননি।

শিশুদের ছিয়াম : কেন, কখন এবং কিভাবে অভ্যস্ত করবেন?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

রামাযান মাস রহমতের বারিধারা নিয়ে আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়। বড়দের পাশাপাশি আমাদের ছোট্ট সোনামণিদের মনেও এই পবিত্র মাসের আনন্দের ঢেউ লাগে। সাহারীর সময় ঘুম থেকে ওঠা, ইফতারের সময় সবার সাথে বসা এই দৃশ্যগুলো শিশুদের কোমল হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে। তবে অভিভাবক হিসাবে আমাদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে আমার আদরের সন্তানটিকে কখন থেকে ছিয়ামের অভ্যাস করাবো? এতে তার শারীরিক কোন ক্ষতি হবে না তো? তার কষ্ট হবে না তো? ইত্যাদি ভাবনা প্রায়শই আমাদের মনে ঘুরপাক খায়। আজকের প্রবন্ধে আমরা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে শিশুদের ছিয়ামে অভ্যস্ত করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

১. কেন শিশুদের ছিয়ামে অভ্যস্ত করবেন?

শৈশব হ'ল যে কোন অভ্যাসের বীজ বপনের উর্বর সময়। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে শিশুদের ওপর ছিয়াম ফরয নয় তবুও তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইবাদত হ'ল তিন ধরনের। (১) আত্মিক ইবাদত (২) দৈহিক ইবাদত ও (৩) আর্থিক ইবাদত। ছিয়ামের মাধ্যমে তিনটি ইবাদত একসাথে করা হয়। যা সম্ভব হয় কেবল আল্লাহভীতির মাধ্যমে। আর আল্লাহভীতি অর্জনই হ'ল ছিয়ামের মূল উদ্দেশ্য।[১] এছাড়াও এর মাধ্যমে অনেক ফায়েদা অর্জিত হয়। যেমন-

ক. ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি : ছোটবেলা থেকে ছিয়াম রাখলে ইবাদতের প্রতি ভীতি দূর হয়ে ভালোবাসা জন্মে। বড় হয়ে তখন ছিয়াম পালনকে আর বোঝা মনে হয় না। আমরা যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তখন এক ওয়াক্ত ছালাত কাযা হ'লে মনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ঠিক তেমনি শিশুকালেই ছিয়ামে অভ্যস্ত হ'লে বড় হয়ে এর প্রতি আপনা থেকেই ভালোবাসা জন্ম নিবে এটাই স্বাভাবিক।

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা : আত্মনিয়ন্ত্রণ হ'ল উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মাধ্যমে শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিপরীতে সঠিক পথে দৃঢ় থাকা সহজ হয়। আর ছিয়াম শিশুদের ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। পসন্দের খাবার সামনে থাকার পরও আল্লাহকে ভয় করে না খাওয়ার শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মযবূত ভিত্তি গড়ে দেয়। এছাড়া ছিয়াম অবস্থায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাগ, ঝগড়া, জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাসগুলো নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، 'যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, সে প্রকৃত বীর নয়। বরং প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে'।[২]

গ. গরীবের কষ্ট অনুভব : ছিয়াম রাখলে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার কষ্ট কেমন তা শিশুরা অনুভব করতে পারে। এই অনুভূতির মাধ্যমে সে বুঝতে পারে আশেপাশের গরীব, অসহায় বা রাস্তার ধারে পথশিশুরা কিভাবে ক্ষুধার মধ্যে দিনাতিপাত করে। আমি একদিন না খেয়েই এত দুর্বল বোধ করছি, তাহ'লে যাদের ঘরে প্রায় খাবার থাকে না তাদের কত কষ্ট হয়! আমার জন্য এই কষ্টটি ইফতার পর্যন্ত, কিন্তু গরীবদের জন্য এটি নিত্যদিনের সঙ্গী। এভাবে ছিয়ামের অভ্যাস তাদের মধ্যে দয়া ও সহমর্মিতা জাগিয়ে তোলে।

২. শিশুদের ছিয়াম কখন শুরু করা উচিত?

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। এজন্য শিশুদের ছিয়াম রাখার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই ভারসাম্যপূর্ণ।

শরী'আতের বিধান : বান্দার ওপর ছিয়াম ফরয হয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، 'তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয় (২) অসুস্থ (পাগল) ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয়'।[৩] আর বালেগ হওয়ার কিছু লক্ষণ রয়েছে। যেমন স্বপ্নদোষ হওয়া, নাভীর নীচে চুল গজানো বা ১৫ বছরে উপনীত হওয়া ইত্যাদি।[৪]

শারীরিক সক্ষমতা : সব শিশুর শারীরিক গঠন এক নয়। কেউ ৭ বছরেই বেশ মযবূত থাকে আবার কেউ ১০ বছরেও দুর্বল থাকে। তাই এক্ষেত্রে বয়সের চেয়ে শারীরিক সক্ষমতাকে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে। যাতে ছিয়ামের কারণে শিশু অসুস্থ বা অতিশয় দুর্বল না হয়ে পড়ে। তবে শিশুর বয়স ১০ বছর হ'লে বা তারও পূর্বে ছিয়াম রাখার মত শারীরিক সক্ষমতা আসলে শিশুদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা উচিত।[৫] উল্লেখ্য যে, বালেগ হওয়ার পূর্বে আদায়কৃত ছিয়ামের ছওয়াব অবশ্যই সে পাবে। সাথে সাথে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে ইবাদতে সহায়তার জন্য তাদের পিতা-মাতাও ছওয়াব পাবেন।[৬]

---

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছিয়াম ও ক্বিয়াম পৃ. ১৪।

২. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯; মিশকাত হা/৫১০৫।

৩. আবুদাউদ হা/৪৪০১; মিশকাত হা/৩২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১২।

৪. বুখারী হা/২৬৬৪; মুসলিম হা/১৮৬৮; মিশকাত হা/৩৩৭৬, ৩৯৭৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৩২৩।

৫. ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৬১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯-২০, ২৮-২৯, ৮৩।

৬. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩১৮। বিস্তারিত: মাসিক আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর নং ৩৩/২৩৩, মার্চ'২৩।

৩. কিভাবে অভ্যস্থ করবেন?

শিশুদের ছিয়ামে অভ্যস্থ করার প্রক্রিয়াটি হ'তে হবে আনন্দদায়ক ও উৎসাহব্যঞ্জক এবং ধাপে ধাপে এগোতে হবে।

ক. মানসিক প্রস্তুতি : রামাযান আসার আগেই শিশুদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যেন তারা ছিয়ামকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারে। এজন্য তাদেরকে রামাযানের ফযীলত, জান্নাতের গল্প এবং ছিয়ামের গুরুত্ব বিষয়ে হাদীছগুলো বলুন। তাদের বোঝান যে ছিয়াম আল্লাহকে খুশী করা ও জান্নাতে প্রবেশের একটি বিশেষ মাধ্যম। জান্নাতের একটি দরজার নাম হচ্ছে 'আর-রাইয়ান'। এ দরজা দিয়ে শুধু ছিয়াম পালনকারীরা প্রবেশ করবে। রামাযানের মানসিক প্রস্তুতি শা'বান মাস থেকেই নেওয়া উচিত। যাতে তারা আকস্মিকভাবে রামাযানে ছিয়ামের সম্মুখীন না হয়।

খ. ধাপে ধাপে অনুশীলন : রামাযানে শিশুদের হঠাৎ করে প্রথম দিনেই পুরো ছিয়াম রাখতে দেওয়া ঠিক হবে না। এজন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

প্রথম ধাপ : শুরুতে প্রহর ছিয়ামের প্রচলন করতে পারেন। যেমন সাহারী থেকে বেলা ১০-১১টা পর্যন্ত। এরপর যোহর পর্যন্ত। এরপর একটু সময় বাড়িয়ে আছর পর্যন্ত এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত করুন।

দ্বিতীয় ধাপ : যেদিন আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা বা ছুটির দিন, সেদিন পূর্ণ একটি ছিয়াম রাখার সুযোগ দিন।

তৃতীয় ধাপ : বয়স বাড়ার সাথে সাথে (১০-১২ বছর) ছিয়ামের সংখ্যা বাড়ান। সন্তান বালেগ হয়ে গেলে কোনরকম অযুহাত দিয়ে ছিয়াম কাযা করার সূযোগ যেন না পায় সেদিকে কড়া নযর রাখতে হবে। কেননা ছিয়াম ইসলামের ৩য় স্তম্ভ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ফরয।

গ. সাহারী ও ইফতারে বিশেষ আয়োজন : সাহারী ও ইফতারের সময়টুকুকে শিশুদের জন্য একটি পারিবারিক উৎসবের মতো করে তুলুন। সাহারীতে তাদের তাড়াহুড়ো করে না তুলে অত্যন্ত মমতা ও আদরের স্পর্শে ঘুম থেকে জাগান এবং তাদের জন্য মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করুন। ইফতারের সময়ও তাদের পসন্দের খাবার যেমন বিভিন্ন শরবত, ফল বা প্রিয় কোন রেসিপির আয়োজন করুন। শুধু খাওয়া নয়, ইফতারের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে তাদের ছোট্ট হাত দিয়ে প্রতিবেশী বা অসহায়দের মাঝে খাবার বিতরণ করান। এতে তারা ছিয়ামের প্রকৃত আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাবে এবং ছিয়াম পালনে আরও উৎসাহী হবে।

ঘ. রামাযান কেন্দ্রিক সৃজনশীল ও আনন্দময় কার্যক্রম : এই মাহিমান্বিত মাসকে উৎসবমুখর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে বাড়িতে বিশেষ কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ঘরের পরিবেশকে রামাযানের আবহে সাজিয়ে তুলতে দেওয়ালে 'রামাযান মুবারক', 'আহলান সাহলান মাহে রামাযান' লেখা সুদৃশ্য স্টিকার ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করতে পারেন। শিশুদের উৎসাহ বাড়াতে রঙিন কাগজের চাঁদ-তারা তৈরি করে ঝোলানো কিংবা তাদের ইবাদতে সম্পৃক্ত করতে ৩০ দিনের জন্য আয়াত, হাদীছ ও দো'আ সম্বলিত বিশেষ রামাযান ক্যালেন্ডার বা পকেট চার্ট তৈরি করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে এই বাহ্যিক সাজসজ্জা যেন অতিরিক্ত জাঁকজমকপূর্ণ বা অপচয়ের কারণ না হয়। রামাযানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে ইবাদতের মূল লক্ষ্য অটুট রাখাই যেন মূখ্য হয়।

ঙ. ছাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি : বুখারী ও মুসলিমে রুবাই বিনতে মু'আব্বিয (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি সুন্দর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা আশূরার ছিয়াম রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখাতাম। তাদের জন্য তুলার খেলনা তৈরী করতাম এবং তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে শুরু করলে তাকে ঐ খেলনা দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় এসে পৌঁছত'।[৭] উক্ত হাদীছের আলোকে আমরাও বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী বা গল্পের বই দিয়ে ব্যস্ত রাখা, কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, ইসলামী কোন প্রোগ্রামে সাথে নিয়ে যাওয়া কিংবা কিছুক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখার মতো কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারি। এতে তাদের মনোযোগ ক্ষুধার দিক থেকে সরে যাবে।

চ. প্রশংসা ও পুরস্কার : শিশু ছিয়াম রাখলে সবার সামনে তার প্রশংসা করুন। দাদা-দাদী বা আত্মীয়-স্বজনের সামনে অথবা ফোন করে বলুন, 'আজ আমাদের বাবু ছিয়াম রেখেছে'। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রতিটি ছিয়ামের জন্য ছোট ছোট পুরস্কার বা ঈদের দিন বিশেষ উপহারের ঘোষণা দিতে পারেন। এটি তাদের জন্য বিশাল মোটিভেশন হিসাবে কাজ করবে। যাদের একাধিক শিশু রয়েছে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করুন। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিশুটির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয়।

ছ. জোরজবরদস্তি পরিহার : মনে রাখবেন, ছিয়াম তাদের জন্য ফরয নয়। যদি দেখেন শিশু খুব বেশী তৃষ্ণার্ত বা অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তবে ছিয়াম ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিন। এতে যেন তাদের মনে কোন অপরাধবোধ সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। বুঝিয়ে বলুন, আল্লাহ তোমার চেষ্টা দেখেছেন এবং তিনি খুশী হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

উপসংহার : সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া পবিত্র আমানত। তাদের কচি হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করার দায়িত্ব পিতামাতার। তাই অভিভাবকদের উচিত জোর-জবরদস্তি পরিহার করে আনন্দঘন পরিবেশ, ধাপে ধাপে অনুশীলন এবং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ছিয়ামের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের চক্ষু শীতলকারী নেককার হিসাবে কবুল করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে সহজ করে দিন-আমীন!

---

৭. বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬।

ছিয়ামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

*-আরাফাত যামান**

ভূমিকা : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে প্রতিটি ধর্মেই ছিয়াম ছিল। যদিও সময়ের পরিক্রমায় এর পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যায়।[১] ছিয়ামের এই ধারাবাহিকতা এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে আল্লাহ্র সর্বশেষ প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর উম্মতের মাধ্যমে *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। এই ছিয়াম মানবজাতির উপর সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই ইবাদত আমাদের প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বের হয়ে দুনিয়ার সামান্য ভোগ্য উপকরণ ব্যবহারের যে অনুমতি পেয়েছেন, তা কখনোই জান্নাতের অফুরন্ত নে'আমত অর্জনের পথে অন্তরায় হ'তে পারে না। তাই প্রতি বছর একটি পূর্ণাঙ্গ মাস মুমিনগণ দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে নিজেদেরকে সেই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত নে'আমতের উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হন। ফালিল্লাহিল হামদ।

আত্মসংযমের চর্চা : পৃথিবীতে মানুষ এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। সে ফেরেশতাদের মতো নিছক আদেশের অনুগত নয়, আবার পশুর মতো বিবেকহীন ও লাগামহীনও নয়; বরং মানুষতে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এক বিশেষ সৃষ্টি। মানুষের রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এর সদ্ব্যবহার করে সে ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় আসীন হ'তে পারে, আবার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যেতে পারে। জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অধিক সক্ষম। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানব মস্তিষ্কের 'প্রি-ফ্রন্টাল লোব' যা চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা রাখে। এটি পশুপাখির তুলনায় অনেক বেশী সুগঠিত ও কার্যকরী।[২] শারীরিক ভাবে সংযমী জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মাঝে নানাবিধ পাশবিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান। এই প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বা 'আশরাফুল মাখলূকাত' হওয়া সত্ত্বেও 'আসফালা সা-ফিলীন' বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করতে পারে *(তীন ৯৫/৬)*। মানুষের এই আধ্যাত্মিক উত্তরণ বা পতনের অন্যতম নির্ণায়ক হ'ল তার আত্মসংযমের ক্ষমতা। মুমিনের জীবনে ছিয়ামের মত গভীর, সর্বব্যাপী এবং কার্যকর আত্মসংযমের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। এটিই মূলত মুমিন এবং কাফেরদের জীবনাচরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেয়।

গোপন তাক্বওয়ার চর্চা : ইসলামের প্রতিটি ইবাদতেরই একটি বাহ্যিক বা দৃশ্যমান রূপ রয়েছে। যেমন কাউকে ছালাত আদায় করতে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি মহান আল্লাহ্র ইবাদতে। কিন্তু ছিয়াম এমন এক ব্যতিক্রমী ইবাদত যার কোন দৃশ্যমান বা বাহ্যিক প্রদর্শনী নেই। যদিও রামাযান মাসে সামাজিকভাবে একটি আবহ তৈরি হয় এবং বাহ্যত সবাই ছিয়াম পালন করেন। তবুও একজন ব্যক্তি চাইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে পানাহার কিংবা জৈবিক চাহিদা পূরণে লিপ্ত হ'তে পারে। পৃথিবীর কেউ তাকে দেখছে না, কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু মুমিন বান্দা নির্জনেও একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে এসব থেকে বিরত থাকেন। তাঁর এই গোপন ত্যাগের একমাত্র সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এভাবেই ছিয়াম বান্দার গোপন তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির এবং আত্মসংযমের প্রকৃত পরীক্ষা। লৌকিকতামুক্ত এই ইবাদতের মাহাত্ম্য এতটাই বেশী যে, আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদান প্রদানের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন। হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য। কিন্তু ছিয়াম ব্যতীত, তা আমার জন্যেই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।[৩] সুবহানাল্লাহ!

ছবরের চর্চা : আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর দেওয়া বৈধ ও হালাল বস্তু থেকেও নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে বান্দা ধৈর্যের এক গভীর শিক্ষা লাভ করে। সাধারণত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে তার নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র ভালোবাসায় নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় ও বৈধ ভোগ্য উপকরণ ত্যাগ করা ধৈর্যের আরও উচ্চতর ও কঠিন একটি স্তর। একদিকে পাপ কাজ বর্জনের ধৈর্য, অন্যদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় বৈধ কামনা-বাসনা ত্যাগের ধৈর্য। এর মাধ্যমেই মুমিনের ধৈর্য পূর্ণতা পায়।

ছবর ঈমানের একটি মৌলিক উপাদান। আলী (রাঃ) বলেন, الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ، بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ 'ঈমানের ক্ষেত্রে ছবরের অবস্থান তেমন, দেহের ক্ষেত্রে মাথার অবস্থান যেমন'।[৪] অর্থাৎ মাথাবিহীন দেহ অকেজো, ঠিক তেমনি ধৈর্যহীন ঈমানও দুর্বল ও অকার্যকর হ'তে বাধ্য। জীবনের প্রকৃত কল্যাণ যে এই ধৈর্যের মাঝেই নিহিত, তা অনুধাবন করে ওমর (রাঃ) বলতেন, أدركنا خيرَ عيشنا الصبر 'ধৈর্যের দ্বারাই আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করেছি।[৫]

মানবীয় দুর্বলতার পরিসমাপ্তি : মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতাগুলোর মধ্যে প্রধান হ'ল তার খাদ্য চাহিদা ও উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষা। এই চাহিদা মেটাতে গিয়েই মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়ে পড়ে। রিযিকের অনুসন্ধানে এতটাই মগ্ন হয় যে, জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কেবল পানাহারের জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং তাকে এক মহান দায়িত্ব ও আমানত দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন *(আহযাব ৩৩/৭২)*। মানুষ প্রায়শই পেটের ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় দুনিয়ামুখী হয়ে পড়ে। কিন্তু ছিয়াম সেই ভোগবাদী মানসিকতা থেকে মানুষকে টেনে

** শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।*

১. *বিভিন্ন ধর্মে ছিয়াম : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, তাওহীদের ডাক, মার্চ-এপ্রিল ২০২৫।*

২. *Animal brains vs human brains- BBC Science Focus Magazine*

৩. *মুসলিম হা/১১৫১।*

৪. *শু'আবুল ঈমান (১৪৬/১), সনদ ছহীহ লিগাইরিহি।*

৫. *ইবনুল মুবারক, যুহ্দ ১/২২২।*

তোলে এবং তার বিচ্যুত মনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে মুমিন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে শেখে যে, 'খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকা নয়, বরং বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া'। এই পার্থিব সংযমই তাকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে, যেখানে কোন ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা মানবিক দুর্বলতার অস্তিত্ব থাকবে না। সেই চিরস্থায়ী সুখের আবাসে প্রবেশ করা মাত্রই মুমিনগণ প্রশান্ত চিত্তে বলবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী' *(ফাতির ৩৫/৩৪)*।

বৈরাগ্যবাদের অবসান : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মানুষ যখনই নফসের দাসত্বে লিপ্ত হয়েছে তখনই সে পালছেঁড়া নৌকার মতো ভোগ-বিলাস ও পাশবিক চাহিদার স্রোতে ভেসে গেছে। এই লাগামহীন ভোগবাদের ফলে যুগে যুগে বহু জাতি ও সভ্যতা ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। এই নৈতিক অবক্ষয় ও অসারতা থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন সভ্যতায় মানুষ 'বৈরাগ্যবাদ'-এর উদ্ভাবন করে। কিন্তু সংসারত্যাগী এই মতবাদ ছিল মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম ও আদর্শের বাইরে। ফলে এটি কোন স্থায়ী সমাধান তো দিতে পারেইনি, উল্টো মানবসমাজে নতুন এক সংকট সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ তা'আলা এই মনগড়া কৃচ্ছসাধনা সম্পর্কে বলেন, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، 'কিন্তু বৈরাগ্যবাদ, সেটি তারা নিজেরা উদ্ভাবন করেছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আমরা এটি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি। এরপরেও তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিল তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের বহু লোক ছিল পাপাচারী' *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। আহলে কিতাব ও পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর বৈরাগ্যবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিছু লোমহর্ষক ও অমানবিক চিত্র ফুটে ওঠে। যেমন দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ দিনে মাত্র একটি রুটি খেয়ে জীবন পার করা, গর্তে বসবাস ও দৈনিক মাত্র ৫টি ডুমুর ভক্ষণ, বছরে একবার চুল কাটা, স্বেচ্ছায় নোংরা কাপড় পরিধান ও শরীরে মাছিকে কামড়ানোর সুযোগ দেওয়া, শরীরে ৪০-৭০ কেজি লোহা বহন করা, বছরের পর বছর ইঁদুরের গর্তে বা কাঁটাঝোপে বসবাস, ৪০ বছর বিছানায় গা না লাগিয়ে ঘুমানো, এক সপ্তাহ যাবৎ কিচ্ছু না খাওয়া, না ঘুমোনো, পানি স্পর্শ না করা, হাত-পা ধোয়াকে পাপ মনে করা ইত্যাদি অমানবিক সব নিয়ম-কানূন।[৬]

চরম ভোগবাদ এবং চরম বৈরাগ্যবাদ এই দুই ধ্বংসাত্মক দর্শনের বিপরীতে মহান রব এমন এক সুপরিমিত ও বিজ্ঞান সম্মত বিধান দান করেছেন, যা মানুষের আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি নিশ্চিত করে। আর তা হ'ল ছিয়াম সাধনা। এটি মানুষকে সংসার ত্যাগ করতে বলে না, আবার পশুর মতো ভোগেও মত্ত হ'তে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলেন, يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا، 'আল্লাহ তোমাদের থেকে (বিধান) সহজ করতে চান, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে' *(নিসা ২/২৮)*। এর বিপরীতে, যারা লাগামহীন ভোগবাদে মত্ত তাদের তুলনা করা হয়েছে কাফের ও চতুষ্পদ জন্তুর সাথে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত ভক্ষণ করে। আর জাহান্নাম হ'ল তাদের ঠিকানা' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১২)*।

মানুষের দেহ ও রূহের সমন্বয়ে প্রশান্তময় জীবনের জন্য ছিয়াম সাধনার গুরুত্বের বিষয়ে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, 'বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ ও অপকর্ম থেকে রক্ষায়, আত্মিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং শরীরকে সকল খারাপ অভ্যাস থেকে পবিত্র করতে ছিয়ামের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এটি তাক্বওয়া অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম'।[৭] তাই একমাত্র ছিয়াম সাধনাই পারে সকল ধরনের বৈরাগ্যবাদের বিপরীতে আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ শক্তি যোগাতে।

বৈষম্যের হিকমত : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনু আদমের মাঝে জীবনযাত্রার যে তারতম্য সৃষ্টি করেছেন, তার নিগূঢ় উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে পরীক্ষা করা ও তার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত করা। যাতে আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতে মগ্ন হ'তে পারি। ছিয়াম সাধনার মাধ্যমেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার খাদ্যের ব্যবধানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা ধনীদের কেবল ক্ষুধার কষ্টই অনুভব করায় না, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় অকাতরে দান করতেও উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সমাজে শ্রেণীগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছিয়াম ধনী ও দরিদ্রের মাঝে এক আত্মিক মেলবন্ধন গড়ে তোলে। একই সঙ্গে এই বৈষম্য ধনী-গরীব উভয়ের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে যাচাই করেন সে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রকাশ করছে কি-না। অপরদিকে গরীবদের ছবরের পরীক্ষা নেন। সে আল্লাহ্‌র দেওয়া ফায়ছালায় ধৈর্য ধারণ করেছে কি-না।

উপসংহার : ছিয়াম মুমিনের জন্য পাপ ও পতন থেকে বাঁচার ঢাল হয়ে ওঠে। ছিয়ামের এই সাধনায় রয়েছে নিরাপত্তা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে আবাস গড়ার মহাসফলতা। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি এই বরকতময় মাসেও লাভবান হ'তে পারল না কিংবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে ব্যর্থ হ'ল, তার জন্য আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না। এ মাসে যে আল্লাহ্‌র রহমত পেল সেই সফল, আর যে বঞ্চিত হ'ল সেই প্রকৃত হতভাগ্য। তাই সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদেরও একান্ত প্রার্থনা– হে রব! আমাদের রামাযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন, এ মাসে অধিক নেক আমল করার তওফীক দান করুন এবং আমাদের ইবাদতগুলো কবুল করে নিন'-আমীন!

৬. *History of European Morals, William Edward Leckey.*

৭. *যাদুল মা'আদ, ১/১৬৮।*

উত্তম ফায়ছালা

*-শিহাব চৌধুরী বিন দুলাল**

এক গ্রামে বাস করতেন একজন জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত আলেম। তার ছিল একটিমাত্র ছেলে সন্তান। নাম আবিদ। আদব-আখলাকে সে ছিল যেমন অমায়িক, মেধা ও মননেও ছিল তেমনই প্রখর। গ্রামের মানুষের ছোট-খাটো প্রয়োজন ও পরামর্শে সে সর্বদা নিজেকে নিবেদিত রাখত। এসমস্ত গুণের কারণে তার ব্যক্তিত্ব ও বিনয়ের খ্যাতি ছিল পুরো এলাকাজুড়ে। পরিবারের একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাকে নিয়ে পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল আকাশচুম্বী। হঠাৎ আবিদের শরীরে এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধল। আশেপাশের নামকরা সব হেকিম ও কবিরাজের কাছে কয়েক মাস চিকিৎসা নিয়েও কোন উন্নতি হচ্ছিল না। এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে মানসিক ও দৈহিকভাবে ভেঙে পড়েছিল আবিদ। বিষণ্ণতা ও হতাশার ছাপ সর্বদাই তার চেহারায় স্পষ্ট দেখা যেত। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় সে সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখত এবং অধিকাংশ সময় নফল ইবাদতে ব্যস্ত থাকত। একদিন ইমাম ছাহেব মসজিদের কোণে তাকে বিষণ্নমনে দেখে তার পেরেশানীর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবিদ একপর্যায়ে তার দুরারোগ্য রোগের কথা ইমাম ছাহেবকে জানাল। ইমাম ছাহেব বললেন, আল্লাহ পৃথিবীতে এমন কোন রোগ দেননি যার প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি। তুমি কোন চিন্তা করো না। যখন সঠিক ওষুধ তোমার শরীরে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্র হুকুমে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। তুমি চাইলে আমি একজন বড় হেকিমের ঠিকানা দিতে পারি। যার কাছে অনেক জটিল ও কঠিন রোগী সুস্থ হয়েছেন। তবে এখান থেকে তার কাছে যেতে প্রায় এক মাস সময় লেগে যেতে পারে। আবিদ দৌড়ে বাসায় গিয়ে তাঁর আব্বাকে সব খুলে বলল। একমাত্র সন্তানের সুস্থতার জন্য পিতা দ্রুত ছুটে আসলেন ইমাম ছাহেবের কাছে। হেকিমের নাম ঠিকানা সব জেনে নিলেন। ঠিক করলেন যত অর্থই যাক, যত দূরেই হোক আর যত কষ্টই হোক এই সফর তিনি করবেন।

সে যুগের বাহন হিসাবে ঘোড়ায় চড়ে পিতা-পুত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে রওয়ানা হ'লেন হেকিমের উদ্দেশ্যে। টানা দশ দিন চলার পর পথিমধ্যে তাদের ঘোড়াটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। দীর্ঘ সফরের ধকলে ঘোড়াটি আর চলতে পারছিল না। এই অচেনা পথে পিতা-পুত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাস্তার ধারে একটি গাছের নীচে বসে পড়লেন। কিছু সময় পর এক পথিক এসে তাদের সব ঘটনা শুনল। এতে লোকটি দয়াপরবশ হয়ে দু'জনকেই তার বাসায় নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রশস্ত বাড়িতে দুই মেয়েকে নিয়ে ছোট্ট সংসার তার। ফলে বাসায় মেহমান আসলে তাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয় না।

আবিদ অসুস্থ হ'লেও তার ইবাদতে কোন কমতি ছিল না। সফরেও সে নফল ছালাত ও যিকির-আযকারে মশগূল থাকত। তার কথা ও আচরণের মধ্যে এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, প্রথম সাক্ষাতেই যে কেউ তার প্রতি মুগ্ধ হ'ত। দু-এক দিনের মধ্যেই সেই মহল্লায় আবিদকে নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা শুরু হ'ল। এদিকে তাদের অসুস্থ ঘোড়াটিও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিল।

একদিন বাড়ির মালিক আবিদকে একান্তে কথা বলার জন্য আলাদা একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ কেউ কোন কথা বলছে না। এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবিদ বলল, চাচা আপনি কি বিশেষ কিছু বলার জন্য এখানে ডেকে এনেছেন? যদি আপনার কিছু বলার থাকে আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন। আমি আপনার কথা সাধ্যমত রাখার চেষ্টা করব। এবার তিনি বললেন, বাবা তুমি তো জানো আমার দুইটা মেয়ে। আমার স্ত্রী মেয়েগুলো ছোট থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি চেষ্টা করেছি তাদেরকে দ্বীনি আবহে বড় করার। এই বয়সে আমার একটাই চাওয়া, তোমার মত ছেলের সাথে যদি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি তাহ'লে...। আবিদ অবাক বিস্ময়ে বলল, চাচা আপনি কি বলছেন? আপনি আমাদের বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন। এই সুযোগে আমি যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করি তাহ'লে মানুষ কি ভাববে! তাছাড়া আমিতো নিজেই এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। দুনিয়াতে আমার হায়াতই বা ক'দিন। ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, বাবা আবিদ! আমি আবেগবশত এ প্রস্তাব দিচ্ছি না। সম্পদের মোহে অনেক মানুষ আসে। কিন্তু দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলে এখন হীরা-জহরতের চেয়েও দামী। আমার মেয়ের তাক্বদীরে যদি তুমি থাকো তবে তোমার অসুস্থতা কোন বাধা নয়। আর চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন আমি তার ব্যবস্থা করব। আবিদ মাথা নীচু করে বিনীত স্বরে বলল, চাচা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমার সাথে আছেন। তিনি আমার অভিভাবক। এত বড় সিদ্ধান্ত আমি তাকে ডিঙিয়ে নিতে পারব না। আপনি বরং আব্বার সাথে কথা বলুন।

ভদ্রলোক আবিদের এই আদব ও পিতৃভক্তি দেখে আরও মুগ্ধ হ'লেন। তিনি সেদিনই আবিদের বাবার সাথে আলোচনায় বসলেন। প্রথমে আবিদের বাবা ইতস্তত করলেন। তিনি বললেন, ভাই আমরা মুসাফির। আমার ছেলের এই কঠিন অসুখ। তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় আপনার মেয়েকে তার হাতে তুলে দেওয়া কি ঠিক হবে? বাড়ির মালিক দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, হায়াত ও মঊত আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমি চাই আমার মেয়ে এমন একজন স্বামী পাক, যার সংস্পর্শে তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই সুন্দর হবে। আমি সব জেনেই এই প্রস্তাব দিচ্ছি।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অবশেষে আবিদের বাবা রাযী হ'লেন। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে অনাড়ম্বরভাবে এবং শরী'আত সম্মত উপায়ে সেই বাড়িতেই আবিদের সাথে ভদ্রলোকের বড় মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। বিয়ের পর

*চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

আবিদ অনুভব করল, তার মনের ভেতর জমে থাকা দীর্ঘদিনের বিষাদ অনেকটা কেটে গেছে। স্ত্রীর সেবা ও শ্বশুরের আন্তরিকতায় সে মানসিকভাবে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। কয়েকদিন পর তাদের ঘোড়াটিও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তবে এবার আর ঘোড়ায় চড়ে নয়, আবিদের শ্বশুর তার জামাই ও বেয়াইর জন্য আরামদায়ক সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিলেন এবং সাথে একজন খাদেমও দিলেন। নববধুকে আপাতত পিত্রালয়ে রেখে তারা পুনরায় হেকিমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে তারা সেই কাঙ্ক্ষিত হেকিমের দরবারে পৌঁছলেন। হেকিম ছাহেব আবিদকে দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা করলেন। সব শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন, তোমার রোগের মূল কারণ ছিল অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা, যা তোমার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছিল। এখন তোমার নাড়ির গতিতে প্রশান্তি দেখতে পাচ্ছি। তবে আমার মনে হয় আল্লাহ তোমাকে ইতিমধ্যেই অর্ধেক সুস্থ করে দিয়েছেন।

হেকিমের দেওয়া ওষুধ ও তার পরামর্শ মতো কয়েক মাস চলার পর আবিদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তার চেহারায় সেই আগের লাবণ্য ফিরে এলো। পিতা মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। চিকিৎসা শেষে তারা আবার সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে ফিরে আসলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর আবিদ তার স্ত্রী ও বাবাকে নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসল। গ্রামের মানুষ আবিদকে সুস্থ এবং বিবাহিত দেখে অবাক হ'ল এবং আনন্দিত হ'ল। ইমাম ছাহেব সব শুনে বললেন, দেখলে তো বাবা! আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘোড়া অসুস্থ না হ'লে তোমরা সেখানে থামতে না।

আর এমন দ্বীনদার স্ত্রী ও শ্বশুরের দেখাও পেতে না। আল্লাহ্র পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। এরপর থেকে আবিদ তার স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল এবং সমাজের মানুষের খেদমতে পুনরায় নিজেকে নিয়োজিত কর

শিক্ষা :

১. বিপদ যতই কঠিন হোক, সর্বদা আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখলে তিনি এমন সব উৎস থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

২. মহান আল্লাহ তা'আলা বার্ধক্য ছাড়া পৃথিবীর সকল রোগের ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। তাই রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা যরূরী *(আবুদাঊদ হা/৩৮৫৫)*।

৩. মানুষের সৌন্দর্য তার চেহারায় নয় বরং তার চরিত্রে। উত্তম চরিত্রের মানুষ অচেনা জায়গায় বা কঠিন পরিস্থিতিতেও সবার কাছে সমাদৃত ও সম্মানিত হন।

৪. উপযুক্ত বয়সে এবং দ্বীনদারিতার ভিত্তিতে বিবাহ দিলে আল্লাহ সেই সংসারে বরকত দান করেন এবং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার পথ খুলে দেন।

দারুল আবরার লাইব্রেরী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

হালাল পয়েন্ট বিডি

নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি ১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের পণ্যসমূহ

- সরিষার তৈল
- ১০০% খাঁটি খেজুরের গুড়
- আখের গুড়
- ১০০% খাঁটি আখের গুড়
- হোম মেড ঘি
- প্রাকৃতিক চাকের খাঁটি মধু
- হাতে তৈরি গমের আটার সেমাই
- খাঁটি খেজুর গুড় (ঝোলা, পাটালি, দানাদার ও বিচ গুড়)
- ফরমালিন মুক্ত সকল ধরনের আম ও লিচু ইত্যাদি।

বি.দ্র. দেশের যেকোন স্থানে খুচরা ও পাইকারী সরবরাহ করা হয়।

সার্বিক যোগাযোগ

প্রোঃ খুরশেদ আলম
মোবাইল : ০১৭৫১৪৭৫৩৬২
বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী

facebook.com/khurshad.rony
Facebook Page : হালাল পয়েন্ট বিডি
E-mail : khurshadrony607@gmail.com
Whatsapp : 01863024259

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

অধীনস্থদের প্রতি ইহসান

*-সারওয়ার মিছবাহ**

প্রত্যেক ওপরের 'নীচ' রয়েছে। নীচের রয়েছে 'ওপর'। আমরা নিজেদের সর্বদা অধীনস্থ বা নীচ হিসাব করে ঊর্ধ্বতনদের বিচার করতে পসন্দ করি। ধারাবাহিকতার শেকলে আমাদেরও যে অধীনস্থ রয়েছে বা আমরাও যে ওপরে রয়েছি তা ভুলে যাই। আমার অধীনে অনেক মানুষ রয়েছে। সেটা পরিবারে হোক বা হোস্টেলে হোক অথবা প্রতিষ্ঠানে হোক। হ'তে পারে তা দলে, মতে বা ভিন্ন কোন পরিসরে। ঊর্ধ্বতনদের বিচার আর গীবত করতে করতে আমি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, কখনো সেই আয়নার সামনে দাঁড়ানো হয়নি, যে আয়নার সামনে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে হয়। ঊর্ধ্বতন হিসাবে দেখা যায়। তবে আমি আজ সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি। ঊর্ধ্বতন হিসাবে আমি দেখতে কেমন, তা একবার দেখা দরকার।

আমি চারিদিকে শুধু দুর্নীতি দেখি, তবে নিজের দায়িত্বে আমি কতটুকু নীতিবান তা কখনো দেখা হয় না। অবিচার হ'তে দেখলে আমার খারাপ লাগে। তবে নিজের অধীনস্থদের ওপর আমি কতটুকু সুবিচার করতে পেরেছি তা ওযন করা হয় না। নিজে যখন বঞ্চিত হই বা কাউকে বঞ্চিত হ'তে দেখি তখন হৃদয়ে কষ্ট অনুভূত হয়। তবে আমার মাধ্যমে কতজন বঞ্চিত হয়েছে তার হিসাব কখনো করা হয় না। এখানে সবাই মাযলূম। সবাই যালেম। এখানে মালিকপক্ষ ম্যানেজারের ওপর যুলুম করে। ম্যানেজার কর্মকর্তার ওপর যুলুম করে। কর্মকর্তা শ্রমিকদের ওপর যুলুম করে। শ্রমিক কাজ থেকে ফেরার সময় রিকশাওয়ালার ওপর যুলুম করে। রিকশাওয়ালা বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী-সন্তানের ওপর যুলুম করে। স্ত্রী আবার প্রতিবেশী বা কাজের লোকের ওপর যুলম করে। এই ধারাবাহিকতায় সবাই যালেম। এটাই যদি উল্টোভাবে শুরু করি তবে সবাই মাযলূম। তাই নিজের বিচার আগে করা দরকার। নিজের সমালোচনাই আগে করা প্রয়োজন।

আমি জ্ঞানার্জনের সীমানা পেরিয়ে এসেছি। এখন আমার মাধ্যমে ইসলামের অনেক কাজ হয়। বিভিন্ন খিদমতে যুক্ত রয়েছি। এখন আমার পদ রয়েছে, ক্ষমতা রয়েছে। আমার অধীনে অনেক মানুষ কাজ করে। তারা আমাকে বড় হুযুর বলে সম্মান করে। মানুষও সম্মান করে। মনে করে, আমি একজন জান্নাতী মানুষ। মারা গেলেই জান্নাতে চলে যাব। কিন্তু আমার ভেতরের অবস্থা আমিই জানি। আমি যদি সেগুলোর বর্ণনা দেই তবে লম্বা এক ফিরিস্তিতে রূপ নিবে। ইলমে অহী অর্জনের সুবাদে আমি সেগুলোর হিসাব-নিকাশ করতে পারি। তবে সেগুলো থেকে বিরত থাকতে পারি না।

আমি পরিচালক। তবে আমার হৃদয় নরম নয়। আমার মুখের ভাষাকে সবাই ভয় করে। অধীনস্থরা আতঙ্কে থাকে, যেন কখন কে হেনস্থার শিকার হয়। তারা আমার কাছে আসতে ভয় পায়। এই বিষয়টি আমাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। কারণ হুযায়ফা বিন ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া'।[১] তবে কি ইসলামের খেদমত করতে গিয়েই আমার অন্তর কঠিন হয়ে যাচ্ছে? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি তো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছি। একটু কড়া ভাষায় কথা না বললে অধীনস্থরা কথা শুনবে না। একটু বকাঝকা তো আমাকে করতেই হবে। এটা পরিচালনার স্বার্থেই আমি করি। এতে কোন গুনাহ নেই।

আবার মনে হয়, আমিই দুনিয়ার প্রথম পরিচালক নই। আমার পূর্বেও তো অনেক পরিচালক ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) পরিচালক ছিলেন। অনেক ছাহাবী ও তাবেঈ পরিচালক ছিলেন। কেউ রাষ্ট্রের, কেউ গোত্রের, কেউ পরিবারের। তারা কিভাবে পরিচালনা করেছেন? অধীনস্থদের সাথে তাদের আচরণ কেমন ছিল? সেগুলো আমার সম্মুখে রয়েছে। তবুও আমি নিজ অজান্তেই সেই পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে সরে এসেছি। আমি তাদের মত হইনি। হ'তে পারিনি। তবে আমার ঊর্ধ্বতন পরিচালকগণ তাদের মত হোক এটা আমি মনে-প্রাণে চাই।

আমার মাঝে জ্ঞানের কমতি নেই। কুরআন-হাদীছ অনেক জানি। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য নেই সে যেন ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করে না। (১) আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে কোমল হওয়া (২) ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং (৩) এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান থাকা'।[২] আমি এই বাক্যের আলোকে আমার ঊর্ধ্বতনের যোগ্যতা বিচার করি। কিন্তু আমি কি আমার কথায় কোমল? ন্যায়পরায়ণ? অবিচল? তবে আমি কিসের পরিচালক? আমি কিসের বড় হুযুর? এই পদ-পদবী, মর্যাদা তো আমার জন্য নয়। উল্লেখিত মাপকাঠিতে শুধু আমার ঊর্ধ্বতনই অযোগ্য নন, আমিও পরিচালক হিসাবে অযোগ্য।

আমি হাদীছে পড়েছি, কোন বদমেজাযী কখনো মুমিন হ'তে পারে না। আমি আমার অধীনস্থদের সাথে যে আচরণ করি, কথায় কথায় ধমক দেই, গালি দেই সেটাকে কি বদমেজায বলে? যদি বদমেজায না হয় তবে আরো কতটা কঠোর হ'লে, ভাষা কতটা বিশ্রী হ'লে, শব্দচয়ন কতটা বে-পরওয়া হ'লে সেটা বদমেজায হবে? নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে'।[৩] আমার অধীনস্থরা তো মুসলিম। তারা তো আমার হাত ও যবান থেকে নিরাপদ নয়। এখন আমি কোন পথে হাঁটছি? ইসলামের খিদমত করতে গিয়ে যদি মুসলিম থেকেই খারিজ হয়ে যাই তবে এটাই বা কেমন খিদমত হ'ল? ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'সৎকর্ম হ'ল খুবই সহজ বস্তু। সুপ্রসন্ন চেহারা ও নম্র ভাষা'।[৪] যা আমার অধীনস্থরা কখনোই আমার মাঝে প্রসন্ন চেহারা দেখেনি। তার এই কথা অনুযায়ী

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, জীবনী নং ১৩৯২।*
২. *আহমাদ বিন হাম্বল, আল-ওয়ার'উ পৃঃ ১৬৬, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/২৫৬।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬।*
৪. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৭০২, সনদ জাইয়িদ।*

তো আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্তই হ'তে পারিনি। ইসলামের বড় খিদমত তো দূর কী বাত!

অধীনস্থদের ভুল তো হবেই। ভুল হবে বলেই তারা আমার অধীনস্থ। তাছাড়া দেখভালের জন্য আমাকে প্রয়োজনই ছিল না। তারা দায়িত্ব পালনে কোন ভুল করলে আমি তাদের ওযর গ্রহণ করি না। অথচ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কেউ যদি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে, তারপর ক্ষমা চাইতে আসে, তাহ'লে বিনয়ের দাবী হ'ল তার ওযর গ্রহণ করা। তার ওযর সত্য হৌক বা মিথ্যা। আর তার অন্তরের বিষয়টা আল্লাহ তা'আলার দিকে ন্যস্ত করা'।[৫] আমি সেটা করতে পারিনি, ধমক দিতে পেরেছি। মনে করেছি, এটাই ইসলামের খিদমত। এর বিনিময়েই জান্নাতে যাব। অথচ কোনদিন আল্লাহ্র এই ঘোষণা আমার সামনে পড়েনি যে, এই আসমান ও যমীনের চাইতেও বড় জান্নাত আল্লাহ এমন মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা শুধুমাত্র তিনটা গুণের অধিকারী, (১) আর্থিক সংকীর্ণতা এবং প্রশস্ততায় ছাদাক্বা করে (২) রাগ দমন করে (৩) মানুষকে ক্ষমা করে দেয় *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*। আমার সকল খিদমতের বিপরীতে আমি যদি এই গুণগুলো অর্জন করতাম, সেটাই হয়তো আমার সৌভাগ্য হ'ত।

আমি দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের যেকোন স্তরের দায়িত্বশীল। এখানে আমার এমন কিছু গুণ অর্জনের দরকার ছিল যা আমি কখনো প্রয়োজন মনে করিনি। আর আমার ঊর্ধ্বতনরাও আমাকে এই বিষয়ে তখনো তাকীদ দেননি। যেমন জা'ফর বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'যখন তোমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অপসন্দনীয় কিছু পৌঁছে, তখন এর পিছনে তার এক থেকে সত্তরটি ওযর খোঁজ কর। যদি না পাও, তবে নিজেকে বল, হয়তো তার এমন কোন ওযর রয়েছে, যা আমি জানি না'।[৬] ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর শাসনামলে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল, 'আপনি বয়স্ক মুসলমানদেরকে পিতা, ছোটদেরকে সন্তান এবং সমবয়সীদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করুন। তাহ'লে কার সাথে আপনার মন্দ আচরণ করার ইচ্ছা হবে?[৭] ফুযায়েল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন, 'মুমিন তো সেই, যে (অপর মুসলিমের) দোষ গোপন রাখে এবং তাকে নছীহত করে। আর পাপী তো সেই, যে অন্যের মানহানি করে এবং লজ্জিত করে'।[৮] এই শিক্ষাগুলো আমি কখনোই গ্রহণ করিনি।

আমি প্রতিষ্ঠান প্রধান। বিশেষ প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা ছুটি চাইলে আমি তাকে খুব অপমান করি। এটা আমি নিজের ক্ষমতাবলেই করি। এজন্য কারো কাছে আমার কোন জবাবদিহীতা নেই। তবে আমি এই ক্ষমতাবলেই তাদের ছুটি দিতেও পারি। এখানে কারো কোন ক্ষতি হবে না। মাঝ থেকে তারা হয়তো কিছুটা উপকৃত হবে। আমি শিক্ষক। আমার ক্লাসে একজন ছাত্র বই ছাড়া উপস্থিত হয়েছে। আমি জানি, তার পিতা তাকে বই কিনে দেয়নি। তবুও আমি তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিলাম। কারণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হ'ল, বই ছাড়া ক্লাসে বসা অনুমোদিত নয়। সে ক্লাস না করে বাসায় চলে গেল। তার কিছু বলার নেই। তবে আমি চাইলে তাকে ক্লাস করার সুযোগ করে দিতে পারতাম। তাতে কারোই কোন ক্ষতি হ'ত না। সে একটু উপকৃত হ'ত।

আমি দ্বীনী অঙ্গনের একজন খাদেম। এই মানসিকতা হঠাৎই হারিয়ে গেল কেন? কে আমার মাথায় দিল যে, অধীনস্থদের শাসন করতে হবে? অধীনস্থদের শাসন নয়, পরিচালনা করতে হয়। কে নিয়ম মানল না, কে সময় মত উপস্থিত হ'ল না, কে ঠিকমত কাজ করল না, এটা দেখে অনিয়মিতদের একটু বকাঝকা করার জন্য, বেতন কাটার জন্য তো একটা রোবট রাখলেও চলবে। অশিক্ষিত মানুষ রাখলেও চলবে। কারণ এটাকে পরিচালনা বলে না। পরিচালনা হ'ল, কোন কর্মচারির কাজ করতে কী সমস্যা হচ্ছে সেটা জেনে সেই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া। সেটা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা হ'তে পারে, সামর্থ্যগত হ'তে পারে, আবার পারিবারিকও হ'তে পারে। কেউ ছুটি চাইলে তার অনুপস্থিতির সময় কিভাবে তার দায়িত্বগুলো চালিয়ে নেয়া যায়। কারো কোন সাপোর্ট প্রয়োজন হ'লে সেটা কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়। কর্মচারীদের দায়িত্বগুলো আরো হালকা করার সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের নামই পরিচালনা। এটা এত সহজ কাজ নয়। এদিকে আমি শুধু কিছু নিয়ম মুখস্থ করে নিয়ে তার বাইরে অধীনস্থরা গেলে তাদের কিভাবে বকা দেব আর বেতন কাটবো সেই যোগ্যতা নিয়ে পরিচালক হয়েছি।

আমার অনেক অধীনস্থকে আমি ঠুনকো বিষয়ে ধমক দিয়েছি। ধমক না দিলেও হয়তো হ'ত। অনেকের অপারগতা জানার পরেও অপমান করেছি। অপমান না করলেও তেমন কোন ক্ষতি হ'ত না। তারা হয়তো আড়ালে কেঁদেছে। ছালাত আদায়ের পরে যখন তারা আল্লাহ্র দরবারে দো'আয় হাত তুলেছে তখন হয়তো দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছে। তারা হয়তো কারো কাছে অভিযোগ করেনি। বিচার চায়নি। কারণ তাদের সেই সামর্থ্য নেই। তাই বলে কি এর বিচার হবে না? এর কোন বদলা গ্রহণ করা হবে না? অবশ্যই হবে। আমার দায়িত্ব যদি আমাকে দায়বদ্ধ করে তবে সেই দায়িত্ব আমার জন্য নে'মত নয়, অভিশাপ। সেই দায়িত্ব যদি হয় বায়তুল্লাহ্র প্রধান ইমাম হওয়া, তবুও তা আযাব। হয় নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, নয় এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায় ততই ভাল।

কোমল হৃদয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি বড় নে'মত। পরিচালক হওয়ার কারণে আমি সেই নে'মত থেকে মুখ ফিরাতে চাই না। আমি এমন পদ-মর্যাদা চাই না, যা আমাকে বিপদে ঠেলে দিবে। যে ক্ষমতা আমার অন্তরকে কঠোর করে তুলবে সে ক্ষমতা আমার প্রয়োজন নেই। আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, 'তোমার অহংকারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি অন্যদের চেয়ে তোমাকে উত্তম মনে করবে'।[৯] আমি

---

৫. *মাদারিজুস সালেকীন ২/৩২১।*
৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৯১।*
৭. *ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ২/২৮৩।*
৮. *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫।*
৯. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৫৮।*

অহংকারী হ'তে চাই না। আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কোমল হ'তে চাই। যে কোমলতার বিষয়ে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'তিনটি বিষয় আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয়- (১) প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া (২) পর্যাপ্ত সচ্ছলতার মাঝেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং (৩) আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা'।[১০]

আজ আমি নিজেকে বিধ্বস্ত দেখতে পাচ্ছি। আমার লজ্জা করছে। যে দোষগুলোর জন্য আমি অপরের গীবত করেছি সেই দোষগুলোই আমার মাঝে আরো বেশী রয়েছে। আল্লাহ যদি এর চেয়ে বড় পদ আমাকে দান করতেন তবে অবিচার আর বে-ইনছাফীতে হয়তো আমি তাদেরকেও ছাড়িয়ে যেতাম। শেখ সা'দী গুলিস্তাঁয় লিখেছেন, 'হে বুলবুলি! তুমি বসন্তের সংবাদ নিয়ে এসো। খারাপ সংবাদগুলো পেঁচার জন্য রেখে দাও'। এখন বিবেকের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি, আমার অধীনস্থদের কাছে আমি নিতান্তই হুতুম পেঁচা। আমি মুখ খুললেই শুধু খারাপ সংবাদ। আমি তো এমন উর্ধ্বতন হ'তে চাইনি। তাই আজ থেকেই আমি নিজেকে পরিবর্তন করব। অধীনস্থদের প্রতি ইনছাফ করব। যতদূর সম্ভব নিজের পক্ষ থেকে ইহসান করব।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে, আল্লাহও তার প্রতি কোমল হন। যে তাদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন। যে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তিনিও তার উপর অনুগ্রহ করেন। যে তাদেরকে দান করে, তিনিও তাকে দান করেন। যে তাদেরকে উপকার করে, তিনিও তাকে উপকৃত করেন। যে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তিনিও তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যে তাদেরকে কল্যাণের পথে বাধা দান করে, তিনিও তাকে কল্যাণের পথে বাধাপ্রাপ্ত করেত মোটকথা কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্টিকূলের সাথে যেমন আচরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহও তার সাথে সেইরূপ আচরণ করেন। সুতরাং সৃষ্টিকূলের সাথে বান্দার ব্যবহারের মাত্রা অনুযায়ী তার প্রতি আল্লাহ্র ব্যবহারের ধরণ নির্ণিত হয়'।[১১]

আমরা দো'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের প্রশান্ত ও উদার হৃদয় দান করেন। যে হৃদয় হবে এই আকাশের চেয়েও কয়েকগুণ বড়, শান্ত ও নির্মল। আমি যেন সবাইকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দিতে পারি। কারো কাছে যেন আমার কোন ঋণ না থাকে। হাবীব আবূ মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষের অন্যতম সৌভাগ্যবান হ'ল সেই ব্যক্তি, যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার পাপগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'।[১২] আমিও এমনই একটি মৃত্যু কামনা করি। যে মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সাথে এই দুনিয়ার সকল লেন-দেন শেষ হয়ে যাবে। আমার জানাযার ছালাতে কোন পাওনাদার উপস্থিত হবে না। হাশরের ময়দানে যখন আমার হিসাব নেয়া হবে তখন কেউ এসে বলবে না, এই ব্যক্তি আমার অমুক হক নষ্ট করেছে। আমি যেন সেদিন আল্লাহকে বলতে পারি, আমি দুনিয়ার বুকে মানুষের প্রতি ইহসান করেছি। আজ আমি আপনার ইহসানের প্রত্যাশী।

---

১০. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩৮৭।

১১. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃঃ ৩৫।

১২. আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/১৫৩।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES
ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস
ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২
আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ
সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!
আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।
বিঃ দ্রঃ
- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**
ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

কবিতা

অহি-র দাওয়াতে এসো

-ডাঃ আব্দুল খালেক
খান হোমিও হল, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

এসো হে নবীন, এস হে তরুণ
অহি-র দাওয়াতে এসো।
তন্ত্র-মন্ত্র পেছনে ফেলে
সুন্নাহকে ভালোবাসো।
মহীর মায়ায় মিশে না গিয়ে
মসির আঁচড়ে জীবন ভর,
আযাদের তরে শাণিত জ্ঞানে
দানিবে জীবন ভুবন পর।
ছিটেফোঁটা আঘাত সইতে হবে,
যুলুম কিংবা শিরচ্ছেদ,
মহানের চোখে তুমি মহিয়ান,
জীবন-যুলুম অবিচ্ছেদ।
মজিও না হেথা সন্ধান কর
কোথায় কিরণ দীপ্তি হীন,
হানো আঘাত ওয়ালীদের মতো
সত্য যেন না হয় লীন।
ছিঁড়ে ফেল সব বিদ'আতী তিমির
হেদায়াত হ'ল আলোকময়,
মঞ্জুর হবে তব সাধনা
তাওহীদ যেন না হয় লয়।
মরণে কভু ডরিওনা তুমি
মুমিন করে না মৃত্যু-ভয়,
আজ বাদে কাল শহীদ হবে
আবাস হবে শান্তিময়।
ছিন্ন করো সব আবেদন
দাওয়াতের মাঠে এসো,
মরলে শহীদ বাঁচলে গাযী
শেষ হাসি তুমি হাসো।

হকের দাওয়াত

-মাহফূয আরিফ, রাজশাহী।

ব্যালট যুদ্ধ চাই না মোরা
নেই ক্ষমতার মোহ,
ডাকি আমরা হকের পথে
নেই কলহ ও বিদ্রোহ।
ব্যালট বাক্সে মেলে না মুক্তি
মেলে না শান্তি সুখ,
অহি-র বিধান ছাড়া কভু
মিটবে না এই দুখ।
সংবিধান হোক কুরআন-সুন্নাহ
সংস্কার আসুক আগে,
বিপ্লব হবে ব্যক্তি জীবনে
ইসলামের অনুরাগে।
আহলেহাদীছ আন্দোলনের
এটাই মূল বাণী
হকের পথে দাওয়াত দেব
সত্যটা সদা জানি।

তুহফায়ে রামাযান

-আব্দুর রহমান বিন জাহাঙ্গীর
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী

মাথার উপর নীল আকাশ চাঁদ উঠেছে ঐ,
আসছে রামাযান, ভাই বোনেরা কই রে তোরা কই।
ইবাদতেরই দাওয়াত আমি দিচ্ছি তোদের ভাই,
রামাযানে আমল ছাড়া কোনই ফায়দা নাই।
পড়বি ছালাত রাখবি ছিয়াম করবি ইবাদত,
রামাযানের দিনে-রাতে ঝরে রহমত।
আল্লাহ্র দরবারে মোরা যতবারই চাই,
বান্দাকে তিনি দিতে রাযী সর্বদাই।
রহমতের মাসকে জানাই আহলান-সাহলান
ছোট-বড় সকলকে এই তুহফায়ে রামাযান।

আল্লাহ ভরসা

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

এক আল্লাহ্য় ভরসা কর, পাবে দয়া তার,
থাকবে না আর জীবন জুড়ে কোন হাহাকার।
পথ দেখাবেন তিনি তোমায়, সঠিক পথের দিশা,
সে পথ ধরে চলো যদি, কাটবে অমানিশা।
আল্লাহ তা'আলার রহম ছাড়া কোন গতি নাই,
স্মরণ করে এই কথা চলতে হবে তাই।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

স্বদেশ

ইউজিসি বিলুপ্ত করে গঠিত হচ্ছে শক্তিশালী বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে (ইউজিসি) বিলুপ্ত করে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে একটি শক্তিশালী ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করেছে, যা কার্যকর হ'লে ১৯৭৩ সালের ইউজিসি আইন বাতিল হয়ে যাবে।

খসড়া অনুযায়ী কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান, যার পদমর্যাদা হবে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান। এছাড়াও থাকবেন আটজন কমিশনার এবং ১০ জন খণ্ডকালীন সদস্য। কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিতে তিন সদস্যের একটি সার্চ কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি বা অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারপতির নেতৃত্বে এ কমিটি গঠন করা হবে। তারা যোগ্য ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করবেন। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণ নিশ্চিত করতে কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে প্রতি তিন বছর অন্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং প্রকাশ, বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প তদারকি, শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিন্ন নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন এবং অনিয়মের দায়ে বরাদ্দ স্থগিত বা শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের মতো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

বুয়েটের উপ-উপাচার্য ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী এবং ইউআইইউ-এর উপাচার্য ড. মুহাম্মাদ আবুল কাশেম মনে করেন, কেবল নাম পরিবর্তন বা অবকাঠামোগত বদল যথেষ্ট নয় বরং মানসিকতার পরিবর্তন ও গুণগত মান নিশ্চিত করা যরূরী। অন্যদিকে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন আশা প্রকাশ করেন যে নতুন কমিশন গঠিত হ'লে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং কাজের গতি ও সক্ষমতা উভয়ই বাড়বে।

বুয়েট প্রকৌশলীর সফলতা : অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াই চলছে মুরগী পালন

ইমরুল হাসান বুয়েট থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে ২০০৩ সালে পাস করার পর থেকে দীর্ঘদিন দেশে ও বিদেশে টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন লণ্ডন, মিসর, ফিলিপাইন, আরব আমিরাতে অবস্থান করার পর ২০১৪ সালের শেষের দিকে দেশে ফেরেন। এরপর তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন ও কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করেন। সর্বশেষ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শীতকালে নিরাপদ আমিষ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাযীপুরে অ্যান্টিবায়োটিকমুক্ত অর্গানিক মুরগীর খামার গড়ে তোলেন।

ইমরুলের শুরুটা ভালোই ছিল। প্রথম দু'টি ব্যাচে কোন ঝামেলা হয়নি। কারণ সময়টা ছিল শীতের। তবে গরম আসার পরই হোঁচট খেতে হ'ল। পরপর দু'বার রাণীক্ষেত রোগ ও গরমে হাযার হাযার মুরগী মারা গেলে কর্মীরা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরামর্শ দেন। এই কঠিন সময়েও তিনি ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সম্মত হননি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া মুরগী পালনের নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে। পথ খুঁজতে থাকেন ইমরুল। একসময় পেয়েও গেলেন। সেটি হ'ল 'বয়সভেদে শেডের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা'। এটির সঙ্গে খাটালেন তাঁর প্রকৌশলবিদ্যা। নিজেই খামারের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করলেন সার্বক্ষণিক তাপমাত্রা মনিটরিংয়ের সেন্সর। বসালেন কুলিং প্যাড। আর নযর দিলেন মুরগীর খাবারে। আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার ও ইউরোপিয়ান অর্গানিক গাইডলাইন অনুসারে অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত ও অর্গানিক মুরগী পালনের জন্য নিজেই মুরগীর ফিড তৈরি করতে শুরু করলেন। দানাদার খাবার তৈরির জন্য মেশিন ডিজাইন করে চীন থেকে তৈরি করিয়ে আনেন। মুরগীকে নিয়মিত অ্যাপল সিডার ভিনেগার উইথ মাদার, প্রাকৃতিক বিটেইন, অরেগানু, সজনে পাতা, কাঁচা হলুদ, রসুন, আদা, বিভিন্ন ধরনের শাক, পেঁপে পাতা, নিম পাতা, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়।

শুরুতে শুধু একটি শেড দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন তিনটি শেডে চলছে কার্যক্রম। বর্তমানে ফরাসী হার্বার্ড ও ব্রয়লার মুরগী সম্পূর্ণ অর্গানিক উপায়ে উৎপাদন করে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন ইমরুল। উন্নত মানের খাবার ও ভালো মানের টিকার কারণে অর্গানিক মুরগীর মূল্য বাজারদরের চেয়ে বেশী হয়।

নিজের এই সাহসী উদ্যোগ সম্পর্কে ইমরুল বলেন, পড়াশোনা করে জেনেছি অ্যান্টিবায়োটিকের অধিক ব্যবহার মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমিয়ে দেয়। আবার মানুষের শরীরকে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী করে ফেলে। এতে প্রয়োজনের সময় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আর কাজে লাগে না। তার চেয়ে ভয়ানক হ'ল খাবার তালিকা। আমেরিকার ফুড ও ড্রাগ এজেন্সি জানাচ্ছে, মুরগীতে অধিক শক্তিশালী ও ভয়াবহ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। এজন্য তাদের কৃষি বিভাগ বলছে, কোন মুরগীতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হ'লে সেই ডোজ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১০ দিন পর ঐ মুরগী খাওয়া উচিত।

তিনি বলেন, 'সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে থাকবেন' *(ছহীহাহ হা/৩৪৫৩)*। এ হাদীছটি তার নিজের এবং কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আর রাব্বুল আলামীন যেহেতু হালাল এবং পবিত্র খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তিনি তার মুরগী ব্যবসাকে অ্যান্টিবায়োটিক ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল মুক্ত রাখার মাধ্যমে হালালের সাথে 'তাইয়েব' *(বাক্বারাহ ১৬৮)* বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন।

তিনি তার কর্মীদের বুঝান যে, মানুষকে নিরাপদ খাবার খাওয়ানো এবং সততার সাথে মুরগী পালন করা কেবল চাকুরী নয়, এটি একটি ইবাদত। যার প্রতিদান আল্লাহ আখেরাতে দেবেন।

তিনি মনে করেন, অনৈতিকভাবে লাভ বাড়ানোর চেয়ে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা যরূরী। তিনি তার ব্যবসাকে কেবল মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে দেখেন না, বরং দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা হিসাবে দেখেন। মানুষকে বিষমুক্ত খাবার দিয়ে সুস্থ রাখা তার কাছে একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

ইমরুলের এই উদ্যোগ মানুষের শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপদ খাদ্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

[ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের এই অনন্য নযীর কায়েম করার জন্য উদ্যোক্তা ভাই ও তার সাথীদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহসৃষ্ট পবিত্র ও কল্যাণময় খাদ্য মানুষকে পরিবেশনের কারণে আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন। অন্যদেরকেও এ দৃষ্টি অনুসরণ করার জন্য আবেদন জানাই (স.স.)]

বিদেশ

ইউরোপে মদ্যপানে বছরে ৮ লাখ মানুষের মৃত্যু!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সাম্প্রতিক তথ্যমতে ইউরোপে প্রতি বছর প্রায় ৮ লাখ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী অ্যালকোহল ব্যবহার। যা বর্তমান জনস্বাস্থ্যের জন্য এক ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আনাদোলু এজেন্সির বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ অ্যালকোহল সেবনের এই মহাদেশটিতে মদ্যপানজনিত কারণে মৃত্যু ও আহতের হার উদ্বেগজনক। ২০১৯ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই অঞ্চলে প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাযার আহত ব্যক্তির মৃত্যু মদ্যপানের কারণে হয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণগুলো ছিল মদ্যপান করে আত্ম-ক্ষতি, রাস্তার আঘাত এবং পড়ে যাওয়া। বিশেষ করে কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের জন্য এটি এক বড় বিপর্যয়। কারণ বয়ঃসন্ধিকালে অতিরিক্ত মদ্যপান তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ, স্মৃতিশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

[শতভাগ শিক্ষিত লোকদের দেশে মদ্যপানের মত নিকৃষ্ট অভ্যাস অত্যন্ত নিন্দনীয়। দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে বলে গেছেন, যার বেশীতে মাদকতা আনে, তার কমটাও হারাম' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫)। অতএব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। (স.স.)]

মুসলিম জাহান

বিশ্বের প্রথম মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করল তুরস্ক

বিশ্বের প্রথম মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান হিসাবে তুরস্কের 'বায়রাক্টর কিজিলেলমা' আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। গত ৩০শে নভেম্বর রোববার তুর্কি প্রতিরক্ষা সংস্থা 'বায়কার' এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিনোপ উপকূলে এই যুগান্ত কারী পরীক্ষাটি করা হয়। এতে দেশীয়ভাবে তৈরি আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য 'গোকডোগান' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটি নির্ভুলভাবে উচ্চগতির লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম।

পরীক্ষার সময় পাঁচটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ও মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমানটির সঙ্গে উড়েছিল। এগুলো কিজিলেলমার সঙ্গে যৌথ ক্রু-আনক্রু অপারেশনে 'ফর্মেশন ফ্লাইট' পরিচালনা করে। এটি ভবিষ্যতের বিমান যুদ্ধের নতুন ধারণা প্রদর্শন করে। নিম্ন রাডার ক্রস-সেকশন এবং উন্নত সেন্সরের কারণে যুদ্ধবিমানটি দূর থেকে শত্রুবিমানকে দেখা না গেলেও শনাক্ত করতে সক্ষম।

বিবাহ করলেই মিলবে ১৬ লাখ টাকা, সন্তান জন্ম দিলে দ্বিগুণ!

পরিবার গঠনে তরুণদের উৎসাহিত করতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে বিয়ে করলে মোটা অঙ্কের আর্থিক অনুদান এবং সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দুবাইভিত্তিক 'আল-হাবতুর গ্রুপ'। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান দুবাইয়ের প্রখ্যাত ধনকুবের খালাফ আল-হাবতুর জানিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন আমিরাতী নাগরিক বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলে ৫০ হাযার দিরহাম প্রদান করা হবে। এছাড়া বিবাহ পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে ওই দম্পতির সন্তান জন্ম নিলে অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩২ লাখ টাকার সমান। তিনি আরো বলেন, 'বিবাহ এবং পরিবার গঠন কেবল ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব। একটি শক্তিশালী জাতি ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম'।

২০২৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক কোটি ১৫ লাখে, যার মধ্যে স্থানীয় নাগরিকদের হার মাত্র ১৫ শতাংশ। জনসংখ্যার এই ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং স্থানীয়দের পারিবারিক সুরক্ষায় দেশটির সরকার আগে থেকেই বিভিন্ন আর্থিক কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে।

[ধন্যবাদ দুবাইয়ের ধনকুবেরকে আল্লাহ্র বিধানকে সম্মান করার জন্য। সবাইকে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের আহ্বান জানাই। (স.স.)]

হজ্জযাত্রীদের জন্য বিশ্বের প্রথম কুলিং ইহরাম আনলো সঊদী আরব

হজ্জযাত্রীদের নিরাপদ এবং আরও আরামদায়ক থাকতে সঊদী আরব এবার চালু করেছে 'কুলিং ইহরাম' বা 'শীতল ইহরাম'। পোষাকটি দেখতে হুবহু ঐতিহ্যবাহী সাদা ইহরামের মতো। এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ তাপ-প্রতিফলক ও শীতলকারী উন্নত উপাদান। যা সূর্যালোক প্রতিফলিত করার পাশাপাশি বাতাস চলাচলের সুযোগ করে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকা হজ্জযাত্রীদের শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ঘামের সংস্পর্শে এলে দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া এই ইহরামটি প্রখর রোদেও শরীরের আঁঠালো ভাব ও ভার কমিয়ে সতেজতা বজায় রাখে এবং ত্বকে তাপের অনুভূতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে হজ্জযাত্রীদের স্বস্তি দেয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিচ্ছিন্ন কান ৫ মাস পায়ে রেখে মাথায় প্রতিস্থাপন করলেন চীনা চিকিৎসকরা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নযীরবিহীন সাফল্য দেখালেন চীনের শানডং প্রদেশের একটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। এক নারীর বিচ্ছিন্ন কান প্রথমে তাঁর পায়ে স্থাপন করে কিছুদিন রেখে পরবর্তীতে সফলভাবে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করেছেন। ২০২৫ সালের এপ্রিলে এক দুর্ঘটনায় ঐ নারীর কানটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মাথার টিস্যু গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে তা জোড়া লাগানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই রক্ত সঞ্চালন সচল রেখে কানটি বাঁচাতে চিকিৎসকরা অভিনব উপায়ে তা রোগীর পায়ের ওপর প্রতিস্থাপন করেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস সেখানে সযত্নে রাখার পর গত অক্টোবরে জটিল মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে কানটি পুনরায় তার মাথায় ফিরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে কানটি সুস্থ অবস্থায় আছে এবং সেখানে রক্ত সঞ্চালনও স্বাভাবিক।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি ও কারিগরী দক্ষতার এই সমন্বয় ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখাবে বলে চিকিৎসকেরা মনে করছেন।

কমছে পৃথিবীর গতি, ভবিষ্যতে দিন হ'তে পারে ২৫ ঘণ্টা

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, চাঁদের মহাকর্ষীয় প্রভাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে। এর ফলে ভবিষ্যতে দিনের দৈর্ঘ্য ২৪ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ২৫ ঘণ্টা হ'তে পারে। গবেষকদের মতে, পৃথিবীর এই গতি কমে যাওয়ার নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করছে চাঁদ। চাঁদের আকর্ষণে মহাসাগরে সৃষ্ট জোয়ার-ভাটা সমুদ্রের তলদেশে এক প্রচণ্ড ঘর্ষণ বা 'টাইডাল ফ্রিকশন' তৈরি করে। এই ঘর্ষণই পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির লাগাম টেনে ধরছে যা অনেকটা 'ব্রেক'-এর মতো কাজ করে। এই মহাজাগতিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান ঘটে। যার প্রভাবে চাঁদ নিজেও ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো মানব সভ্যতাকে সময়ের নতুন এক কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : মৌলভীবাজার

বিশ্ব আজ তাকিয়ে আছে প্রকৃত ইসলামের দিকে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৩রা জানুয়ারী শনিবার মৌলভীবাজার : অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে যেলার কুলাউড়া থানাধীন যেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভীবাজার যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভার্চুয়াল ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা জুম'আর ২ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা শেষ নবীকে পথহারা মানব জাতির নিকটে পাঠিয়েছেন তাঁর বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি মানবজাতিকে এক আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু মানুষ কালের বিবর্তনে আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত ইসলাম ভুলে গিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধানের দাসত্বে লিপ্ত হয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাই মানুষকে প্রকৃত ইসলামের দিকে পথ দেখায়। আর বিশ্ব আজ তাকিয়ে আছে সেই প্রকৃত ইসলামের দিকেই। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দু'জাহানে শান্তি আসতে পারে। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদিকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, খুলনা-দক্ষিণ যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, আহলেহাদীছ ইমাম ও ওলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আহসান হাবীব ও সিলেট 'আত-তাক্বওয়া মসজিদ এণ্ড ইসলামিক সেন্টারে'র মুতাওয়াল্লী আব্দুছ ছবূর চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কুলাউড়ার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আল-আমীন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেল। সম্মেলনে আল-'আওন-এর পক্ষ হ'তে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং করা হয়। এতে ৮০ জনের ব্লাড গ্রুপিং এবং ৫০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

যেলা সম্মেলন : গাযীপুর-দক্ষিণ

১৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গাযীপুর-দক্ষিণ : অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে মহানগরীর গাছা থানাধীন কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শফীকুল ইসলাম, ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মশিউর রহমান ও ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অলী হাসান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ।

যেলা সম্মেলন : জয়পুরহাট

৩০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার জয়পুরহাট : অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে যেলার আক্কেলপুর থানাধীন জামালগঞ্জ বাজার রেল স্টেশন সংলগ্ন ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর ডা. মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান এবং 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাহফূযুর রহমান, আক্কেলপুর উপযেলা সভাপতি যিল্লুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোশতাক আহমাদ সারোয়ার, যেলা 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান, যেলা আল-'আওনে'র সভাপতি ফিরোজ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি তাহমীদ ও অর্থ সম্পাদক হেদায়াতুল ইসলাম।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ২-৮ জানুয়ারী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ও রাজশাহী সদর যেলার সহযোগিতায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ও পার্শ্ববর্তী ভাড়ালীপাড়া, মহলদারপাড়া, ভুগরইল কালুর মোড়, শিহাবের মোড়, সন্তোষপুর প্রভৃতি এলাকায় শীতার্ত দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, আন্দোলনের হিসাবরক্ষক নাজমুছ ছাকিব, আত-তাহরীক টিভির দায়িত্বশীল শরীফুল ইসলাম, রাশেদুল ইসলাম ও আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ শীতবস্ত্র বিতরণে অংশগ্রহণ করেন।

৯ই জানুয়ারী শুক্রবার রাজশাহী-পূর্ব : অদ্য বাদ আছর যেলার বাঘা, চারঘাট, পুঠিয়া, দূর্গাপুর ও বাগমারা উপযেলার বিভিন্ন স্থানে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র হিসাবে শীতার্তদের মধ্যে ২৯৪টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান ও সাবেক সভাপতি মাস্টার সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

১১ই জানুয়ারী রবিবার ভোলা : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা সদরের চকবাজারস্থ খালেক ম্যানশন-এর ৫ম তলায় যেলা 'আন্দোলন'-এর অফিস উদ্বোধন ও দরিদ্রদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ

মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলার সদর থানাধীন বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর-ই আলম ইসলামী কমপ্লেক্স-এর উপদেষ্টা হাফেয আব্দুল আলীম ও লালমোহন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয ইব্রাহীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠান শেষে শীতার্তদের মাঝে ২৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৪ জানুয়ারী বুধবার গাইবান্ধা-পশ্চিম : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক নূরুল আলম প্রমুখ।

১৬ জানুয়ারী শুক্রবার মেহেরপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহযোগিতায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুযযামান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাকী মাস্টার প্রমুখ।

১৬ জানুয়ারী শুক্রবার নীলফামারী-পশ্চিম : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র হিসাবে শীতার্তদের মাঝে ৯৫টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাকীম মুস্তাফীযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার ত্রিশাল থানাধীন ধানীখোলা মিলন সমাজ দারুল অহি মাদ্রাসার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারী ড. শহীদুল্লাহ খান মাদানী ও অত্র মাদ্রাসার পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

২৭শে ডিসেম্বর শনিবার গান্ধাইল নয়াপাড়া, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়ারেছ প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ২০শে নভেম্বর হ'তে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরিদপুর যেলার আলফাডাঙ্গা থানাধীন বারাংকোলা, জয়দেবপুর; বোয়ালমারী থানাধীন দূর্গাপুর, শেখর, ঢোলভিটা; গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন কাঠিগ্রাম, বর্ষাপাড়া চিতশী; বাগেরহাট যেলার মোল্লাহাট থানাধীন বারইগাতী, সারুলিয়া, রাজপাট, কামারগ্রাম; কচুয়া থানাধীন পশ্চিম টেংরাখালী; চিতলমারী থানাধীন আড়ুয়াবর্ণী ডরপাড়া, ডর দক্ষিণপাড়া, বড় চরপাড়া; মোড়েলগঞ্জ থানাধীন বকুলতলা, সোনাখালী; সদর থানাধীন গোপালকাঠি, কালদিয়া, দড়াটানা ফেরীঘাট; পিরোজপুর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল; নাযীরপুর থানাধীন রঘুনাথপুর খাজুরতলা এবং ১৮ হ'তে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ যেলার সলঙ্গা থানাধীন কাচিয়ারচর, আমসড়া, রশীদপুর, বাদুল্লাপুর; কামারখন্দ থানাধীন রায় দৌলতপুর, বড়কুড়া, কুড়া উদয়পুর, চরকুড়া, চকশাহবাজপুর, শাহবাজপুর, হালুয়াকান্দি; উল্লাপাড়া থানাধীন কানসোনা, দমদমা, সদাই, শাহ জাহানপুর, মাটিকোড়া; কাযীপুর থানাধীন সিংড়াবাড়ী, দুবলাই ও গান্ধাইল নয়াপাড়া এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

২২শে ডিসেম্বর সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বেলা ১১-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মিলনায়তনে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশ করা হয়। 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, মারকাযের শিক্ষক শাহীন রেযা ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ডা. মনছূর আলী প্রমূখ। এ সময় শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে দেশের ৬টি জোন রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর-দিনাজপুর, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা, বগুড়া ও খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের একযোগে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ বছরে ৬টি জোনে ৪র্থ শ্রেণীতে ট্যালেনপুলে ২২, সাধারণ ২৩ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ট্যালেনপুলে ১৩, সাধারণ ১৪ জনসহ মোট ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করে। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেককে মাসিক হিসাবে ১ বছরের জন্য নগদ অর্থ ও সনদ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, গত ১৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর সারাদেশে একযোগে দুই শিফটে ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এই বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাসা উদ্বোধন

৯ই জানুয়ারী শুক্রবার দক্ষিণ কামালনগর, সাতক্ষীরা : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ কামালনগর তারবিয়াতুল উম্মাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসা ও মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ কামারুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মান্নান, অত্র প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুক্বাদ্দাস খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইবাদুল ইসলাম, আবুল কালাম ও শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

আল-আওন

বাগেরহাট ২০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'সোনামণি'র কমিটি পুনর্গঠন ও ৪ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

নড়াইল ২১শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার নড়াগাতী থানাধীন পানিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আল-'আওন'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার সারোয়ার জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। সভা শেষে ৪ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১০ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় ও ১০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

লালমণিরহাট ৪ ও ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোঁচা চৌরাহা মাদ্রাসায় যেলা 'আল-'আওন'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা, প্রশিক্ষণ ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান ও আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। সভায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। পরদিন শুক্রবার 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অত্র যেলার পাটগ্রাম স্টেশন রোড সংলগ্ন বাজার মসজিদে ও অপর সফর সঙ্গী মারকাযের ছাত্র হাফেয আহনাফ মুবাশশির পাবনাপাড়া জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং জুম'আ শেষে তারা রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন। উক্ত ক্যাম্পিংসমূহে ১৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং এবং ৩০ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

বগুড়া ১৩ ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেলার সারিয়াকান্দি থানাধীন যমুনা নদীর চরে যেলা 'আল-'আওন' ও 'সোনামণি'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে দিনব্যাপী শিক্ষা সফর ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ এহসান ও মারকাযের ছাত্র হাফেয আহনাফ মুবাশশির। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি ও ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নরসিংদী ১৪ ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আল-'আওন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রচার সম্পাদক আব্দুল মুহাইমেন রাসেল, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আহসান হাবীব।

যশোর ১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কেশবপুর থানাধীন মূলগ্রাম দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আল-'আওন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও নওদাপাড়া মারকাযের ছাত্র হাফেয আহনাফ মুবাশশির। উল্লেখ্য যে, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

গাইবান্ধা-পশ্চিম ২৯শে ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. যুবায়ের রহমান, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল ওয়াহহাব, 'সোণামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আজমাল ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উক্ত বৈঠকে 'পেশাজীবী ফোরামে'র ১১ সদস্য, 'সোনামণি'র ৭ সদস্য ও আল-'আওনে'র ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনামণি

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৮ ও ৯ জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৮ জানুয়ারী বিকাল ৪-টায় 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবনের ৩য় তলার হলরুমে সোনামণি যেলা পরিচালক ও সহ-পরিচালকদের নিয়ে দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয় সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুন নূর, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, উপদেষ্টা ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও গাযীপুরস্থ জাপান ইন্টারন্যাশনাল ড্রীম স্কুলের

ভাইস প্রিন্সিপাল ও মাস্টার ট্রেইনার জনাব মুহাম্মাদ শামসুযযোহা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও মুহাম্মাদ ইহসান।

১১ই জানুয়ারী রবিবার কাশিপুর, বরিশাল : অদ্য বিকাল ৫-টায় যেলার সদর থানাধীন কাশিপুর বাজারস্থ দারুল উলূম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ঈমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম এবং কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যীনাত মল্লিক ও ইসলামী জাগরণী পেশ করে আহমাদ এজায।

মারকায সংবাদ

মারকায পরিদর্শনে সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ ফুআদ আব্দুর রহমান আর-রশীদ

১০ জানুয়ারী শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল সাড়ে দশটায় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন ‘জামে‘আতুদ দাওয়াহ ওয়াল এরশাদ, রিয়ায, সঊদী আরব’-এর চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট দাঈ শায়খ ফুআদ আব্দুর রহমান আর-রশীদ। ঢাকা থেকে তার সফরসঙ্গী হিসাবে আসেন ‘আন্দোলন’ ঢাকা যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। রাজশাহী বিমানবন্দরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। মারকাযে পৌঁছলে ‘আন্দোলন’-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব তাকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি দারুল ইমারতে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সাথে সাক্ষাৎ করেন ও দীর্ঘ সময় মতবিনিময় করেন। সেখান থেকে তিনি মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভায় যোগদান করেন। বেলা সাড়ে এগারোটায় মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি তাযকিয়া ও তারবিয়া এবং ইলমে দ্বীন অর্জনের অবশ্যকতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ অনুবাদ করেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সপাল ড. নূরুল ইসলাম। সমাপনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত বাংলাদেশে আগমন ও মারকায পরিদর্শনে আসায় তাকে শুকরিয়া জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের শিক্ষক সারওয়ার মিছবাহ। দুপুরে দারুল ইমারতে আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে কিছু সময় বিশ্রাম নেন। অতঃপর বা‘দ আছর তিনি সমস্ত মারকায, আত-তাহরীক অফিস, হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, বিক্রয় বিভাগ, আত-তাহরীক টিভি, আইটি বিভাগ এবং মারকাযের মহিলা শাখা পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশে সালাফীদের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন। অতঃপর সন্ধা ৬.৫০ মিনিটের ফ্লাইট যোগে তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা করেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৫ই জানুয়ারী সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে এক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন মারকাযের মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ।

বিদায় সংবর্ধনা

১৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১১-টায় মারকাযী জামে মসজিদে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দাওরায়ে হাদীছ ১১তম ব্যাচ ২০২৫-এর ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং মারকায নির্বাহী পরিচালনা কমিটির পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের মুহাদ্দিছ মাওলানা আফতাবুদ্দীন, বিদায় গ্রহণকারী ছাত্র আব্দুল্লাহ ও বিদায়দানকারী ছাত্র ছিবগাতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ।

কিশোরী নগর হাফেযিয়া মাদ্রাসা

একজন হাফেয শিক্ষক আবশ্যক

শর্তাবলী:
- হাফেয দাওরায়ে হাদীছ /কামিল পাশ এবং ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন ও নূরাণী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হ’তে হবে।
- আগ্রহী প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬-এর মধ্যে সভাপতি বরাবর আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :
- নাগরিকত্ব সনদ।
- সকল পরীক্ষা পাসের সনদের কপি।
- পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি।
- অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে)।

যোগাযোগ : গ্রামঃ কিশোরী নগর, পোঃ দৌলতখালি, উপজেলাঃ দৌলতপুর, কুষ্টিয়া। মোবাইল : ০১৭১৯-১৬১৪০৬।

খলিসুন প্রোডাক্টস

Khalisun Products

বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg

- হোম মেড
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- রং ও কেমিক্যাল মুক্ত
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- ১০০% খাঁটি ও অথেন্টিক
- ধনিয়া/জিরা ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
- গরম মসলা গুড়া
- শাহী গরম মসলা গুড়া

বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।

SCAN ME
বিসিক নিবন্ধন নং : RA-20251109-0022719
যোগাযোগ : (ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮ Khalisun Products

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : জানাযার ছালাতে মাসবূক কিভাবে ছুটে যাওয়া ছালাতের ক্বাযা আদায় করবে?

-ফিরোয আলম, খড়খড়ি, রাজশাহী।

উত্তর : ফরয ছালাতের ক্বাযা আদায়ের মতই জানাযার ছালাতের ক্বাযা আদায় করবে। অর্থাৎ ইমামের সাথে যা পাবে তা তার অংশ ধরে পঠিতব্য সূরা ও দো'আগুলো পাঠ করবে এবং ছুটে যাওয়া তাকবীর ও দো'আগুলো ইমামের সালাম ফিরানোর পর পাঠ করবে। শায়েখ বিন বায (রহঃ) সহ সালাফী বিদ্বানগণ বলেন, জানাযার ছালাতে কারো কিছু তাকবীর ছুটে গেলে তা পরে আদায় করে নেওয়া সুন্নাত। এটি নবী করীম (ছাঃ))-এর সাধারণ নির্দেশনার আলোকে প্রমাণিত। তিনি বলেছেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে ছালাতের দিকে এগিয়ে যাও। ছালাতের যতটুকু (ইমামের সাথে) পাবে ততটুকু আদায় কর, আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬৮৬)*। ছুটে যাওয়া তাকবীর আদায়ের নিয়ম হ'ল ইমামের সাথে যেখান থেকে ছালাত শুরু করা হয়েছে সেটিকে ছালাতের প্রথম অংশ গণ্য করবে। আর ইমামের সালামের পর যা আদায় করা হবে তা ছালাতের শেষ অংশ হিসাবে গণ্য করবে। যেমন যদি কেউ ইমামকে তৃতীয় তাকবীরের সময় পায়, তবে সে তাকবীর দিয়ে ছালাতে শরীক হয়ে প্রথমেই সূরা ফাতিহা পড়বে। এরপর ইমাম যখন চতুর্থ তাকবীর দেবেন তখন সেও তাকবীর দিবে এবং দরূদ পড়বে। ইমাম সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করলে ঐ ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে নিজের বাকী থাকা তাকবীরটি দিবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার দো'আটি দ্রুত পাঠ করবে। এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সে নিজে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৪৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৯৯)*। উল্লেখ্য যে, মাসবূক ছালাত সমাপ্ত করে সালাম ফিরানোর পর লাশ সরিয়ে নিবে।

প্রশ্ন (২/১৬২) : পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে সন্তান পিতার সঙ্গে থাকে। পরবর্তীতে পিতা পুনরায় বিবাহ করলে সে সৎ মায়ের পরিচর্যায় বড় হয়। সন্তানটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি তার শারঈ কোন দায়িত্ব আছে কি? নাকি প্রতিপালন করার কারণে যাবতীয় দায়িত্ব কেবল সৎ মায়ের প্রতি পালন করতে হবে?

-ফারায আব্দুল্লাহ, ফার্মগেট, ঢাকা।

উত্তর : গর্ভধারিণী মা-ই প্রধান হকদার। তবে সৎ মা লালন-পালন করার কারণে তিনিও সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার। যেমন আল্লাহ বলেন, 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত হ'তে পারে কি? *(আর-রহমান ৫৫/৬০)*। অতএব নিজ মায়ের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করার পাশাপাশি সৎ মায়ের প্রতিও যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : ছালাতের ভিতরে রাক'আত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হ'লে যেমন একবার মনে হচ্ছে পূর্ণ হয়েছে, আরেকবার মনে হচ্ছে এক রাক'আত কম হয়েছে। পরক্ষণেই পূর্ণ হয়েছে মনে হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুল হালীম, পাবনা।

উত্তর : যত রাক'আতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে সেটা ধরে ছালাত সম্পন্ন করবে এবং শেষ রাক'আতে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার ছালাতে সন্দেহে পড়ে এবং বুঝতে পারে না, সে তিন রাক'আত পড়েছে নাকি চার রাক'আত, তখন সে সন্দেহকে পরিত্যাগ করবে এবং যে বিষয়ে নিশ্চিত হবে, সে অনুযায়ী কাজ করবে। এরপর সে সালাম ফেরানোর আগে দু'টি সহো সিজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাক'আত পড়ে থাকে, তাহ'লে এ দুই সিজদা তার ছালাতকে যুগল করবে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ করবে)। আর যদি সে চার রাক'আত পূর্ণই করে থাকে, তাহ'লে এই দুই সিজদা শয়তানের জন্য অপমানস্বরূপ হবে' *(মুসলিম হা/৫৭১; মিশকাত হা/১০১৫)*। আর যদি সন্দেহ দূর না হয় তাহ'লে কম সংখ্যক রাক'আত ধরে ছালাত সমাপ্ত করবে এবং সালামের পূর্বে সহো সিজদা দিবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৬১)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : শারঈ দৃষ্টিতে সন্তানের ব্যক্তি স্বাধীনতা কতটুকু? নাকি সব ক্ষেত্রেই পিতা-মাতার পরামর্শ ও নির্দেশনা থাকা যরূরী?

-তাহমীদ বিন হাফীয, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় সার্বিক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার পরামর্শ ও নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না। তবে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। পিতা-মাতার কোন পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত যদি ইসলাম বিরোধী হয়, তাহ'লে সেগুলো এড়িয়ে যাবে এবং নিজে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে। আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তবে পার্থিব জীবনে তুমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে যাবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : পর্যাপ্ত জমি-জমা, ব্যবসা ও ব্যাংক ব্যালান্স আছে। কিন্তু করব করব করে হজ্জ করা হয়নি। এমতাবস্থায় হজ্জ না করে মারা গেলে আমার পাপ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, পাবনা।

উত্তর : অবশ্যই ফরয ত্যাগ করার জন্য পাপ হবে। আল্লাহ বলেন, 'মানুষের উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা, যাদের পথ খরচের সামর্থ্য আছে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর

হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ আদায় কর' *(মুসলিম হা/১৩৩৭)*। সুতরাং আল্লাহ যার উপর হজ্জ ফরয করেছেন তাকে অবশ্যই হজ্জ পালন করতে হবে। এক্ষণে করণীয় হ'ল যত দ্রুত সম্ভব নিজে হজ্জ করা। আর নিজের শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে যারা ইতিমধ্যে নিজে হজ্জ করেছেন তাদের কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো *(আবুদাউদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : যমযমের পানি বিদেশ থেকে আনতে বেশ খরচ ও পরিশ্রম হয়। এ পানি বিক্রি করা যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : যমযমের পানিসহ যেকোন পানি পুরোপুরি নিজ মালিকানায় চলে আসলে এবং তা বহনে খরচ এবং কষ্ট হ'লে বিক্রয় করা যাবে। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পাত্রে পানি সংগ্রহ করে এবং সে তা (সংগ্রহ করার মাধ্যমে) মালিকানা লাভ করে। ঐ পানি বিক্রি করা তার জন্য বৈধ। এব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই এবং এভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন নগরে দীর্ঘদিন ধরে পানিভর্তি মশক বা পাত্র বিক্রি করে আসার রীতি চলমান রয়েছে, যা কেউ অস্বীকারও করেনি' *(আল-মুগনী ৪/২১৫)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যমযমের পানি বিক্রি করায় কোন দোষ নেই এবং এটিকে মক্কা থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও কোন গুনাহ বা আপত্তির কিছু নেই' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১৩৮)*। তবে মালিকানাহীন পানি বিক্রয় করা যাবে না। কারণ তাতে সবার অধিকার রয়েছে' *(আবুদাউদ হা/৩৪৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৯৬৬)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : কবরস্থানে বাঁশ বা অন্যান্য গাছ লাগানোর ফলে কবরের উপর গাছগুলো চলে আসলে তাতে কবরের মর্যাদা নষ্ট হয় কি?

-আবু তালেব, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : কবরস্থানে বাঁশ বা যেকোন গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকা শ্রেয়। প্রথমত কবরস্থান চাষাবাদের স্থান নয়। দ্বিতীয়ত কবরস্থানকে বাগানের ন্যায় সুসজ্জিত করা মূলত ইহূদী-নাছারাদের কাজ, যার বিরোধিতা করা আবশ্যক। তৃতীয়ত কবরস্থানে ছায়াদার বৃক্ষরোপণ বা ফুলগাছ লাগানোর নযীর সালাফে ছালেহীন থেকে পাওয়া যায় না। এজন্য আজও আরব বিশ্বের কবরস্থানগুলো অনাড়ম্বর দেখা যায়, যেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। এ ব্যাপারে হাদীছে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বিদ্বানগণ কবরস্থানকে গাছ-পালায় সুসজ্জিত না করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৪৪৯-৪৫০; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/২; মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়েখ, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৩/২০০)*। তবে কবরস্থানের ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ থাকলে বা মুছল্লীদের ছায়ার জন্য বৃক্ষরোপণ করলে তাতে দোষ নেই। তাছাড়া কবরস্থানের বৃক্ষের ফল খাওয়াতেও কোন দোষ নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪০৭; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/০২)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : দত্তক নেওয়া সন্তানকে মাহরাম বানানোর জন্য বোনের বা ভাবীর দুধ পান করানো যাবে কি?

-মুজীবুল্লাহ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : দুগ্ধপোষ্য শিশু হ'লে দুধ পান করাতে পারে। কারণ দুধ পান করানোর মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হয়। তবে ভাবীর দুধ পান করানোতে ভাবীর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়রা মাহরাম সাব্যস্ত হবে ভাবীর ননদ বা শাশুড়ীরা নয়। উল্লেখ্য যে, কোন শিশুর দুধ মা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। ১. দুধ পান করার বয়সে দুধ পান করতে হবে। ২. কমপক্ষে পাঁচ বার দুধ পান করাতে হবে। পাঁচ বার অর্থ পাঁচ ঢোক নয়; বরং পৃথক পৃথক সময়ে পাঁচবার তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করা *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুধ পান করানোর মাধ্যমে হারাম (মাহরাম) প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল সেই দুধ থেকে, যা শিশুর পেটে প্রবেশ করে অর্থাৎ স্তন থেকে সরাসরি পান করা এবং যা দুধ ছাড়ানোর পূর্বে হয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/১১৫২; মিশকাত হা/৩১৭৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : মহিলারা ঘরে ফরয ছালাত একাকী পড়া অবস্থায় কুনূতে নাযেলা পড়তে পারবে কি?

-রেহানা, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : মহিলারাও বাড়িতে একাকী ছালাত আদায়কালে পুরুষের মত কুনূতে নাযেলা পাঠ করতে পারে। কারণ শরী'আতের বিধান সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'কুনূত শুধু বিতর ছালাতে পাঠ করা হয়। কেবল তখনই এটি অন্যান্য ছালাতে পড়া যায়, যখন মুসলিম উম্মাহর উপর কোন বিশেষ বিপদ নাযিল হয়। তখন প্রতিটি ছালাত আদায়কারী মুসলিম সেই বিপদজনিত কুনূত পড়তে পারে। তবে এটি বিশেষভাবে ফজর এবং মাগরিবের ছালাতে অধিক গুরুত্বসহ পড়া হয়, সেই বিপদের প্রয়োজন অনুযায়ী' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৩)*। এছাড়াও শায়েখ বিন বায (রহঃ) পুরুষ ও নারীর একাকী ছালাত আদায়কালে কুনূতে নাযেলা পাঠ জায়েযের পক্ষে মত দিয়েছেন *(ফাতাওয়াদ দুরূস; বিস্তারিত, ফাতাওয়া রাহীমিয়াহ ৬/২২)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : ইউরোপে বসবাসকারী নাগরিকরা ক্রিসমাস উপলক্ষে বোনাস পেয়ে থাকে। উক্ত বোনাসের টাকা নিজের জন্য খরচ করা যাবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন ভাতা গ্রহণ করে বৈধ। আবু বারযা আসলামী (রাঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল অগ্নি উপাসক। তারা নওরোয (নববর্ষ) ও মেহেরজান (তাদের উৎসব) উপলক্ষে তাকে উপহার পাঠাত। তখন তিনি তার পরিবারকে বলতেন, যা ফলমূল তা গ্রহণ করো। আর যা এর বাইরে তা ফিরিয়ে দাও *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৬৭৪)*। এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কিছু প্রতিবেশী অগ্নি উপাসক। তাদের যখন উৎসব হয়, তখন তারা আমাদের উপহার পাঠায়। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, যা সে তার দ্বীনের জন্য যবেহ করেছে, তা তোমরা খেয়ো না। তবে তাদের বাগানের ফলমূল খেতে পার *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪৩৭১)*। আলী (রাঃ)-এর নিকট নওরোয উৎসবের একটি উপহার আনা হ'লে তিনি তা গ্রহণ করেন। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'তাদের

উৎসবের দিনে তাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করা যাবে-যদি তাতে তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান বা অংশগ্রহণের অর্থ না থাকে' *(ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৫২)*। সুতরাং সাবধান থাকতে হবে যেন এতে অমুসলিমদের ধর্মীয় আচারের প্রতি সম্মানবোধ বা তার প্রতি স্বীকৃতি অন্তরে জাগ্রত না হয় এবং তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা হয়। ওমর (রাঃ) বলেন, 'তোমরা অমুসলিমদের রেওয়াজ গ্রহণ কর না, মুশরিকদের উৎসবের দিনে তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ কর না। কেননা সে সময় তাদের ওপর (আল্লাহর) অভিশাপ বর্ষিত হয়' *(মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক হা/৯০৬১)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : প্রচণ্ড শীত বা কুয়াশার কারণে মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : প্রচণ্ড শীত বা কুয়াশা অন্যতম শারঈ ওযর। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে কারো সমস্যা হ'লে সে বাড়িতে পরিবার নিয়ে জামা'আতে বা একাকী ছালাত আদায় করতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) এক রাতে প্রবল শীত ও তীব্র বাতাসের মধ্যে ছালাতের জন্য আযান দিলেন। এরপর তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা নিজেদের বাড়িতে ছালাত আদায় কর। পরে তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুওয়ায্যিনকে নির্দেশ দিতেন যে, যদি রাতটি প্রবল শীত, বৃষ্টি বা ঝড়ো বাতাসপূর্ণ হয় তখন সে যেন ঘোষণা দেয়- সাবধান! তোমরা নিজেদের বাড়িতে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী হা/৬৯৭; মিশকাত হা/১০৫৫)*। ইমাম নববী বলেন, 'প্রচণ্ড শীতের রাত ও দিনের জন্য জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার বৈধ ওযর; আর প্রচণ্ড গরম দুপুরের জন্য বৈধ ওযর এবং বরফও ওযর হিসাবে গণ্য হয় যদি তা কাপড় ভিজিয়ে দেয়' *(আল-মাজমূ' ৪/৯৯)*। আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, 'এই হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি প্রমাণ করে যে, বৃষ্টি ও শীতের কারণে ইমামের সঙ্গে প্রধান জামা'আতে যোগ না দেওয়াও জায়েয। কারণ এগুলো ইমামের জামা'আত ত্যাগ করার বৈধ কারণ হিসাবে গণ্য হয়' *(শরহ আবুদাঊদ ৬/২৭৬)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : বিদেশ থেকে টাকা পাঠালে দুই শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যায়। এই টাকা কি হালাল হবে?

-জসীমুদ্দীন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সরকার প্রদত্ত যেকোন হালাল হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করা জায়েয। সরকার প্রবাসীদের বৈধ ও সরকারী মাধ্যমে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত করার জন্যই এই হাদিয়া দিয়ে থাকে। এটা সূদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তা গ্রহণে দোষ নেই *(ড. আব্দুল করীম, আল-উমূলাতুল মাছরিফিয়াহ পৃ. ২৬২)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : মানতকৃত পশুর গোশতের অংশ নিজে খাওয়া যাবে কি?

-আলিফ মাহমূদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : মানতকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে মানতকারীর নিয়তের উপর। ফাতাওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি এমন মানত করে যাতে খাবার খাওয়ানোর বিষয় জড়িয়ে আছে সাধারণ নিয়ম হ'ল, মানতের সেই খাবার মানতকারী নিজে খেতে পারবে না। কিন্তু যদি মানত করার সময় সে এই শর্ত রাখে বা নিয়ত করে যে, সে নিজেও খাবে, তাহ'লে তার সেই শর্ত বা নিয়ত অনুযায়ী নিজেও খেতে পারবে' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৩৯২)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : ছোটবেলায় আমার পিতা-মাতার বিচ্ছেদ হয়। পিতা-মাতা উভয়েই আমাকে তাদের কাছে রাখতে চায়। আমি মায়ের অসুস্থতার কারণে তার সাথে থাকি। এতে আমার পিতা কষ্ট পায়। পিতার কাছে না থাকায় আমার গোনাহ হবে কি? আবার আমার পিতা আমাকে চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বাধ্য করে। যদিও আমি এ বিষয়ে আগ্রহী নই। কারণ আমি সহশিক্ষা ও বেপর্দা পরিবেশ থেকে বেঁচে থাকতে চাই। এজন্য পিতার পরিবার থেকে নানামুখী চাপের শিকার হই। এখন কার কাছে থাকা আমার উচিত হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দিনাজপুর।

উত্তর : সন্তান ছোট হ'লে তার দেখাশোনা ও হেফাযতের মূল দায়িত্ব হয় মাতার। শর্ত হচ্ছে মা যদি নতুন করে বিয়ে না করে *(আবুদাঊদ হা/২২৭৬; মিশকাত হা/৩৩৭৮, সনদ ছহীহ)*। এই ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী সকল আলেম একমত। তবে সন্তান ভালো-মন্দ বুঝার বয়সে উপনীত হ'লে সে কার নিকট থাকবে সে ব্যাপারে সে স্বাধীন। এক্ষণে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হ'লে সে মায়ের নিকট থাকতে পারে *(আবুদাঊদ হা/২২৭৭; মিশকাত হা/৩৩৮১, সনদ ছহীহ)*। তবে পিতা-মাতা উভয়ের পরামর্শ নিয়ে জীবন পরিচালনা করা কর্তব্য। কিন্তু পিতা-মাতার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে পিতার সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য হবে। বিশেষত কন্যা সন্তানের বিবাহের সময় পিতার অনুমতি আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, নারীর জন্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা বা চাকুরী করা আবশ্যক নয়। বরং ফিৎনার কারণ হ'তে পারে। এজন্য পিতার উচিৎ বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : ব্যাংক বা সূদী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেয়ে কেউ মিষ্টি খাওয়ালে উক্ত মিষ্টি খাওয়া কি হালাল হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : মিষ্টি খাওয়ায় দোষ নেই। কেননা সেটা বৈধ হাদিয়া হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। শায়েখ ওছায়মীন বলেন, 'যদি কেউ অবৈধ উপার্জন থেকে অর্থ পায় যেমন প্রতারণা, সূদ, মিথ্যা বা অনৈতিক উপায়ে, তাহ'লে যিনি সেই অর্থ উপার্জন করেছেন, তার জন্য এটি হারাম। কিন্তু কেউ যদি সেই ব্যক্তি থেকে বৈধ পথে অর্থ পায়, তবে তার জন্য সেটি গ্রহণ করা হারাম নয়। নবী করীম (ছাঃ)-এর সময় ইহূদীদের সঙ্গে ব্যবসা হ'ত। তিনি তাদের কাছ থেকে বৈধভাবে পণ্য নিতেন *(তাফসীরুল কুরআন ১/১৯৮)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অমুসলিমদের দেওয়া হালাল খাদ্য হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করতেন। অতএব এসব মিষ্টি গ্রহণে দোষ নেই। তবে এমতবস্থায় তাকে অবশ্যই নছীহত করতে হবে যেন সে যে কোন মূল্যে সূদী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে বিকল্প হালাল রূযীর

অনুসন্ধান করে, কেননা সূদ আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল *(বাক্বারা ২/২৭৯)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : আমার পিতার প্রস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বর্তমানে তাঁর প্রস্রাবের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তিনি প্রস্রাবের বেগ অনুভব করতে পারেন না। তাই তিনি কিছুক্ষণ পর পর টয়লেটে যান। কিন্তু এরপরও অনিচ্ছাকৃতভাবে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বের হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। ওমরা করা অবস্থায় যদি তার প্রস্রাব পড়ে যায় বা শর্ট প্যান্ট পরে ওমরা করেন এতে ওমরা হবে কি?

-তাজুল ইসলাম, সাতক্ষীরা।

উত্তর: প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণে প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রণ না থাকা একটি স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা। তাই তিনি শরী'আতের দৃষ্টিতে মা'যূর বা বিশেষ ছাড় পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন। প্রস্রাব পড়ে যাওয়ার ভয় থাকলে তিনি অ্যাডাল্ট ডায়াপার বা প্যাড ব্যবহার করতে পারেন। যদি ডায়াপার পরার জন্য বা আটকে রাখার জন্য সেলাই করা কোন অন্তর্বাস বা শর্ট প্যান্ট পরার প্রয়োজন হয়, তবে অসুস্থতার কারণে সেটি পরা তার জন্য জায়েয। এক্ষেত্রে নিয়ম হ'ল, ওমরাহ শুরুর আগে (তাওয়াফের আগে) তিনি একবার ওযূ করবেন এবং সেই ওযূ দিয়েই ওমরাহ সম্পন্ন করবেন। এর মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাব বের হ'লে তার পবিত্রতা বা ওমরাহ নষ্ট হবে না, কেননা তিনি মা'যূর *(রুহায়বানী, মাতালিবু উলিন নুহা ১/২৬৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২৫৭)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : দৈনন্দিন পঠিতব্য যিকিরগুলো নিজের মত করে একশ বার, এক হাযার বার বা ইচ্ছামত পাঠ করা যাবে কি? এছাড়া কুরআন পড়ার শুরুতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক কি?

-আশিকুয্যামান, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছে উল্লিখিত দো'আ ও যিকিরসমূহ যতবার পাঠ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ততবারই পড়তে হবে। ইচ্ছামত কমবেশী করে পড়া যাবে না। নির্দিষ্ট সংখ্যায় পাঠ করলে এর বিশেষ ছওয়াব ও উপকারিতা নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ২/৩৩০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/২০৩)*। আর যেগুলোর ব্যাপারে সংখ্যা উল্লেখ নেই সেগুলো সাধারণত বেজোড় সংখ্যায় পাঠ করা উত্তম। তবে অসংখ্য বারও পড়া যায়। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর তাসবীহ তেলাওয়াতে রত থাক' *(আলে ইমরান ৩/৪১)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*। আর কুরআন পড়ার শুরুতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক নয়। তবে কেউ চাইলে পড়তে পারে। এতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : মসজিদে দানকৃত টাকা দিয়ে মক্তব বা মাদ্রাসা পরিচালনা করা যাবে কি?

-রুস্তম আলী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : শর্তসাপেক্ষে জায়েয হ'তে পারে। যেমন– **প্রথমত** যদি দাতাগণ সাধারণভাবে মসজিদ সংশ্লিষ্টকাজে ব্যয় করার অনুমতি দেন। অথবা মসজিদের তহবিল যদি সাধারণ তহবিল হিসাবে পরিচিত হয় যা থেকে পার্শ্ববর্তী মক্তব বা মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। **দ্বিতীয়ত** মক্তব যদি মসজিদের অংশ হয় এবং সেটি মসজিদেরই একটি শিক্ষা কার্যক্রম হিসাবে পরিচালিত হয়। তবে শর্ত হ'ল, মসজিদের মূল প্রয়োজনীয় কাজ যেন এতে ব্যাহত না হয়।

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে মসজিদের টাকা সরাসরি মক্তব-মাদ্রাসা নির্মাণ বা শিক্ষকদের বেতন হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয নয়, যদি না দাতা এর অনুমতি দেন বা মক্তবটি মসজিদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়। মসজিদের টাকা মসজিদের খাতেই ব্যয় করা কর্তব্য *(মুছতফা রুহায়বানী, মাতালিবু উলিন নুহা ৪/২৯৯)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : রামাযান মাসে কবরের আযাব স্থগিত থাকে কি?

-রবীউল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ২৪৬ পৃঃ; ইবনু রজব, আহওয়ালুল কুবূর ১/১০৫)*। স্মর্তব্য যে, 'রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা কেউ কেউ কবরের আযাব মাফ হওয়ার ব্যাখ্যা করে থাকেন, যার প্রমাণে কোন দলীল নেই। বরং হাদীছটির ব্যাখ্যা হ'ল- রামাযান মাসে বান্দার আনুগত্যের পথ অধিক সহজ করে দেওয়া হয় যা জান্নাত লাভের উপায় এবং পাপকর্ম থেকে বান্দার চিন্তা-চেতনাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, যা তার জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার উপায়' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১১৪, হা/১৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/১৬২)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : আমার কাছে কেউ টাকা আমানত রাখতে দিলে সেখান থেকে আমি কিছু টাকা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে পরে সেখানে রেখে দেই অথবা সময়মত আমানত বুঝিয়ে দেই। এতে কি আমি পাপী হব বা এক্ষেত্রে কি সঠিকভাবে আমানত রক্ষা করা হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর: সাধারণ অনুমতি থাকলে সেখান থেকে খরচ দোষণীয় নয়। আর অনুমতি না থাকলে সেখানে কোন খরচ করা উচিৎ নয়। কারণ আমানত যথাযথভাবে ফেরত দেওয়াই কর্তব্য *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২২/৮৪)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ আপনার নিকট কোন কিছু আমানত রাখে, তবে তার অনুমতি ব্যতীত আপনার জন্য তা খরচ বা ব্যবহার করা বৈধ নয়। কর্তব্য হ'ল তা এমন নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা, যেখানে সাধারণত এ জাতীয় জিনিস সংরক্ষণ করা হয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৪১১)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : ই'তিকাফ-এর ফযীলত কি? মহিলারা কি এ ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

-কায়ছার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ই'তিকাফ তাকওয়া অর্জন করার বড় মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ সমূহে

অবস্থান কর ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তবে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন ফযীলতের কথা ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। আর মহিলাগণ কোন জামে মসজিদে ই'তিকাফে বসতে পারবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে নববীতে ই'তিকাফে বসতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : জনৈক আলেম বলেছেন, সাহারীতে ফজরের আযান শুরু হ'লে যদি প্লেট ভর্তি ভাত থাকে আর সেটি থেকে এক দানা পরিমাণ খেলেও ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে। এই বক্তব্য কি সঠিক?

-মিনহাজ পারভেয, রাজশাহী।

উত্তর : এমন কথা যথার্থ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন (ফজরের) আযান শুনতে পায়, এমতাবস্থায় যদি পানির পাত্র তার হাতে থাকে, তবে সে যেন তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূরণ না করা পর্যন্ত (অর্থাৎ তৃপ্তি মিটিয়ে পান না করা পর্যন্ত) পাত্রটি রেখে না দেয়' *(আবুদাউদ হা/২৩৫০; ছহীহাহ হা/১৩৯৪)*। শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান বলেন, 'এমতবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের পর যদি কেউ এক-দুই মিনিট বা এই জাতীয় সামান্য দেরি করে ফেলে তবে তাতে কোন সমস্যা নেই *(আল-মুনতাকা ৬৬/৩৩)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'উত্তম ও সতর্কতামূলক কাজ হ'ল আযান শোনার সাথে সাথেই পানাহার থেকে বিরত হওয়া। কিন্তু আযান চলাকালে যদি সে কিছু পান করে বা খায়, তবে তাতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ সে ফজর উদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তে পারেনি' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২৮৬)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : রামাযানে নফল ইবাদত ফরয ইবাদতের সমান এবং ফরয ইবাদত ৭০টি ফরয ইবাদতের সমান। এ হাদীছটির কোন সত্যতা আছে কি?

-আদনান, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটি যঈফ। আর উক্ত মর্মের সকল বর্ণনাই যঈফ, মুনকার ও মওযূ' *(যঈফাহ হা/৮৭১; মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছওম' অধ্যায়; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৯-৬০১)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : স্বামী স্ত্রীকে দেশে রেখে বিদেশে একটানা কত দিন থাকতে পারবে? এরূপ কোন শারঈ নির্দেশনা আছে কি? প্রবাসীদের জন্য সঠিক নির্দেশনা জানতে চাই।

-শফীকুল ইসলাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও সান্নিধ্যের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে রেখে একটানা কতদিন প্রবাসে বা বিদেশে থাকতে পারবে এ বিষয়ে শরী'আতে সরাসরি কোন সময় নির্ধারিত না থাকলেও খলীফা ওমর (রাঃ)-এর আমল থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যায়। একবার তিনি এক মহিলার আক্ষেপপূর্ণ কবিতা শুনলেন, যার স্বামী দীর্ঘকাল ধরে জিহাদের ময়দানে (বিদেশে) ছিল। এই ঘটনার পর তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফছাকে জিজ্ঞেস করেন, একজন নারী তার স্বামী ছাড়া সর্বোচ্চ কতদিন ধৈর্য ধরতে পারে? হাফছাহ (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন ৪ মাস। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করেন যে, কোন সৈন্যকে যেন চার মাসের বেশী তাদের পরিবার থেকে দূরে রাখা না হয়' *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১২৫৯৩; খারায়েত্বী, ই'তিলালুল কুলূব হা/৩৯৯)*। ফক্বীহগণের মতে, এই ৪ মাসের বিষয়টি একটি মানদণ্ড। তবে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা বিবেচনায় এর বিধান যদি স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকেন এবং স্বামী বিদেশে থাকাকালীন স্ত্রীর ভরণপোষণ, নিরাপত্তা ও চারিত্রিক হেফাযতের পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে তবে স্বামী ৪ মাসের বেশী বা দীর্ঘ সময় বিদেশে থাকতে পারবেন। এতে কোন গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : একজন বিবাহিত মহিলা স্বামী থাকা অবস্থায় একজন অবিবাহিত ছেলের সাথে সম্পর্ক করে এবং মোবাইলে ভিডিও কনফারেন্স করে দুই জন বন্ধুকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করেছে। উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?

-রানা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : একজনের স্ত্রী থাকা অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ করলে তা বাতিল। এই বিবাহের মাধ্যমে সংসার করলে তা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহ অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ৪/২৪)*। বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন যে, স্বামীর বিবাহে থাকাকালীন অথবা অন্য স্বামীর ইদ্দত পালনকালে কোন নারীর বিবাহ করা জায়েয নয়। এই বিবাহ সকলের ঐক্যমতে বাতিল এবং এই অবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক যিনা (ব্যভিচার) হিসাবে গণ্য হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/২২৬)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : আমি বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা দেই। আমার একজন পরিচালক আছেন, যিনি মাঝে-মধ্যে এসে ছাত্রদের পরীক্ষা নেন। ছাত্ররা আমাকে যে হাদিয়া প্রদান করে সেখান থেকে শতকরা ২০% টাকা আমার পরিচালক নেন। এটি শরী'আতসম্মত হচ্ছে কি?

-শাহাদত হোসাইন, দিনাজপুর।

উত্তর: চুক্তি থাকলে পরিচালক ২০% অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানরা তাদের (পরস্পরের) শর্তাবলীর ওপর অটল থাকবে...*(তিরমিযী হা/১৩৫২; মিশকাত হা/২৯২৩, সনদ ছহীহ)*। আর যদি পূর্ব থেকে কোন চুক্তি না থাকে কিংবা পরস্পর সমঝোতা ছাড়াই পরিচালক কেবল ক্ষমতার জোরে বা চাপে ফেলে এটা নেন, তবে সেটি শরী'আতসম্মত নয়। বরং এটি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার শামিল *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : প্রতিদিনই মসজিদে অবস্থান করে ইশরাকের ছালাত আদায় করা কি বিদ'আত?

-নহর কাদের, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বিদ'আত নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম আমল হ'ল নিয়মিত করা। যদিও তা কম হয়' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১২৪২)*। ইশরাকের ছালাত মুস্তাহাব। কেউ চাইলে নিয়মিত এই ফযীলতপূর্ণ ছালাত আদায় করতে পারেন।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : এক ভাই অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও ব্যবসায়িক

প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শুরু থেকেই ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তিনি সূদের সাথে যুক্ত থাকতে চান না। কিন্তু ঋণ ছাড়া চলা খুব কষ্টকর হচ্ছে। এমতাবস্থায় সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া তার জন্য বৈধ হবে কি?

-রাশেদুল ইসলাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সূদী ঋণ নেওয়া কোনভাবেই জায়েয নয়। কারণ এটি মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন নয়, বরং সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা মাত্র। হারাম উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হারাম। অতএব অবিলম্বে এই সূদী কারবার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং হালাল বিকল্প খুঁজতে হবে। ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে কোন দ্বীনী ভাইয়ের কাছ থেকে 'কর্যে হাসানা' (নিঃস্বার্থ ঋণ) নেওয়া যেতে পারে। অথবা মুযারাবা (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব) ভিত্তিতে বিনিয়োগকারী খোঁজা যেতে পারে। এটা সম্ভব না হ'লে ব্যবসা ছোট করতে হবে। ঋণের বোঝা বহনের চেয়ে ছোট পরিসরে নিজের পুঁজিতে ব্যবসা করা উত্তম। আল্লাহ অল্পতেই বরকত দেবেন ইনশাআল্লাহ। সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। অতএব যতদ্রুত সম্ভব সূদী ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : আমি পরিবারের ছোট ছেলে। পিতা অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল ২০২১ সালে। পরে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তিনি বর্তমানে আর বিয়ে করতে চান না এবং আমাদের বাড়িতেই থাকেন। এমতাবস্থায় বোনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কি আমার উপর ফরয?

-আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ইসলামী বিধান অনুযায়ী যদি পিতা মারা যান অথবা আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হন এবং বোনদের নিজস্ব কোন সম্পদ বা আয় না থাকে, তবে ভাইদের ওপর বোনদের ভরণপোষণ অপরিহার্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী পর্দা হবে' *(তিরমিযী হা/১৯১২; ছহীহাহ হা/২৯৪)*। জাবের (রাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলে তিনি তার ৯ বোনের দায়িত্ব নেন এবং তাদের দেখভাল করার জন্য একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন' *(বুখারী হা/২৯৬৭; মিশকাত হা/৩০৮৮)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : মসজিদে গিয়ে দেখি ফরয ছালাতের জামা'আত শেষ হয়ে জানাযার ছালাত শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমার জন্য জানাযার ছালাত আগে আদায় করা যরূরী, না কি ফরয ছালাত আগে আদায় করা উচিত?

-শহীদুল ইসলাম, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর : প্রথমে জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করবে। অতঃপর ফরয ছালাত আদায় করবে। কারণ জানাযার ছালাতের সময় সীমিত এবং ফরয ছালাতের সময় প্রশস্ত *(মুগনী ২/৩১৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৯৩, ১৩/১৫১)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : আমি একটি চায়নীজ কোম্পানীতে চাকুরী করি। সেখানে প্লাস্টিকের পরচুলা দিয়ে ক্যাপ তৈরি করা হয় এবং সেগুলো বিদেশে রফতানী করা হয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা কি হালাল হবে?

-রাসেল বিন মনীর, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ইসলামে পরচুলা নিষিদ্ধ' *(বুখারী হা/৩৪৬৮; মুসলিম হা/২১২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বনু ইস্রাঈলকে কেবল তখনই আযাব দেওয়া হয়েছিল, যখন তাদের নারীরা এগুলো ব্যবহার করেছিল' *(মুসলিম হা/২১২৭)*। তিনি বলেন, যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্য কোন (পর) চুল সংযোজন করলো, সে আসলে তার মধ্যে মিথ্যা প্রবেশ করালো' *(ছহীহাহ হা/১০০৮)*। এরূপ কোম্পানীতে চাকুরী করা অন্যায় কাজে সহায়তা করার শামিল। সেকারণ বিকল্প বৈধ পথ খুঁজে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : আমি একটি এমপিওভুক্ত স্কুলের সহকারী শিক্ষক। বিভিন্ন প্রকাশনী আমাদেরকে টাকা দেয় যেন আমরা তাদের প্রকাশিত গাইড বই শিক্ষার্থীদের কিনতে উৎসাহ দেই। আমি না বললেও শিক্ষার্থীরা এসব বই কিনে। যদি আমি এই টাকা না নেই, তাহ'লে অন্য শিক্ষকরা নেবে। এই টাকা গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : লাইব্রেরী বা প্রকাশনীর মালিকদের কাছ থেকে শিক্ষকদের এভাবে অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়। কারণ এটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে শিক্ষার্থীদের এমন বই কিনতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য করা হয় যা হয়তো তাদের প্রয়োজন নেই অথবা বাজারে তার চেয়েও অধিক উপকারী অন্য বই রয়েছে। যদি কোন শিক্ষক একাজে জড়িয়ে পড়েন, তবে তিনি হবেন সবচেয়ে বড় খেয়ানতকারী। কেননা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দিকনির্দেশনা দেওয়া একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য অবশ্য কর্তব্য' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৫৭০-৭১)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চুক্তি অনুযায়ী আমাকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কিন্তু আমার নির্ধারিত কাজ প্রায় ৫ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। বাকী ৩ ঘণ্টা আমি কি ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতে পারব? এছাড়া ঐ সময় কোম্পানির উপকারে আসবে এমন নতুন প্রযুক্তি শেখা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-মুমিনুল হাসান, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : কর্মচারীর ওপর ওয়াজিব হ'ল তার নির্ধারিত কর্মঘণ্টাকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যয় করা। তার জন্য নিজের ব্যক্তিগত কাজে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। কারণ মুসলমান তার শর্ত পালনে বাধ্য *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; মিশকাত*

হা/২৯২৩)। তবে যদি সে তার দায়িত্ব শেষ করে ফেলে এবং তাতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকে, তবে সেটি জায়েয (*বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/২৬৭*)।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : সার্টিফিকেটে মূল বয়সের চেয়ে আমার বয়স ৫ বছর কম লিখিত রয়েছে, যা আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি। এক্ষণে অতিরিক্ত পাঁচ বছর চাকুরী করা কি আমার জন্য বৈধ হবে এবং এ সময়ে প্রাপ্ত বেতন কি আমার জন্য হালাল হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নাটোর।

উত্তর : সরকারী নিয়ম-কানূনের কারণে কিংবা ব্যক্তির মূল বয়স সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইতিপূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হ'ত। অতএব সরকার নির্ধারিত নিয়মেই উক্ত অতিরিক্ত পাঁচ বছর চাকুরী করা বৈধ হবে এবং এর বেতন নেওয়াও বৈধ হবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া উক্ত বেতন ব্যক্তির পরিশ্রমলব্ধ আয়ও বটে। তবে বর্তমানে জন্মনিবন্ধন সনদের নীতিমালা তৈরী হওয়ার পর জেনে-শুনে কেউ যদি চাকুরীর বয়স বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেটে বয়স কম-বেশী করে, তবে সেটা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার শামিল হবে, যা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় (*মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০*)।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : যদি আমি এক ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা করি তাহ'লে আমার প্রবল অনুশোচনা হয়। কিন্তু আমি যদি গান শুনি বা গোপন গুনাহ করি তখন আমার মধ্যে অনুশোচনা আসে না। কিভাবে আমি এসব পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারি।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : মানুষ পাপ করতে করতে এক সময় পাপকে হালকা মনে করে। ফলে পাপ করলেও অনুশোচনা আসে না। এ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে এবং সে পাপ আর কখনও করবে না। এছাড়া অধিক পরিমাণ কবর, পরকাল বা জাহান্নামের শাস্তির বিষয়টি স্মরণ করবে। রাসূলুল্লাহ বলেন, 'তোমরা অধিকহারে স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুর কথা অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর' (*তিরমিযী হা/২৩০৭; মিশকাত হা/১৬০৭*)।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : জুম'আতুল বিদা' কাকে বলে? এর ফযীলত কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আব্দুর রাক্বীব, লালমণিরহাট।

উত্তর : জুম'আতুল বিদা' বলতে রামাযানের শেষ বা বিদায়ী জুম'আকে বুঝানো হয়ে থাকে। জুম'আতুল বিদা'র বিশেষ কোন ফযীলত নেই। একটি 'জাল' হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি রামাযানের শেষ জুম'আর দিনে এবং রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করবে, তা তার পুরা বছরের ছালাতের ত্রুটি (মুক্ত করে) পূর্ণ করে দেবে। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'রামাযান মাসের শেষ জুম'আর পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত যে আদায় করবে, তা তার জীবনের সত্তর বছরের ক্বাযা ছালাতের জন্য যথেষ্ট হবে (*মাওযূ'আতুল কুবরা, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আল-আছারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ ১/৮৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ১/৫৪, নং ১১৫*)।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : অনেকেই অধিক লাভের আশায় গরু মোটাতাজা করার জন্য ঘাস, খৈল, ভুসি, কুড়া ও ভুট্টার সঙ্গে ব্রয়লার মুরগীর খাদ্য খাওয়ায়। এভাবে গরুর ওযন বাড়ানোর জন্য খাবার খাওয়ানো জায়েয হবে কি?

-ইসমাঈল, শেরপুর।

উত্তর : শরী'আতের দৃষ্টিতে মুরগীর খাবার (ফিড) গরুকে মোটাতাজা করার জন্য খাওয়ানো জায়েয, যতক্ষণ না এটি গরুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং মানুষের জন্য কোন শারীরিক বা অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়। ইসলামের মূলনীতি হ'ল যেকোন জিনিসের মূল অবস্থা হ'ল তা হালাল বা বৈধ, যতক্ষণ না সেটি নিষিদ্ধ হওয়ার কোন শারঈ দলীল পাওয়া যায়। তবে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, এই খাবারটি গরুর জন্য উপযুক্ত এবং গরুর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও মোটাতাজা হওয়ার জন্য এতে পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণ রয়েছে। ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে 'ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না' (*ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০*)।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ', 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বা 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া'লা আলে মুহাম্মাদ' ইত্যাদি বলা যাবে কি?

-ছানাউল্লাহ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বাক্য পাঠের বাধ্যবাধকতা নেই। বরং যে কোন বাক্যে মনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলেই তা আদায় হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ' অথবা বলে, 'ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ' কিংবা 'আছ-ছালাতু ওয়াস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' অথবা বলে, 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এমন যেকোন বাক্যে দরূদ পড়লে সেটি সঠিক হবে এবং দরূদ হিসাবে গণ্য হবে। কারণ এক্ষেত্রে শরী'আতের পরিধি অত্যন্ত প্রশস্ত (*ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১১/১৬৬*)। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত দরূদ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) পাঠ করেছেন। তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, *বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ*। অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে (প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ। অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি)। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন (*ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/৮৮; ছহীহুল জামে' হা/৪৭১৬*)। তবে এই নিয়ম কেবল ছালাতের বাইরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ছালাতের ভেতরে দরূদ পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই হাদীছে বর্ণিত শব্দগুলোই ব্যবহার করতে হবে। আর নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ দরূদ হ'ল 'দরূদে ইব্রাহীম', যা ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর পড়া হয়। হাদীছের কিতাবগুলোতে এই দরূদটিরও বেশ কয়েকটি ছহীহ শব্দবিন্যাস বা পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতে হবে কি?

-আব্দুল মতীন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ আমল রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও

সালাফে ছালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তবে মসজিদে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া যাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১)*। আর কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়া ও বের হওয়া উভয়ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া যাবে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০০৭,১০০৮; মিশকাত হা/৪৬৬০; ছহীহাহ হা/১৮৩)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : লায়লাতুল কৃদরের লক্ষণ কি কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওমর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : লায়লাতুল ক্বদরের বাহ্যিক কোন নিদর্শন নেই। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, 'ঐদিন সূর্য উঠবে, কিন্তু আলোকচ্ছটা থাকবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৮)*। এর উপরে ভিত্তি করে অনেক বিদ্বান লায়লাতুল ক্বদর নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) প্রমুখাৎ বুখারী বর্ণিত হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল কৃদর সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হ'লেন। তখন দু'জন মুসলিম তাঁর সামনে এসে গেল। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কৃদরের রাত্রি সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের সাথে দেখা হয়ে গেল। ফলে সেটা আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হ'ল (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের কথাটা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হ'ল)। সম্ভবতঃ এটা তোমাদের জন্য ভাল হ'ল *(বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছের ব্যাখ্যা এটাই হ'তে পারে যে, তিনি বের হয়েছিলেন কেবল ঐ বছরের লায়লাতুল কৃদর নির্দিষ্ট করে বলার জন্য' *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*। অতএব বাহ্যিক নিদর্শন দেখে লায়লাতুল কৃদর নির্দিষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে লায়লাতুল কৃদর সন্ধান কর' *(বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩)*।

ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর নীতিমালা

ক-গ্রুপ (উন্মুক্ত)

বয়স : সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের বয়স সর্বোচ্চ ২৫ বছর [জন্ম তারিখ ০১/০১/২০০০ বা তার পরে হতে হবে]। অর্থাৎ সংগঠনের সদস্য নয় এমন অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী প্রতিযোগীরাও এই গ্রুপে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

☆**আবশ্যিক বিষয় : বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআন** (সূরা ফাতেহা এবং সূরা যোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত [সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক]।)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

ক. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ।
খ. উপস্থিত বক্তৃতা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি বিষয়। **সময় :** ১০ মিনিট
গ. ইসলামী জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী।
পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

খ-গ্রুপ (অনুমোদিত কর্মীদের জন্য)

বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর [জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৯০ বা তার পরে হতে হবে]।

☆**আবশ্যিক বিষয় : বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআন** (সূরা শামস থেকে সূরা নাস পর্যন্ত [সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক]।)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

ক. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৩০টি হাদীছ।
খ. উপস্থিত বক্তৃতা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৮টি বিষয়। **সময় :** ১০ মিনিট
গ. ইসলামী জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী।
পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গ-গ্রুপ (কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের জন্য)

বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর [জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৯০ বা তার পরে হতে হবে]।

☆**আবশ্যিক বিষয় : বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআন** (সূরা বুরূজ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত [সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক]।)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

ক. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৪০টি হাদীছ।
খ. উপস্থিত বক্তৃতা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি বিষয়। **সময় :** ১০ মিনিট
গ. ইসলামী জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী।
পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

(সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০। সর্বমোট পূর্ণমান ১০০।
২. প্রতিযোগীদের অবশ্যই 'ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিগোগিতা ২০২৬' শিরোনামে রচিত সিলেবাস সংগ্রহ করতে হবে।
৩. প্রতিযোগীকে নিজ নিজ যেলা যুবসংঘের কার্যালয় থেকে ফরম সংগ্রহপূর্বক পূরণ করে জমা দিতে হবে। ফরমে অবশ্যই ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
৪. প্রতিযোগিতা ৩টি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। যথা : যেলা, বিভাগ ও কেন্দ্র।
৫. প্রতিটি বিষয়ে ৩ জন বাছাইকৃত প্রতিযোগীকে বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে।
৬. বিভাগীয় পর্যায়ে সকল গ্রুপের প্রতিযোগিতা বিভাগীয় দায়িত্বশীলের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে বিভাগের যেলাসমূহের সুবিধাজনক যেলা/স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি বিষয়ে ৩ জন বাছাইকৃত প্রতিযোগীকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে আহ্বায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**
১. যেলা : ১৭.০৪.২০২৬ (শুক্রবার, সকাল : ৯:০০ টা)।
২. বিভাগ : ২৪.০৪.২০২৬ (শুক্রবার, সকাল : ৯:০০ টা)।
৩. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১৪.০৫.২০২৬ (শুক্রবার, সকাল : ৯:০০ টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

আয়োজনে : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, www.juboshongho.org

আপনার রামাযানকে বরকতময় করতে সঙ্গী হোক এই বইগুলো

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত পাঠ্যবই সমূহ

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ | www.hadeethfoundationbd.com

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (এডুকেশন সিটি) ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

◆ প্রতি কাঠা জমির সম্ভাব্য মূল্য ১ লক্ষ টাকা ◆ প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০ টাকা

এছাড়া মাসিক ৫০০ টাকা থেকে যেকোন পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে দান করুন এবং নিয়মিত দানের প্রভূত নেকী অর্জন করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই আমল আল্লাহর অধিক পসন্দনীয়, যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৪)*।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৭২৪৬২৩১৭৯
রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩ (ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ), ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 5, February 2026

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

তুহফায়ে রামাযান

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*।

ঢাকার জন্য

হিজরী : ১৪৪৭, খৃষ্টাব্দ : ২০২৬

হিজরী	খৃষ্টাব্দ	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
০১ রামাযান	১৯ ফেব্রুয়ারী	বৃহস্পতি	০৫:১৩	০৫:৫৬
০২ রামাযান	২০ ফেব্রুয়ারী	শুক্রবার	০৫:১২	০৫:৫৭
০৩ রামাযান	২১ ফেব্রুয়ারী	শনিবার	০৫:১২	০৫:৫৮
০৪ রামাযান	২২ ফেব্রুয়ারী	রবিবার	০৫:১১	০৫:৫৮
০৫ রামাযান	২৩ ফেব্রুয়ারী	সোমবার	০৫:১০	০৫:৫৮
০৬ রামাযান	২৪ ফেব্রুয়ারী	মঙ্গলবার	০৫:০৯	০৫:৫৯
০৭ রামাযান	২৫ ফেব্রুয়ারী	বুধবার	০৫:০৯	০৫:৫৯
০৮ রামাযান	২৬ ফেব্রুয়ারী	বৃহস্পতি	০৫:০৮	০৬:০০
০৯ রামাযান	২৭ ফেব্রুয়ারী	শুক্রবার	০৫:০৭	০৬:০০
১০ রামাযান	২৮ ফেব্রুয়ারী	শনিবার	০৫:০৬	০৬:০১
১১ রামাযান	০১ মার্চ	রবিবার	০৫:০৫	০৬:০২
১২ রামাযান	০২ মার্চ	সোমবার	০৫:০৫	০৬:০২
১৩ রামাযান	০৩ মার্চ	মঙ্গলবার	০৫:০৪	০৬:০৩
১৪ রামাযান	০৪ মার্চ	বুধবার	০৫:০৪	০৬:০৩
১৫ রামাযান	০৫ মার্চ	বৃহস্পতি	০৫:০৩	০৬:০৩
১৬ রামাযান	০৬ মার্চ	শুক্রবার	০৫:০১	০৬:০৪
১৭ রামাযান	০৭ মার্চ	শনিবার	০৫:০০	০৬:০৪
১৮ রামাযান	০৮ মার্চ	রবিবার	০৪:৫৯	০৬:০৫
১৯ রামাযান	০৯ মার্চ	সোমবার	০৪:৫৮	০৬:০৫
২০ রামাযান	১০ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৫৭	০৬:০৬
২১ রামাযান	১১ মার্চ	বুধবার	০৪:৫৬	০৬:০৬
২২ রামাযান	১২ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৫৫	০৬:০৭
২৩ রামাযান	১৩ মার্চ	শুক্রবার	০৪:৫৪	০৬:০৭
২৪ রামাযান	১৪ মার্চ	শনিবার	০৪:৫৩	০৬:০৮
২৫ রামাযান	১৫ মার্চ	রবিবার	০৪:৫২	০৬:০৮
২৬ রামাযান	১৬ মার্চ	সোমবার	০৪:৫১	০৬:০৮
২৭ রামাযান	১৭ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪:৫০	০৬:০৯
২৮ রামাযান	১৮ মার্চ	বুধবার	০৪:৪৯	০৬:০৯
২৯ রামাযান	১৯ মার্চ	বৃহস্পতি	০৪:৪৮	০৬:০৯
৩০ রামাযান	২০ মাচ	শুক্রবার	০৪:৪৭	০৬:১০

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	০	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	−২	−২	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৫	+৫	+৪
মাদারীপুর	+১	+২	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+১	+৩	+৩	+২

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৪	−৩	−৩	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৭	−৬	−৬	−৭
নোয়াখালী	−৩	−২	−২	−২
চাঁদপুর	−২	০	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−২	−১	−২	−২
চট্টগ্রাম	−৬	−৪	−৫	−৫
কক্সবাজার	−৬	−৪	−৫	−৬
খাগড়াছড়ি	−৬	−৬	−৬	−৭
বান্দরবান	−৮	−৬	−৬	−৭

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+১	+১
ময়মনসিংহ	০	−১	০	০
জামালপুর	+২	+১	+২	+২
নেত্রকোণা	−২	−২	−১	−১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৫	+৪	+৪
বাগেরহাট	+৩	+৪	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৭	+৬	+৭	+৭
দিনাজপুর	+৫	+৬	+৬	+৭
লালমণিরহাট	+৩	+৩	+৩	+৪
নীলফামারী	+৫	+৫	+৬	+৬
গাইবান্ধা	+৩	+২	+৩	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৬	+৭	+৮
রংপুর	+৪	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+৩	+২	+৩	+৩

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	−৬	−৭	−৬	−৬
মৌলভীবাযার	−৬	−৬	−৬	−৬
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৪	−৪
সুনামগঞ্জ	−৪	−৫	−৪	−৪

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৪	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯	+৯
নওগাঁ	+৬	+৫	+৬	+৬

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+১	+১
পিরোজপুর	+১	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	০
ভোলা	−১	০	০	−১
বরগুনা	+১	+৩	+২	+১

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল